ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন ?

মূলঃ ডঃ আহমদ আবদুল আজীজ আল নাজ্জার
মোহাম্মদ সামির ইবরাহিম
মাহ্‌মুদ নোমান আল আনসারী

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক

কি ও

কেন ?

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ
শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলাই ঃ ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী ঃ ১৯৮৪

মুদ্রণে ঃ
ইষ্টার্ণ রিগ্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৭১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-২

প্রকাশনায় ঃ
জনসংযোগ বিভাগ
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
৭৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-২

Islami Bank Ki O Keno – A book in questions and answers form on modes of working, aims and objectives of Islami Banking System, Translated and Edited by Shah Muhammad Habibur Rahman and Muhammad Sharif Hussain.

www.pathagar.com

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন
আর সূদকে করেছেন হারাম"
- আল কুরআন

বিষয় সূচী ঃ

○ ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ক'টি কথা—প্রফেসর এম, এন, হুদা ৭

○ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ৯

○ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক ○ সম্ভাব্য ইসলামী ব্যাংক ○ ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের পটভূমি ○ কাদের নেতৃত্বে ইসলামী ব্যাংক ○ ইসলামী ব্যাংকের আন্তর্জাতিক রূপ।

ইসলামী ব্যাংক বনাম সূদী ব্যাংক ১৪

○ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ○ ঋণ বরাদ্দে অংশীদারী ব্যাংকের শ্রেষ্ঠত্ব ○ সম্পদ বন্টনে সূদের বিকল্প হিসেবে মুনাফার ব্যবহার ○ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ○ ইসলামী ব্যাংকের সরাসরি বিনিয়োগে অংশগ্রহণ ○ সূদী ব্যাংকের মোকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্ব ○ সূদী ব্যাংকের আয়ের উৎস ○ সূদী ব্যাংক ব্যবস্থার কুফল ○ সঞ্চয়ী আমানত আকর্ষণে সূদী ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক।

সূদী ব্যবস্থার নিরসন কেন প্রয়োজন ২৭

○ সব ধরনের সূদই কি হারাম ○ সূদের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণ ○ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বনাম সূদী কারবার ○ সূদ নিষিদ্ধ হবার প্রশ্নে কুরআন ও হাদীসের ঘোষণা ○ সূদী কারবার সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের মনোভাব।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ৩৪

○ ইসলামী ব্যাংকের সংগা ○ ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য ○ ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ○ ইসলামী শরীয়ত বোর্ড ○ ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের গঠন ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ ○ বিভিন্ন শরীয়ত বোর্ডের মতামতের মধ্যে সমন্বয় ○ লক্ষ্য অর্জনের মূল স্তম্ভ ○ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ○ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সামাজিক সুফল ○ ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস ○ আয়ের উৎস ○ বিশ্বের মুসলমানদের সাথে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন ○ ইসলামী ব্যাংকের সাথে অমুসলিমদের লেনদেন।

ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি ৪৪

○ সনাতন কাজে ইসলামী ব্যাংকের বিধিগত কর্মকাঠামো ○ সনাতন কাজের বাইরে ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ কর্মকাঠামো ○ ইসলামী ব্যাংকের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক বা সেবামূল্য ○ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী কার্যক্রমের নীতি ○ গোপন মুনাফা উদ্‌ঘাটন ও কাল্পনিক লোকসান নিরোধ ○ মক্কেলদের কারবারে ইসলামী ব্যাংক হস্তক্ষেপ করবে কি-না ○ ঋণের গ্যারান্টি গ্রহণ ○ ঋণ প্রদানের ভিত্তিতে সরাসরি মুনাফা গ্রহণ না করার কর্মসূচী ○ বৈদেশিক লেনদেনে ইসলামী ব্যাংকের সহায়তা ○ অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সহ-অবস্থান ○ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক।

ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় নীতি ৫২

○ সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ○ সঞ্চয়ে উৎসাহ দানে ইসলামী ব্যাংক ও সূদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য ○ সঞ্চয়ের আর্থিক কারণ ○ দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় অভ্যাস ○ সঞ্চয় থেকে ইসলামী ব্যাংকের লাভের সম্ভাবনা ○ সঞ্চয়-অভ্যাস গঠন ও সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকের কর্মসূচী ○ সঞ্চয়কারীদের জন্যে ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ সুবিধা ○ সীমার বাইরে লক্ষ্য নির্ধারণ।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ৬২

○ বিনিয়োগের সাধারণ ও অর্থনৈতিক নীতিমালা ○ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ ○ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন ○ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের বিধি নিষেধ ○ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী বিনিয়োগের লক্ষ্য ○ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয় অংশীদারী প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ ○ মুনাফার অংশ নির্ধারণ ○ ঋণ দানের স্থায়ী নীতিমালা ○ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মুনাফা নির্ণয় ○ বিনিয়োগ আমানতকারীদের কাছে সূদী ব্যাংক বনাম ইসলামী ব্যাংক ○ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের লোকসানের ঝুঁকি কতটুকু ○ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি রূপ ○ ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সাথে ইসলামী ব্যাংকের আচরণ ○ বৃত্তিজীবীর সাথে অংশীদারী কারবারের ধরন ○ গৃহ সমস্যা সমাধানে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ○ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে লোকসানের আশংকা ○ সূদী ব্যাংক থেকে আমানতদারদেরকে ফিরানোর উপায়।

ইসলামী ব্যাংকে জাকাতের ভূমিকা ৭৫

○ জাকাত আদায়/সংগ্রহ, তদারক ও বন্টনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ○ জাকাত ব্যবস্থার প্রচলনে ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব ○ আমানতকৃত তহবিলের ওপর জাকাতের বিধান।

www.pathagar.com

বিবিধ ৮০

০ একই দেশের ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় ০ ইসলামী ব্যাংকের সাংগনিক কাঠামো অভিন্ন হবে কি না ০ ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসনিক ও ফাইন্যান্সিয়াল নীতিমালা ০ কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন ভাতার নীতি ০ ইসলামী ব্যাংকের শাখাসমূহের স্বাধীন নীতি থাকা সম্ভব কি না। ০ ইসলামী ব্যাংক মুনাফাখোরী প্রবণতা বাড়াবে কি না ০ ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা নির্ভরতা সংকট সৃষ্টি করবে কি না ০ ইসলামী ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিলে অধিকার কাদের ০ আরো সূদমুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ইসলামী ব্যাংক ০ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ৮৭

০ বাংলাদেশে প্রথম সূদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ব্যাংকিং সেবা ০ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ০ বিনিয়োগ পদ্ধতি ০ বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ০ কর্জে হাসানা ০ সাদাকাহ্ তহবিলের পরিচালনা ০ শরীয়ত বোর্ড।

www.pathagar.com

উৎসর্গ
তাঁদের হাতে—
বাংলাদেশে
ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
আজীবন স্বপ্ন যাঁদের

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ক'টি কথা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তাত্ত্বিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এবার লাভ-ক্ষতির শেয়ারের ভিত্তিতে সূদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচালনগত যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলিত সূদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে যে তুলনীয় হতে পারে, হতে পারে প্রতিযোগিতামূলক এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তম বিকল্প,-তার প্রমান মিলে কয়েকটি উন্নত দেশে। তারা ইসলামে বিশ্বাসী না হয়েও এ নতুন পদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। তাদের এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে একটি দৃষ্টি-ভংগী কার্যকর। তা হলো, ঋণদাতা (Creditor) ও ঋণগ্রহীতা (Debtor) তথা ব্যাংকার ও গ্রহীতার (Borrower) মধ্যকার লাভ-লোকসান অংশীদারী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থিতিস্থাপক উপাদান (Stabilizer) হিসাবে কাজ করবে। অপরদিকে সূদভিত্তিক কারবার উপদ্রব সৃষ্টিকারী (Disturber) হিসাবে এবং কখনো কখনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসাবে কাজ করে।

আমরা মুসলমান হিসাবে সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার উপযোগিতায় বিশ্বাস করি। তবু আমাদেরকে কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে এবং তার সাফল্যের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে।

লাভ-ক্ষতি অংশীদারভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনাগতভাবে এখনো সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় গ্রহীতার লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক না কেন, সূদের হার পূর্বেই নির্ধারিত (Pre-determined) হয়ে থাকে। অপরদিকে সূদমুক্ত ব্যবস্থায় লাভ-ক্ষতি পরে নির্ধারিত হয় (Post-determined) পূর্ব নির্ধারিত হার ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় কাজ করা খুব সহজ। আর পরেরটিতে পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে। ব্যাংকারদেরকেই এই জটিলতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তাদের আচরণ, চিন্তাধারা, নীতি ও কার্যক্রমের মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

গ্রহীতা, ব্যাংকার ও অর্থ আমানতকারীর মধ্যকার বর্তমান সম্পর্ক কম-বেশী নৈর্ব্যক্তিক। প্রচলিত ব্যবস্থায় পরস্পর পরস্পরের কাজে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং একে অন্যের কাজের দায়িত্বও গ্রহণ করে না। দায়িত্ব গ্রহণে এ অনুপস্থিতির কারণ—প্রত্যেক পক্ষই পূর্ব নির্ধারিত একটি হার অনুযায়ী সূদ পেয়ে থাকে বা দিয়ে থাকে।

নতুন ব্যবস্থায় কোন পক্ষ ভবিষ্যতের লাভ বা লোকসানের অংশ পাবে বা নেবে। এজন্যে সকল পক্ষকেই তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও উদভাবনী শক্তিকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাই এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বাধিক লাভের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। ব্যাংকার ও সঞ্চয়ী আমানতকারী লাভের সে অর্থ ভাগ করে নেবেন।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে, এ নতুন ব্যবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে ঃ

(ক) ইচ্ছুক গ্রহীতার ঋণ চাহিদার প্রস্তাব সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা ও যাচাই করার ব্যবস্থা;

(খ) গ্রহীতার কার্যক্রম ও লেনদেন সম্পর্কে নিয়মিত ও কার্যকর তত্ত্বাবধান ;

(গ) ব্যাংকারের পক্ষ থেকে গ্রহীতাকে উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশনা দান এবং প্রয়োজনীয় হলে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, গ্রহীতার উচ্চাকাংখার সাথে ব্যাংকারের বাস্তবতার সমন্বয় সাধন ;

(ঘ) ব্যাংকের জন্যে যথার্থ যোগ্যতা সম্পন্ন টেকনিক্যাল স্টাফ ;

(ঙ) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় আমানতকারীদের কতিপয় অংশীদারিত্ব ; এবং

(চ) গ্রহীতা ও ব্যাংকার এবং ব্যাংকার ও লগ্নীকারী/শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য নীট মুনাফার শেয়ার নির্ধারণ।

নতুন ব্যবস্থার সার কথা হচ্ছে ঃ তিনটি পক্ষ তথা আমানতকারী, ব্যাংকার ও ঋণ গ্রহীতা ব্যবসায়ের প্রকৃত অংশীদারে পরিণত হয়। তারা নীট মুনাফা ও দায়-দায়িত্বেরও অংশীদার হয়। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতা যাতে সম্ভাব্য সর্বাধিক নীট মুনাফা অর্জন করতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা, এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই লগ্নীকারী তার জমা টাকার স্থায়ী ডিপোজিটের চাইতে বেশী মুনাফা পেতে পারে। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং-এর সাফল্যের এটা অন্যতম শর্ত।

আমি হতাশাবাদী নই—আশাবাদী মানুষ। আমি সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকব না। বরং কঠোর ও আত্মোৎসর্গিত কাজের মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যবস্থাকে সফল করে তুলব।

ইনশাআল্লাহ সাফল্য আমাদের আসবেই। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।

প্রফেসর এম.এন. হুদা

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক

প্রশ্ন ঃ এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা কত ? সেগুলোর নাম কি এবং কোন্ কোন্ দেশে কখন স্থাপিত হয়েছে ?

উত্তর ঃ বিশ্বে এ যাবত স্থাপিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের নাম, দেশ ও প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করে একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো ঃ

দেশ ও ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	
১। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা, সৌদি আরব	অক্টোবর	১৯৭৫
২। দুবাই ইসলামী ব্যাংক, সংযুক্ত আরব আমিরাত	সেপ্টেম্বর	১৯৭৫
৩। কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, সাফাত, কুয়েত	মার্চ	১৯৭৭
৪। ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান, খার্তুম, সুদান	এপ্রিল	১৯৭৭
৫। নাসের সোশ্যাল ব্যাংক, কায়রো, মিসর	জুলাই	১৯৭২
৬। ফয়সল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট, কায়রো, মিসর	আগষ্ট	১৯৭৭
৭। ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট, মিসর	-	১৯৮০
৮। ব্যাংক মিসর — ইসলামী শাখাসমূহ, মিসর	-	১৯৮০
৯। জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট, আম্মান, জর্দান	এপ্রিল	১৯৭৮
১০। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট হাউস, আম্মান, জর্দান	-	১৯৮১
১১। বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, মানামা, বাহরাইন	মার্চ	১৯৭৯
১২। বাহরাইন ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী, মানামা	-	১৯৮১
১৩। দার-আল-মা'ল আল-ইসলামী, বাহামা	-	১৯৮০
১৪। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ, নাসাউ, বাহামা	-	১৯৭৯

www.pathagar.com

১৫। ইসলামিক এক্সচেঞ্জ এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী, দোহা, কাতার	-	-
১৬। কাতার ইসলামী ব্যাংক, কাতার	জুন	১৯৮০
১৭। ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং এস,এ, লুক্সেমবার্গ	অক্টোবর	১৯৭৮
১৮। ইরানিয়ান ইসলামিক ব্যাংক, তেহরান, ইরান	-	১৯৭৯
১৯। ন্যাশনাল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট, পাকিস্তান		১৯৭৯
২০। গৃহনির্মাণ কর্পোরেশন, পাকিস্তান	-	১৯৭৯
২১। পাকিস্তান ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন	-	১৯৭৯
২২। পাকিস্তান ব্যাংকার্স ইকুইটি লিঃ	-	১৯৭৯
২৩। ইসলামিক মুদারাবাহ্ কোং, পাকিস্তান	-	১৯৮০
২৪। জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায় পি,এল,এস, পদ্ধতি (পাকিস্তান)	-	১৯৮১
২৫। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ, সুইজারল্যাণ্ড	-	১৯৭৯
২৬। দার-আল-মা'ল আল-ইসলামী, জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড	-	১৯৮০
২৭। ইসলামিক আরব ইনস্যুরেন্স কোং, আরব আমিরাত	-	১৯৮০
২৮। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ, আরব আমিরাত	-	১৯৭৭
২৯। ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস, যুক্তরাজ্য	-	১৯৮২
৩০। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা, বাংলাদেশ	মার্চ	১৯৮৩
৩১। ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বারহাদ	-	১৯৮৩
৩২। ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল অব ডেনমার্ক	-	১৯৮৩
৩৩। শরিয়াহ ইনভেষ্টমেন্ট সার্ভিসেস পি,এল,সি, জেনেভা	-	১৯৮০
৩৪। ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস, লণ্ডন	-	১৯৮০
৩৫। কিবরিজ ইসলামী ব্যাংক, লেফকোসা, নিকোশিয়া		১৯৮২
৩৬ ফিলিপাইন আমানাহ ব্যাংক, জাম্বোয়াংগা সিটি (ইসলামিক কাউন্টার)	-	১৯৮২

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কায়েমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগে। তারপর থেকে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছত্রিশটি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে অন্য কোন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে কি ? থাকলে কোন্ কোন্ দেশে ?

উত্তর ঃ হাঁ, সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নলিখিত দেশসমূহে শীঘ্র ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঃ

১। সৌদি ইসলামিক ব্যাংক, সৌদি আরব
২। আংকারা এণ্ড ইস্তাম্বুল ইসলামিক ব্যাংক, তুরস্ক
৩। ইউরোপিয়ান ইসলামিক ব্যাংক, সুইজারল্যাণ্ড
৪। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী অব অষ্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ণ
৫। ইসলামী ব্যাংক, সিংগাপুর
৬। ফালাহ্ ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, বোম্বে, ভারত
৭। ইত্তেফাক ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, বোম্বে, ভারত।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। এ আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন নতুন কিছু নয়। অতীতে ব্যাংক ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকলেও মুসলমানগণ আল্লাহর বিধান অনুসারে তাঁদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালিন সমাজের "বায়তুল মাল" মুসলমানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণ ও অর্থ সরবরাহ করত।

এসব কাজে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী (সঃ)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

বর্তমান কালে অর্থের ব্যবহার ও প্রচলন জটিল রূপ ধারণ করার ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থ যোগানের জন্যে সূদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আত্মপ্রকাশ করেছে। শুরুতে ইহুদীরাই এসব সূদী প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক ছিল। পরবর্তী সময়ে খৃস্টানরা তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরকালে মুসলমানরাও সূদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু মুসলিম চিন্তাবিদগণ

www.pathagar.com

কখনো এ ব্যাপারে নীরব থাকেননি। প্রথম থেকেই তাঁরা ইসলামী পদ্ধতির ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে এসেছেন। কখনো বলিষ্ঠ ও জোরালোভাবে আবার কখনো বা ধীর ও মন্থর গতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামীকরণের আন্দোলন চলে আসছে। তবে গত ষাটের দশকের পূর্বে এ ব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম মিসরে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-বিধান অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কায়েমের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়। সে বছরই মিসরের মিটগামার নামক স্থানে "সেভিংস ব্যাংক" নামে আধুনিক কালের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। এরপর পাকিস্তানে অনুরূপ আরেকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৭১ সালে মিসরে "নাসের সোশ্যাল ব্যাংক" নামে আর একটি ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়। ১৯৭৪ সালে সৌদি আরবে "ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক", ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে "দুবাই ইসলামী ব্যাংক", ১৯৭৭ সালে সুদানে "ফয়সল ইসলামী ব্যাংক", কুয়েতে "কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস" ও মিসরে "ফয়সল ইসলামী ব্যাংক" এবং ১৯৭৮ সালে জর্দানে "জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ" নামে আমাদের দেশেও সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমানরা গোড়াতেই ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। উত্তরকালে এগুলো ইসলামী চরিত্র হারিয়ে বসে। মুসলিম মনীষীরা সর্বযুগে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ধারা পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে গত দু'দশক ধরে মুসলমানরা বিশ্ব-অর্থনীতিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলামী ধারা প্রবর্তনের বাস্তব প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রতিটি আরব দেশেই এক একটি ইসলামী দল বা গ্রুপ রয়েছে এবং এ দল বা গ্রুপই এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একথা কতদূর সত্য ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক মূলতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের ব্যাংক। সকলের উদ্দেশ্যে এবং সবার খেদমতের জন্যে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংককে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর ব্যাংক হিসেবে আখ্যায়িত করা ভুল হবে।

www.pathagar.com

অবশ্য এ কথা সত্য যে. যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেসব দেশের ইসলামী দল বা গ্রুপসমূহের তৎপরতা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করছে এবং ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত ও বলিষ্ঠ করতে সাহায্য করছে। কেননা এসব ইসলামী দল ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্যে সংগ্রাম করছে। আর ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এ জীবন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাস্তবায়ন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন যে কোন দল বা দল বিশেষের প্রভাব বলয়ের উর্ধে থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক কি সূদী ব্যাংকের ন্যায় আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করতে সমর্থ হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোতেই নয়, অনেক দরিদ্র দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। তাছাড়া অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পূর্বোল্লেখিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ যাবৎ তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক কায়েম হয়েছে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যাংক কায়েম হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ এখানে সুদান, মিসর, পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য এমন কি বাংলাদেশের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র ও বৈসাদৃশ্য। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, ব্যাংকের ইসলামী মডেল সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বনাম সূদী ব্যাংক

প্রশ্ন ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে সূদী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকও কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ?

উত্তর ঃ সূদী ব্যাংকের বিকাশ ও উন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জনগণের সেবা করা এবং তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে এসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং অর্থের ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এসব ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে; সামষ্টিক কল্যাণ এর ইপ্সিত লক্ষ্য ছিল না। কালক্রমে অর্থনীতিবিদগণ আবিস্কার করলেন যে, ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও বিনিয়োগ তহবিলের চাহিদা পূরণে এসব ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ আবিস্কার ব্যাংক মালিকদের আরো অর্থলিপ্সু করে তুলেছে। অর্থনীতিতে তারা আরো বেশী ক্ষমতা ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এবং ব্যাপকভাবে শোষণ শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদগণ সূদী ব্যাংকের এ মন্দ ফল ঠেকাতে পারছেন না। কারণ সমাজে ব্যাংকের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে আর কোন বিকল্প প্রতিষ্ঠান নেই।

ইসলামী ব্যাংকের অবস্থা এর বিপরীত। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সমাজ হতে শোষণ ও আধিপত্যবাদ নির্মূল করে জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা দান। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ সূদভিত্তিক ব্যাংকের কুফলসমূহ নির্মূল করতে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন ঃ সূদের ভিত্তিতে ঋণ বরাদ্দের সনাতন পদ্ধতি অপেক্ষা অংশীদারী বিনিয়োগ পদ্ধতি কোন্ কোন্ দিক থেকে উন্নততর ?

উত্তর ঃ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অংশীদারী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীগণ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করেন, যা সূদী ব্যবস্থায় পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নিম্নে এরূপ কতিপয় উল্লেখযোগ্য সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

(ক) ঋণগ্রহীতাকে ঋণদান করে ইসলামী ব্যাংক তার কারবারের অংশীদার হয় এবং নিজস্ব টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে অপর অংশীদারের সাথে মিলে অর্থ বিনিয়োগের উত্তম ক্ষেত্র ও পন্থা উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করে। ফলে পুঁজির সাথে সাথে সে কারবার ব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতাও লাভ করে। এভাবে পুঁজি এবং অভিজ্ঞতা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এতে মুসলিম সমাজের মূলধনের যথাযথ সংরক্ষণ এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আর এজন্যে শরিয়ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

ঋণগ্রহীতার কাছে সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ থাকে না এবং সকল ঋণগ্রহীতার পক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং টেকনিক্যাল যোগ্যতা আহরণ করাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহারের ফলে সম্পদের উক্তরূপ অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। সূদী ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে তার কারবারের পুরো দায়-দায়িত্ব একাই বহন করতে হয় এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা সে পায় না। অপর পক্ষে ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ হচ্ছেন ঋণগ্রহীতার রক্ষা-কবচ। তারা লোকসানের ঝুঁকি হ্রাস বা সম্পূর্ণ বিলোপ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এত কিছুর পরও যদি কারবারে লোকসান হয়, সেক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে একা ছেড়ে দেয় না। পূর্বচুক্তি অনুসারে আংশিক বা সম্পূর্ণ আর্থিক লোকসানের বোঝা বহন করে।

সুতরাং বিনিয়োগের এ ইসলামী পদ্ধতি প্রথমতঃ প্রকল্পের সাফল্যের গ্যারান্টিরূপে কাজ করে; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা ইসলামী সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়; তৃতীয়তঃ এ ব্যবস্থা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

(খ) ইসলামী ব্যাংক তার আমানতকারীদের অর্থ নিজস্বভাবে অথবা অংশীদারী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। ফলে সমাজের সঞ্চয়গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যথার্থ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। অপরদিকে এ বিনিয়োগ থেকে লব্ধ মুনাফার অংশ পেয়ে আমানতকারীগণ আরো উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করে। এভাবে ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী এবং পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, যা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে। লভ্যাংশ পাবার আশায় জনসাধারণ অর্থ মজুদ করার পরিবর্তে ব্যাংকে জমা রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। কেননা মজুদদারীর মাধ্যমে অর্থ নিশ্চল ও অলস মূলধনে পরিণত হয় এবং গোটা দুনিয়া এ তহবিল বিনিয়োগের

www.pathagar.com

সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং অংশীদারী বিনিয়োগ গোটা মানব জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এভাবে ইসলামী বিধান বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

(গ) সূদের প্রত্যাশায় অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে তা থেকে সঞ্চয়কারীদের রক্ষা করা অংশগ্রহণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সূদী ব্যবস্থার উদ্ভাবনকারীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে চালু করেছে। মুসলমানদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে ইতিবাচক কর্মপ্রেরণা বিলোপ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। সূদের হাতিয়ার প্রয়োগ করে তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে মানুষকে স্বার্থপর, অলস, আরামপ্রিয় ও কর্মবিমুখ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ জাকাত দানের প্রবণতাকে বিলোপ করার প্রয়াস পেয়েছে। অর্থলিপ্সার কারণে যারা হারাম ঘোষিত আয় গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত নয়, অর্থের মোহ ত্যাগ করে নির্ধারিত জাকাত দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। অর্থের লোভ যাদেরকে হারাম পন্থায় আয় করতে প্রলুব্ধ করে তাদের পক্ষে এ লালসা সংবরণ করে হারাম মাল হতে জাকাত দেয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

(ঘ) প্রচলিত সূদী ব্যাংক আমানতের ওপর সূদ দেয় এবং ঋণের ওপর সূদ নেয়। এ প্রাপ্ত এবং প্রদত্ত সূদের পার্থক্যই হচ্ছে সূদী ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং এ উভয় সূদের হারের মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হয় ব্যাংকের আয় বাড়ার সম্ভাবনাও ততই বৃদ্ধি পায়। ফলে এ সময় সূদী ব্যাংক বেশী বেশী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে সূদের হারের উক্ত ব্যবধান কোন কারণে কমে গেলে ব্যাংকের আয়ও কমে যায় এবং আসল খোয়া যাবার ভয়ে ব্যাংক শংকিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে ব্যাংক ঋণ সংকোচিত করে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দারুণভাবে কমিয়ে আনতে বাধ্য করে। এভাবে মন্দাকে মহামন্দার দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং সূদী অর্থনীতিতে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রধাণতঃ ব্যাংকের গৃহীত ও প্রদত্ত সূদের হারের ব্যবধানের ওপরই নির্ভরশীল থাকে।

(ঙ) অংশ গ্রহণ পদ্ধতি মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করবে যা সূদী ব্যবস্থায় কখনো সম্ভব নয়। সূদী ব্যাংক সূদের হারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঋণ বরাদ্দ করে। সূদের হার যেখানে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই বন্ধ করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক সরাসরি বিনিয়োগ করে বা বিনিয়োগে অংশ নেয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক বৈধ মুনাফা অর্জন করা। অধিকন্তু অন্যান্য সামাজিক দিক, যেমন—কর্মসংস্থান, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ ও সাধারণ কল্যাণ, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিও এ ব্যাংক স্বাভাবিক কারণেই যত্নবান হয়। সুতরাং সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ কেবল ইসলামী ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

www.pathagar.com

(চ) অংশগ্রহণ নীতি চালু থাকলে ব্যাংকের পক্ষে অর্থনীতির যে কোন কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে চলা সম্ভব হবে। তা ছাড়া ব্যাংক এবং ঋণ গ্রহীতা (উদ্যোক্তা) যৌথভাবে যে কোন সংকটের সার্থক মুকাবিলা করতে পারবে এবং সংকটজনিত ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হবে।

(ছ) এ কথা নিশ্চিত যে, যে সব দেশে সূদের হারের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সে সব দেশে সূদের হার প্রকারান্তরে একটি নির্দিষ্ট হার বা মূল্যের রূপ নেয়। সেখানে ক্ষেত্র, অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রকল্প নির্বিশেষে সকল ঋণের ওপর একই হারে সূদ ধার্য করা হয়। এমনকি প্রকল্প ঋণের সূদের হার এবং অন্যান্য ঋণের সূদের হারেও কোন পার্থক্য থাকে না। বস্তুতঃ সূদের হারে পার্থক্য সেখানে আদৌ সম্ভবই নয়। কারণ সূদ সেখানে অর্থের বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল শ্রেণীর ঋণের ওপর একই হারে সূদ ধার্য করার ফলে অর্থনীতিতে নানা প্রকার জটিলতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। একই হারে সূদ দিতে হলেও বাস্তবে সব প্রকল্পের আকার-আকৃতি যেমন সমান হয় না তেমনি সকল প্রকল্পের মুনাফার হারও একরূপ নয়। বস্ত্র-কলে বিনিয়োগ থেকে যে হারে মুনাফা আসে, বিস্কুট কারখানা থেকে সে হারে আসে না। অথবা খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা, কৃষি উৎপাদন এবং শিল্প-উৎপাদনের মুনাফা কখনো একই হারে হয় না। সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগত মান, মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা এবং আকৃতি-প্রকৃতি বিচার না করে নির্বিশেষে সকল প্রকল্পের ঋণের ওপর সমহারে সূদ ধার্য করার অর্থ হচ্ছে কোন কোন প্রকল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা এবং বিলাস সামগ্রী উৎপাদনকে পরোক্ষভাবে সমর্থন যোগানো। এর ফলে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্যের উৎপাদন উপেক্ষিত হয়, অর্থনীতিতে মারাত্মক স্থবিরতা দেখা দেয় এবং সুবিচারের নীতি ভূলুণ্ঠিত হতে শুরু করে।

সমাজ কর্মক্ষম উদ্যোগী ব্যক্তিদেরকে সামাজিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় অথচ অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক প্রকল্পে নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। অথচ বিলাস সামগ্রী এবং অনুরূপ অতি লাভজনক দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ফলে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, সমাজের সাধারণ স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। এ রোগ ক্রমে দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির রূপ নিয়ে গোটা সমাজ-দেহের উদ্যোগ ও কর্মোদ্যমকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে দেয়। সমাজে শোষণ ও বঞ্চনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এভাবে এর পরোক্ষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সূদী ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার ন্যায় চরম মতবাদের জন্ম দেয়। মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে মানুষে মানুষে মারাত্মক হিংস্র সংঘর্ষের সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে। অন্য কথায়, সূদী ব্যাংক এমন এক বিষধর সাপ, যার দংশনে সমাজ নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়; অথচ এর বিষদাঁত দৃষ্টিগোচর হয় না।

অন্যদিকে অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা যে প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে সেই প্রকল্পে অর্জিত মুনাফার অংশ ঋণদাতাকে দিতে হয়। প্রকল্পে মুনাফা না হলে ঋণদাতাকে অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না, এমন কি লোকসান হলে ঋণদাতা তার অংশের লোকসান বহন করতে বাধ্য থাকে। সুতরাং এ ব্যবস্থায় ঋণদাতাকে দেয় অতিরিক্ত অংশ যেমন পূর্ব নির্ধারিত নয়, তেমনি কোন স্থায়ী ব্যাপারও নয়। প্রকল্পে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার ওপরই তা নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থা তাই সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহায়ক। এতে সমাজের প্রয়োজন এবং বিনিয়োগের মধ্যে গভীর সমন্বয় সাধিত হয় এবং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুস্থ ও আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে সমাজ যেমন ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে না, তেমনি ব্যক্তিও দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের ধ্বংসের কারণ হয় না।

(জ) অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে আয় ও মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রেও সুবিচার পরিলক্ষিত হয়। এতে উৎপাদনক্ষম মানবীয় যোগ্যতার যেমন অপচয় হয় না, তেমনি সমাজের গোটা সম্পদ মাত্র কতিপয় হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যও সৃষ্টি করে না। এ ব্যবস্থায় কোন প্রকল্প ঘটনাক্রমে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করলেও নিঃসন্দেহে সে মুনাফা প্রকল্পের সাথে অংশীদার ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। মুনাফার অংশীদার হিসেবে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট অংশ পায় এবং অবশিষ্ট অংশ ব্যাংকের অংশীদার জমাকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। একইভাবে কোন প্রকল্প আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে অন্যতম অংশীদার হিসেবে ইসলামী ব্যাংক সর্বপ্রথম তার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং একে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে। ফলে প্রকল্পটি বেঁচে যায় এবং এর কর্মচারীবৃন্দ নিশ্চিত বেকারত্বের কবল থেকে রেহাই পায়। অপরদিকে এরূপ ক্ষেত্রে সূদী ব্যাংক তার ঋণ আরো দ্রুত ফেরৎ নিয়ে নেয় এবং প্রকল্পের বিনাশ অনিবার্য ও দ্রুততর করে তোলে।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও অংশগ্রহণ পদ্ধতি জনস্বার্থের সর্বাধিক সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ সূদী ব্যাংক ব্যবস্থায় একে বিবেচ্য বিষয় বলেই গণ্য করা হয় না। সূদের বিরুদ্ধে ইসলাম কেন আপোষহীন জিহাদ ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের দলিল লেখক এবং সাক্ষীদের বিরুদ্ধে কেন এত কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ সম্পদ বণ্টন ক্ষেত্রে সূদের কার্যকর বিকল্প হিসেবে মুনাফাকে গ্রহণ করা যায় কি ?

উত্তর ঃ প্রচলিত ব্যাংক পদ্ধতিতে সূদের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনের তত্ত্ব যত না বাস্তব তার চেয়ে বেশী কল্পিত। প্রথমতঃ বাস্তব মূলধনের চাঁহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে সূদের হার নির্ধারিত হয় না ; বরং এ হার নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মধ্যবর্তী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ। ব্যাংক কর্মকর্তাগণ আমানতের ক্ষেত্রে সূদের হার যতদূর সম্ভব কম রেখে এবং ঋণের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব বেশী নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে মূলধনের চাহিদা ও যোগান, এবং অনুকূল ও প্রতিকূল উপাদানকে পাশ কাটিয়ে কর্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সূদের হার নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সূদভিত্তিক ঋণমাত্রই সিকিউরিটি নির্ভর। এ জন্যেই ঋণদানকারী ব্যাংক প্রকল্পের উৎপাদনশীলতার প্রতি নজর দেয় না। এর দৃষ্টি থাকে সিকিউরিটির প্রতি। ব্যাংকের যে কোন ব্যবস্থাপক স্বভাবতঃই কম সিকিউরিটি প্রদানকারী অধিক উৎপাদনশীল প্রকল্পের চেয়ে বেশী সিকিউরিটি প্রদানকারী অথচ কম উৎপাদনশীল প্রকল্পকেই অধিক পছন্দ করেন। এতে ব্যাংকের কোন ঝুঁকি বা লোকসানও নেই। কেননা এর উপার্জনের পরিমাণ সূদের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত থাকে। তাই সূদ-নির্ভর ঋণ পদ্ধতিতে মূলধনের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার যেমন করা যায় না, তেমনি সূদ মূলধনের প্রকৃত মূল্য নির্দেশকও হতে পারে না।

সিকিউরিটির ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে সূদনির্ভর ঋণদান বা বিনিয়োগ পদ্ধতি ধনীকে আরো ধনী করে।

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত সূদী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে যা পরিত্যাগ বা পরিহার করে চলা কোন অর্থনীতির পক্ষেই আদৌ সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। ইসলামী ব্যাংকও কি অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম হবে ?

উত্তর ঃ প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পুঁজি সংগ্রহে সহায়তা করা। এসব ব্যাংক নিম্ন সূদের হারে মূলধন সংগ্রহ করে এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী লোকদেরকে উচ্চতর সূদের হারে মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকের যাবতীয় ঋণ কেবলমাত্র বৈষয়িক কারণে মুনাফার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত ও ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে ইসলামী ব্যাংক প্রধানতঃ তাদেরকেই অর্থ যোগান দেয়, যারা সমাজের বৃহত্তর উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহী। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি সমাবেশ

www.pathagar.com

এবং পরিচালনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা। মুনাফা সেখানে এসব কাজের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই অর্জিত হবে। এমন কি, কোন কোন কাজে তাৎক্ষণিক কোন মুনাফা অর্জিত নাও হতে পারে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের কাজ হচ্ছে সাধারণ ও সর্বব্যাপী এবং এর কাংখিত লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। মুনাফা অর্জন করা ইসলামী ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ব্যাংকিং ঐতিহ্য অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। অথচ ইসলামী ব্যাংক এ ঐতিহ্য ভংগ করছে। ইসলামী ব্যাংক এ ব্যতিক্রমী পথে যাচ্ছে কেন ?

উত্তর ঃ (ক) একমাত্র আল্লাহর বিধানই পরিপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়। মানুষের রচিত বিধান বা ব্যবস্থা পরিপূর্ণতার দাবী করতে পারে না। তাই পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণের জন্যে প্রচলিত ব্যবস্থা বা নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

(খ) বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা, এর যাবতীয় ধরন ও কার্যাবলী বিভিন্ন পরিবেশের দাবী অনুসারে এবং অনৈসলামী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং এ ব্যাংক ব্যবস্থা অনৈসলামী পরিবেশের জন্যেই উপযোগী। ইসলামী সমাজের জন্যে তা উপকারী হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী সমাজের জন্যে যেসব উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন প্রচলিত সূদী ব্যাংকের মাধ্যমে সেগুলো অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়।

(গ) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা অংশীদারী কারবারে অংশগ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ঐতিহ্য লংঘন করছে বলে যারা আপত্তি তুলছে, প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামী ব্যাংকের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেয়ার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংককে অংকুরেই স্তব্ধ করে দেয়া অথবা একে অনৈসলামী পথে চলতে বাধ্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক যদি ঋণদান কাজ থেকে বিরত থাকে এবং কেবল আনুসাংগিক বিষয়াদির মধ্যেই এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে এর যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে ?

সুতরাং এ অভিযোগ প্রকৃত পক্ষে ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য যুদ্ধ বৈ আর কিছু নয়। এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকের গত্যন্তর নেই। ইসলামী ব্যাংককে উন্নতি লাভ করতে হবে, সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে এবং নিজ অস্তিত্বের বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। এজন্যে সূদ গ্রহণ ও সূদ দান নয়, বরং সরাসরি বিনিয়োগ এবং অংশীদারী ভিত্তিতে অন্যের সাথে অংশগ্রহণই হবে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান অবলম্বন। এসব বিনিয়োগের মুনাফা লব্ধ আয় থেকে ব্যাংক নিজের

www.pathagar.com

প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করবে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করে দেবে। এখানে আমরা কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা বা অংশগ্রহণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংককে গভীরভাবে উক্ত প্রকল্প মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রকল্পের যাবতীয় ঝুঁকি প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকরণ ও স্থানের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংককে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে লোকসানের আশংকা সম্পূর্ণ দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ বলতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মূলধনে অংশ গ্রহণ বুঝায়। এরূপ অংশ গ্রহণের ফলে ব্যাংক উক্ত প্রকল্পের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও অংশীদার হয়। সর্বোপরি প্রকল্পের মুনাফায় অংশ গ্রহণ এবং লোকসানের ঝুঁকিও বহন করে। উপরন্তু ইসলামী ব্যাংক প্রকল্পে তার নির্ধারিত অংশ অন্যের কাছে বিক্রি বা হস্তান্তরও করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক বিক্রয় চুক্তি মুতাবিক কেবল তার অংশের মূল্যই গ্রহণ করতে পারে। এ অংশের মূল্য বিনিয়োজিত মূলধন অপেক্ষা কমও হতে পারে বা বেশীও হতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে এ ধরনের কারবার-ব্যবস্থা অনুমোদন করে ইসলাম যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। এ ব্যবস্থায় ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম হয় এবং সূদী সমাজের ন্যায় শোষণ ও বেইনসাফীর কোন অবকাশ থাকে না। সূদী সমাজে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতা তার সম্পূর্ণ আসল আদায় করে নেয়। উপরন্তু আসলের ওপর সূদও কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়। উক্ত অর্থ খাটিয়ে ঋণগ্রহীতা লাভ করেছে না কি লোকসান দিয়ে পথে বসেছে ঋণদাতা সেদিকে মোটেই তাকিয়ে দেখে না। অপরদিকে ইসলামের অংশীদারী কারবারে অর্থ যোগানদাতা ও অর্থগ্রহীতা উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে তারা কারবারের লাভ-লোকসানে অংশ নেয়। মূলধনের যোগানদাতা হিসেবে ইসলামী ব্যাংক কারবারের লভ্যাংশে যেমন অংশ নেয়, তেমনি লোকসানেরও অংশ বহন করে। এরূপ কারবারের উন্নতি সাধনে উভয় অংশীদারই সমান দায়িত্ব অনুভব করে এবং একে লাভজনক ও সার্থক করে তোলার জন্যে উভয়েই সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে উভয়েই প্রকল্পের তদারক ও তত্ত্বাবধান করে। ফলে প্রকল্পের সফলতাও নিশ্চিত হয়। এখানেই লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব নীতির বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা পরিদৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে গিয়ে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য সূদী ব্যাংকের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে কি ? ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা যথাযথভাবে আদায় হওয়ার সম্ভাবনাই বা কতটুকু ?

উত্তর ঃ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও যোগ্যতা বিচার করতে হলে এর আমানত ও সঞ্চয় আকর্ষণের ক্ষমতা এবং সেই সাথে আমানত বিনিয়োগের যোগ্যতা বিচার করতে হবে। ইতিমধ্যে যেসব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর কার্যক্রম থেকে দেখা যায় যে, এসব ব্যাংক সকল দিক থেকেই সূদী ব্যাংকের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, সূদী ব্যাংক লোকসান দেয় না বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, প্রকৃতপক্ষে সূদী ব্যবস্থায় সমাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ ব্যবস্থায় সমাজের নৈতিক মান, মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ ব্যাপকভাবে ধসে পড়ে। তাছাড়া ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী বা সূদী ব্যাংকগুলোর সংখ্যা কম নয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, শুধু মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হাজার হাজার ব্যাংকে লালবাতি জ্বলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়া বা ব্যর্থতার কারণ ব্যাংকের লোকসান নয় ; বরং এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় তারল্য (Liquidity) সংরক্ষণে ব্যর্থতা। অর্থাৎ তারল্য সংকটই হচ্ছে ব্যাংক ফেল করার মূল কারণ। আনন্দের বিষয় যে, তারল্য সংকট নয়, বরং উদ্বৃত্ত তারল্যই ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের টিকে না থাকার আশংকা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন ঃ সূদ নির্ভর ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কি কি ?

উত্তর ঃ প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস সূদ। ব্যাংক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ লগ্নী করে এবং এর ওপর নির্ধারিত হারে সূদ আদায় করে। ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও ঋণদান পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, চেকের প্রচলন এবং ব্যাংকের ওপর গ্রাহকদের আস্থার সুযোগে ব্যাংক খাতা-কাগজে বিপুল পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি এবং পুনরায় তা লগ্নি করে সূদ অর্জন করতে পারে। ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ হতে ঋণ মঞ্জুর করে। ঋণ গ্রহীতারা একসাথে সাকুল্য অর্থ তুলে নেয় না। নিলেও পুনরায় তারা তা ব্যাংকেই জমা রাখে এবং চেক গ্রহণ করে। এ জমা হতে ব্যাংক পুনরায় ঋণ মঞ্জুর করে। এভাবে নগদ হস্তান্তর না করে একই পরিমাণ অর্থ হতে বহুবার ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংক কার্যতঃ বহুগুণ কাগুজে অর্থ সৃষ্টি করে, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ পদ্ধতিতে সৃষ্ট অর্থ হতে ব্যাংক সূদ পায় এবং এভাবেই সূদী ব্যাংকের আয় বহুগুণে বেড়ে যায়।

প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে কমিশন ও সেবা মূল্য

www.pathagar.com

(Service charge)। ব্যাংক তার গ্রাহকদের নানা ধরনের কাজ আঞ্জাম দেয় এবং বিনিময়ে কমিশন ও সেবামূল্য নিয়ে থাকে। সাধারণভাবে এ উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যাংকের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে যথেষ্ট।

ব্যবসা বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের তেমন গুরুত্ব নেই। শুধুমাত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময়ে এবং স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহের জন্যে এ মূলধনের দরকার হয়। অতঃপর, আমানত পেতে শুরু করলে ব্যাংক সে আমানত লব্ধ অর্থ সূদ উপার্জনের জন্যে বিনিয়োগ করে এবং আরো বিপুল পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করে। যে কোন ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটের ওপর নজর বুলালেই দেখা যায় যে, আমানতকারীদের জমার পরিমাণ ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সূদী ব্যাংক নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতা উভয়কেই শোষণ করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ সূদী ব্যাংক ব্যবস্থার কুফল কি কি ?

উত্তর ঃ সূদী ব্যাংক ব্যবস্থার অশুভ পরিণতি এবং এর কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে আমাদেরকে একটু পেছন থেকে শুরু করতে হয় এবং প্রথমেই স্বর্ণমান ও মুদ্রাচক্র সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। বস্তুতঃ মুদ্রা পদ্ধতির পরিবর্তন বা রূপান্তর তখন থেকেই শুরু হয় যখন স্বর্ণ বিনিময় মান পরিত্যক্ত এবং চক্র পদ্ধতি শুরু হয়। স্বর্ণ বিনিময় মান পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত মুদ্রা বা অর্থের পেছনে স্বর্ণের পুরো সমর্থন থাকত। এ ব্যবস্থায় স্বর্ণকেই মুদ্রা হিসেবে চালু করা হত না ; বরং কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যকে মুদ্রা হিসেবে চালু করা হত। এ দ্রব্য মুদ্রারূপে সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হতো, অন্যান্য দ্রব্যের সাধারণ পরিমাপকরূপে কাজ করত এবং এর মূল্য স্থিতিশীল থাকত।

কারেন্সী বা কাগজী মুদ্রা কোন ক্রমেই সামগ্রী নয়। এটি সমাজের দ্রব্য সামগ্রীর একটি প্রতীক মাত্র। মানুষ দৈনন্দিন লেন-দেনকে সহজ করার জন্যে স্বর্ণের পরিবর্তে একে লেন-দেনের মাধ্যমরূপে চালু করেছে। সোনা সহজ লভ্য নয় এবং দৈনন্দিন কাজে সোনার ব্যবহার অসুবিধাজনক। তাই কাগজী মুদ্রার এ প্রচলন। কিন্তু মানুষ অর্থের কাছ থেকে এর প্রকৃত ও আদি কাজ নেয়ার পরিবর্তে খোদ অর্থকেই ক্রয়-বিক্রয় করতে শুরু করেছে। এ বিরাট বিচ্যুতি মানুষের জন্যে চরম বিপদ ডেকে এনেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের প্রয়োজন যখন পৃথিবীতে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ অতিক্রম করে গেল, তখন অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ মুতাবিক সব দেশই তাদের নিজস্ব মজুদ স্বর্ণের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যাংক নোট ছাড়া শুরু করল। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেছিলেন যে, দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার পরিমাপ করা সম্ভব

www.pathagar.com

এবং এর ভিত্তিতে সমমূল্যের কাগজী নোট বাজারে ছেড়ে দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবার বিনিময় ও ব্যবহার সহজ করে তোলা উচিত। এভাবেই স্বর্ণ বিনিময় মানের পরিবর্তে কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা পুরাপুরি পাকা হয়ে গেল। আর এর সাথে সাথে শুরু হল মুদ্রাচক্র। এর ফলে অর্থনীতিতে নিম্নরূপ বিপর্যয় দেখা দিল ঃ

(ক) দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ, অর্থের পরিমাণ এবং এর প্রচলন গতির মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপের জন্যে বিশ্বস্ততা ও আস্থার সাথে নির্ভর করার মতো কোন যথার্থ মানদণ্ড অবশিষ্ট রইল না। কেননা এদের মধ্যে পার্থক্যকারী কোন চিহ্নই (Land mark) বর্তমান থাকল না।

(খ) এ পার্থক্যকারী চিহ্নের অভাবের দরুন যে কোন সময়ে যে কোন ধরনের সংগত বা অসংগত, উৎপাদনশীল বা অনুৎপাদনশীল ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে কোন পরিমাণ কাগজী নোট ইস্যু করার সুযোগ লাভ করল। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি সরকারের একটি নির্দেশই যথেষ্ট। সরকারের নির্দেশ পেলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট সূদের বিনিময়ে মুদ্রা ছেড়ে থাকে এবং হিসেবের খাতায় লিখে রাখে। সরকারী ঋণের এটি একটি অন্যতম পন্থা। সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে কর বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলেই সরকার এরূপ ঋণের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

(গ) অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী নির্দেশে ইস্যুকৃত বিপুল পরিমাণ কাগজী মুদ্রার অশুভ প্রভাব হতে অর্থনীতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা তথা মুদ্রা সৃষ্টি করার ক্ষমতা হ্রাস করে থাকে। এ জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ওপর সূদের হার বৃদ্ধি করা।

(ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত এ বাধা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে তাদের আমানত বাড়ানোর জন্যে উৎসাহ দানের চেষ্টা করে। ব্যবসা ঠিক রাখতে হলে এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর কোন উপায় থাকে না। কারণ এটাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের ওপর দেয় সূদের হার বাড়িয়ে দিয়ে সঞ্চয়কারীদেরকে বাস্তব উৎসাহ দেয়।

(ঙ) উল্লেখিত পন্থা ছাড়াও সূদী ব্যাংকের খাতা-কাগজে মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত মুদ্রা সৃষ্টি করে থাকে।

উপরের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, সূদের হার একটি দু'ধারী অস্ত্রস্বরূপ। এ হার উভয় দিক দিয়েই অর্থ সরবরাহ বাড়িয়ে তোলে। সূদ একদিকে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। অন্যদিকে সরকারী ঋণ বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে একই শিকলের (সূদের) বিভিন্ন চক্র যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিকে অচল করে দেয়। এটা হলো এক ধরনের মুদ্রাস্ফীতি, যা অর্থনীতির জন্যে কোন দিক থেকেই কল্যাণকর নয়। মুদ্রাস্ফীতি অন্য

www.pathagar.com

ধরনেরও হতে পারে। সে সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা না হলে মুদ্রাস্ফীতি প্রসংগ অস্পষ্ট থেকে যাবে।

সৌদি আরব, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের রফতানি ক্ষমতা বেশী। ফলে বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্যও এদের অনুকূলে রয়েছে। বিপুল রফতানি আয়ের ফলে এসব দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রা সরবরাহ প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গিয়ে সেখানে এক ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করেছে। এরূপ মুদ্রাস্ফীতি প্রকৃতিগতভাবে ক্ষণস্থায়ী এবং বলিষ্ঠ রফতানি ক্ষমতার পরিচায়ক। এর ফলে দেশের ভেতরে দ্রব্যমূল্যের যে বৃদ্ধি দেখা দেয় স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাকে স্বাভাবিক ভারসাম্যে আনা সম্ভব। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রফতানিকারক কোন দেশে মূল্যস্তর নেমে গেলে তারা ঐসব দেশ থেকে কমমূল্যে পণ্য আমদানি করে তাদের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করতে পারে অথবা অন্য কোন দরিদ্র দেশকে অর্থ সাহায্য করে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনতে পারে।

সূদের যে কুফল ইতিমধ্যেই বিশ্বে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে তাতে নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, খোদাকে ভয় কর, আর লোকদের কাছে তোমরা যে সূদ পাবে তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাক। কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর তবে জেনে রাখ যে, খোদা এবং রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনো যদি তওবা কর (এবং সূদ পরিত্যাগ কর) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে। (সুরা আল-বাকারা ঃ ২৭৮,২৭৯)

প্রশ্ন ঃ সূদী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের ওপর সূদ দেয় আর ইসলামী ব্যাংক সূদ দেয় না। এথেকে একথা কি বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে সূদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী আমানত আকৃষ্ট করার ক্ষমতা বেশী ?

উত্তর ঃ আপাতঃ দৃষ্টিতে এ বক্তব্য সঠিক মনে হলেও বাস্তবে এটা একটা অনুমান মাত্র। এরূপ ধারণার পেছনে কোন ভিত্তি নেই। বাস্তবে দেখা গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে সূদ কখনোই আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। সূদী ব্যাংকে গচ্ছিত সূদবিহীন বিপুল আমানতই এর বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং সূদের ভিত্তিতে লেন-দেন না হওয়াটাই মুসলমানের কাছে অধিকতর কাম্য ও আকর্ষণীয়। শুরু থেকেই মুসলমানের কাছে একমাত্র সেটাই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, যা তার ঈমান আকিদার সাথে সংগতিশীল। কোন প্রকারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লংঘন না করে চলতে পারলেই মুসলমানগণ সন্তুষ্ট থেকেছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় সূদের লেনদেন থেকে মুক্ত থাকতে পারাই তাদের নিকট আকর্ষণীয় ব্যাপার। এ হচ্ছে

www.pathagar.com

একদিক। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সূদ খাওয়ার অপরাধবোধে মুমিন যে রূপ মানসিক যাতনা ভোগ করে, সূদের পাওনা অপেক্ষা সে যাতনার তীব্রতা শতগুণে বেশী। আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র মানুষ বেদনাদায়ক পথ এড়িয়ে চলতে চায়। অধিকন্তু এ সত্য আজ প্রমাণিত যে, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সূদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। ব্যক্তি যখন সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত নেয় তখন সূদের হারকে আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষ যখন জমি ক্রয়, বাড়ী ঘর তৈরী বা অনুরূপ কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অথবা পুত্র-কন্যার লেখা-পড়া ও বিয়ের জন্যে সঞ্চয় করে তখন তারা সূদের হারের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয়না। এসব ক্ষেত্রে সূদের হার বেড়ে গেলেও মানুষ সঞ্চয়ের হার বাড়ায় না এবং সূদের হার কমে গেলেও সঞ্চয়ের হার কমায় না। বরং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই সঞ্চয় করে যায়। কারণ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পূর্ব নির্ধারিত।

উক্ত আলোচনা হতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, মানুষ ইসলামী ব্যাংকেও অর্থ জমা রাখবে, সঞ্চয়ী জমা রাখবে এবং ঈমানের তাকিদেই তারা এ কাজ করবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থা সূদ নির্ভর; অথচ এখানে ব্যাংকের মোট আমানতের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী সূদমুক্ত হিসাবে রাখা আছে। এটা মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক ঈমানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

উপরে উল্লেখিত কারণ ছাড়া আরো কিছু কারণ রয়েছে যে জন্যে জনগণ ইসলামী ব্যাংককে সূদী ব্যাংক অপেক্ষা বেশী পছন্দ করবে। সে কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) ইসলামী ব্যাংক জনগণকে শরীয়ত সম্মত পথে চলতে সহায়তা করবে। এজন্যে সঞ্চয়কারীদের সামনে ইসলামী ব্যাংক তার দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছে। ইসলামী ব্যাংক জনগণের সামনে সূদমুক্ত ভোগ্য ঋণের দরজা যেমন খুলে দেয় তেমনি খুলে দেয় সূদমুক্ত উৎপাদনশীল ঋণের পথও।

(খ) এছাড়া দুর্দিন-দুঃসময় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলার জন্যে ইসলামী ব্যাংক জনগণের প্রতি তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।

(গ) কেবল মুনাফা অর্জনই যদি সঞ্চয়কারীর উদ্দেশ্য হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ হিসাবের দরজা তাদের জন্যে খোলাই আছে। ব্যাংক এসব আমানতকারীর অর্থ বিনিয়োগ হিসাবে (Investment Account) জমা নেবে এবং নিজে সরাসরিভাবে অথবা অন্যের সাথে অংশীদারী ভিত্তিতে বিভিন্ন কারবারে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংক বছর শেষে বা প্রকল্প সমাপ্ত হলে হিসেব করে উক্ত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করবে এবং এ থেকে আমানতকৃত অর্থের অনুপাত অনুসারে আমানতকারীদের মধ্যে

www.pathagar.com

মুনাফা বন্টন করে দিবে। এভাবে সূদের পরিবর্তে মুনাফায় অংশ প্রদানের শর্তে ইসলামী ব্যাংক আমানত আকৃষ্ট করবে।

সবশেষে, এমন আমানতকারীও থাকতে পারে যারা মুনাফা চায় না বরং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে। ইসলামী ব্যাংক তাদের উদ্দেশ্যও উত্তমরূপে পূরণ করবে এবং সমাজের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম হবে।

সুতরাং সূদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে অধিক আমানত আকৃষ্ট করবে এ অনুমান মোটেই যুক্তি নির্ভর এবং বাস্তবানুগ নয়।

সূদী ব্যবস্থার নিরসন কেন প্রয়োজন

প্রশ্ন ঃ ইসলাম সূদ হারাম করেছে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে প্রচলিত উচ্চ হারের সূদ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই কি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি — যাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ সূদ বলা হয়েছে ?

উত্তর ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে প্রধানতঃ দু'ধরনের সূদ প্রচলিত ছিল— (ক) রিবা নাসিয়াহ এবং (খ) রিবা ফদল। কুরআনের আয়াত সমূহে এ উভয় প্রকার সূদকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে উভয় সূদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(ক) রিবা-নাসিয়াহ ঃ এ সূদের বিবরণ দিতে গিয়ে কাতাদাহ বলেছেন, "ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবের কোন লোক ধারে পণ্য বিক্রি করলে সে ক্রেতাকে এর দাম পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে দিত। ক্রেতা যদি উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাম পরিশোধ করতে অপারগ হতো তাহলে বিক্রেতা তার প্রাপ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত এবং তা পরিশোধের সময়সীমাও বর্ধিত করত।

মুজাহিদ বলেছেন, "ইসলামের পূর্বে কোন ব্যক্তি অন্য কারো কাছে ঋণী থাকলে সে উক্ত ঋণের ওপর বাড়তি প্রদানের শর্তে ঋণ-দাতাকে ঋণ পরিশোধের সময়-সীমা বাড়িয়ে দিতে বলত। ঋণদাতা সে মোতাবেক ঋণ পরিশোধের সীমা পিছিয়ে দিত।

আবু বকর আল-জাসাস বলেছেন, "ইসলাম-পূর্ব যুগে সকলেরই জানা ছিল যে, সূদ হচ্ছে চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত করার শর্তে মুলতবীকৃত ঋণ।"

ঈমাম আল-রাজী বলেছেন, "নিশ্চয়ই ইসলামের পূর্বে রিবা-নাসিয়াহ বহুল

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিল। তখন কোন লোক কিছু সময়ের জন্যে অন্য লোককে ধার দিত এবং এর বিনিময়ে সে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত। কিন্তু মূলধন বা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সমানই থেকে যেত। ঋণ পরিশোধের সময় হলে ঋণদাতা তার অর্থ ফেরৎ চাইতো। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণদাতা ঋণের ওপর বাড়তি অর্থ ধার্য করে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিত।"

(খ) রিবা ফদল ঃ কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ ঐ একই দ্রব্যের কম বা বেশী পরিমাণের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করা হলে ফদলের উদ্ভব হয়। যেমন সোনার বদলে সোনা, দিরহামের বদলে দিরহাম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর বিনিময় করা। এ বিনিময়ের মধ্যে সূদের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। কারণ এতে দ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত মানের তারতম্যের কারণে ক্রেতার বা বিক্রেতার একজন অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপরজন লাভবান হবে। আধুনিককালের বিনিময় বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখা দরকার।

আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেছেন, "সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, ভুট্টার বদলে ভুট্টা, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবনের বদলে লবন এবং যে কোন জিনিসের বদলে সমজাতীয় জিনিস হাতে হাতে বিনিময়-কাজে ক্রেতা বা বিক্রেতার কেউ তার পরিমাণ বাড়ালে বা বাড়াবার জন্যে বললে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই সূদের কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, "একদা হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীমের (দঃ) নিকট কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলে করীম (দঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন— "তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে?" হযরত বিলাল (রাঃ) উত্তরে বললেন— "আমাদের খেজুর খারাপ ছিল, তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে একগুণ ভালো খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি।" রাসূল (দঃ) বললেন, "আহ্! এটাতো সূদের মতোই হলো, এ-তো সূদের মতোই। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও তাহলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে তারপর সে দ্রব্যের সাহায্যে ভালো খেজুর কিনে নেবে।"

রিবা নাসিয়ায় সূদের বিষয়টি এতো স্পষ্ট যে, এর কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না। রিবা নাসিয়ায় বিদ্যমান সূদের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- ○ প্রকৃত মূলধনের ওপর অতিরিক্ত কোন পরিমাণ সংযোজন করা;
- ○ এ অতিরিক্ত পরিমাণের জন্যে কোন সময় নির্ধারণ করা;
- ○ সূদের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

www.pathagar.com

সুতরাং অর্থ সময়ের প্রেক্ষিতে যে অর্থের জন্ম দেয় তাই সূদ।

রিবা ফদল সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমজাতীয় দু'টি দ্রব্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। হযরত বিলালের (রাঃ) খেজুর বিনিময়ের ঘটনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। গুণের তারতম্যের জন্যেই বিলাল (রাঃ) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের খেজুরের বিনিময়ে তার দ্বিগুণ খেজুর প্রদান করেছিলেন। তাছাড়া দ্রব্য যদি সবদিক থেকে সমানও হয় তবু সূদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কারণ খেজুর যদি খেজুর জন্ম দেয় অর্থাৎ কম খেজুরের পরিবর্তে বেশী খেজুর বিনিময় হয় তবেই তা সূদের পর্যায়ভুক্ত হয়। বরং এ অতিরিক্ত জন্ম দেয়াটাই সূদ। রাসূলে করীম (দঃ) সুস্পষ্টভাবে এবং কঠোর ভাষায় একে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিজের পণ্য বাজারে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা পছন্দমত জিনিস ক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সূদের শেষ চিহ্ন দূর করে দিয়েছেন।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাকে আরো একটি শর্ত পূরণ করতে হয়; তা হচ্ছে হাতে হাতে বা নগদ মূল্য পরিশোধ করা। দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময়ের সাথে সাথেই এর মূল্য পরিশোধিত হতে হবে। এক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটলে সূদের সম্ভাবনা এসে যায়। মোটকথা ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিময় ক্ষেত্রে সূদের সামান্যতম সম্ভাবনা সম্পর্কে রাসূলে করীম (দঃ) অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি এতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগের সূদখোরী মানসিকতাকে পর্যন্ত তিনি সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছেন।

আধুনিককালে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত এবং পরাজিত মানসিকতা সম্পন্ন কোন কোন মুসলমান লেখক কেবল মাত্র রিবা নাসিয়াকেই সূদ বলে গণ্য করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তাদের মতে অন্যান্য ধরনের সূদ জাহেলিয়াতের যুগে ছিল না। এগুলোর জন্ম আধুনিককালে হয়েছে। সুতরাং তাঁদের ধারণায় কুরআনের সূদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আধুনিককালের এসব সূদের ওপর প্রযোজ্য নয়। এ যুক্তির ভিত্তিতে তারা তাদের মতে জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল না এমন সূদকে ইসলামের নামে চালু রাখতে চান।

এ ধরনের যুক্তি নিঃসন্দেহে পরাজিত ও দাসসুলভ মানসিকতার পরিচায়ক। ইসলাম কোন আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়। বরং ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির সামগ্রিক সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারেই মৌলিক ও চিরস্থায়ী নীতি নির্ধারণ করেছে। তাই যখন সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তখন এক ধরনের সূদকে বৈধ রেখে অন্য ধরনের সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং সামগ্রিকভাবে সকল ধরনের সূদকেই হারাম করা হয়েছে। রিবা ফদল তো এ জন্যে নিষিদ্ধ যে এর মধ্যে সূদের গন্ধ আছে, আর আছে

www.pathagar.com

সূদখোরী মানসিকতা। এ রন্ধ্র পথে গোটা সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যে সূদের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটতে পারে সে জন্যে রিবা ফদল নিষিদ্ধ। সুতরাং যেখানে সূদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা তথা গন্ধটুকু দূর করতে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেখানে পরবর্তী কালে চালু হওয়া কোন কোন সূদকে জায়েজ বলার সুযোগ কোথায় ? তাই সব ধরনের সূদই অবৈধ ও নিষিদ্ধ — তা জাহেলিয়াতের যুগের সূদ হোক বা আধুনিককালের নতুন আংগিকে নতুনভাবে উদ্ভাবিত সূদই হোক। যতক্ষণ কোন লেনদেন, বিনিময় বা চুক্তির মধ্যে সূদী কারবারেব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে বা সূদখোরী মানসিকতার গন্ধ অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ তা সূদই। লোভ, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও অর্থগৃধ্নু মানসিকতা হতে সূদের জন্ম। সাম্প্রতিককালে সূদকে মুনাফার ছদ্মাবরণে চালাবার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু সূদকে মুনাফা বা অনুরূপ কোন শব্দের পোশাক পরিয়ে দিলেই সূদের বৈশিষ্ট্য বদলে যায় না ; বরং সূদ সূদই থেকে যায়। আর তা অবশ্যই হারাম।

প্রশ্ন ঃ সূদ এবং সূদী লেনদেনের প্রতি ইসলামের এ কঠোর নিষেধাজ্ঞার পেছনে কি কি মৌলিক কারণ রয়েছে ?

উত্তর ঃ সূদের প্রতি ইসলামের কঠোর মনোভাবের পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। এখানে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) সূদ নির্ভর ব্যবস্থা, মানব জীবনে এর বাস্তব ফলাফল, এর নৈতিক প্রভাব এবং এর ধ্যান-ধারণা সবই ইসলামের মূল ভিত্তি তথা বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। যেখানে সূদী ব্যবস্থা চালু থাকে সেখানে ইসলামের সুবিচার ও সামাজিক সাম্য থাকতে পারে না। এক কথায় সূদী ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের অস্তিত্ব অসম্ভব।

(খ) সূদ কেবলমাত্র মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রেই বিপর্যয় সৃষ্টি করে না, বরং মানব জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা গোটা জীবনের ভিত্তিমূলকেই বিপর্যস্ত করে দেয়। সূদ এমন এক জঘন্যতম ব্যবস্থার জন্ম দেয় যা মানব জীবনের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেয় এবং মানবতার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতিকে ব্যাহত করে।

(গ) ইসলামে বাস্তব জীবনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য। নৈতিক পদ্ধতি আলাদা থাকবে আর বাস্তব ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে চলবে এটা অসম্ভব। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গঠিত হয় বাস্তব কার্যাবলী। নৈতিকতা সম্মত বাস্তব কর্মই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত। এ ইবাদত সঠিকভাবে পালন করলে যেমন পুরস্কারের আশা করা যায়, এর ব্যতিক্রম তেমনি শাস্তি ও তিরস্কারকে অনিবার্য করে তোলে। ইসলামী অর্থনীতির সার্থক বিকাশ ও উন্নয়ন নৈতিক মানের উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। নৈতিকতা কোন বাড়তি গুণ নয় যা ছাড়াই মানুষ বাস্তব জীবনে উন্নতি করতে পারে।

www.pathagar.com

(ঘ) সূদী কারবার মানুষকে অর্থ পিশাচে পরিণত করে। সূদ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি 'শাইলকের' মতো আচরণ করতেও সূদখোর কুণ্ঠিত হয় না। সূদ সাধারণভাবে সমাজে স্বার্থপরতা, লোভ, অর্থলিপ্সা, শঠতা এবং জুয়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটায় এবং মানব সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে।

সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে হীন ও কদর্য খাতেও মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে। সূদের মাধ্যমে নিশ্চিত মুনাফা লাভের প্রেরণাই এ জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। কারণ, এসব খাতে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এ থেকে মূল ধনের সূদ পরিশোধ করার পরও বিনিয়োগকারীর প্রচুর মুনাফা থেকে যায়। এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণেই সূদী ঋণ সাধারণতঃ সমাজ হিতকর এবং জনকল্যাণধর্মী প্রকল্পে বিনিয়োজিত হয় না ; বরং সর্বাধিক মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব কারবারেই এ অর্থ খাটানো হয়। অধিক মুনাফার সম্ভাবনা দেখা গেলে অত্যন্ত হীন ও নীচ এবং সমাজের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতেও সূদী সমাজ পিছ-পা হয় না।

(ঙ) ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। সূদ নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম গোটা সমাজকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করে গড়ে তোলে যাতে ক্রমবর্ধমান মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির গতিধারা অক্ষুণ্ন রেখে সূদ পরিহার করে চলা সম্ভব হয়।

(চ) সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন প্রকৃত মুসলমানের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্যে এমন কিছু নিষিদ্ধ করতে পারেন না, বা মানুষকে এমন কিছু বর্জন করে চলার আদেশ দিতে পারেন না যার সাহায্যে মানুষের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারেও তার গভীর প্রত্যয় থাকতে হবে যে, কোন খারাপ জিনিসই মানুষের বাঁচার জন্যে এবং জীবন-মান উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য হতে পারে না। আল্লাহই মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা করে পাঠিয়েছেন। সর্বত্র তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে এবং একমাত্র তিনিই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং মুসলমানের পক্ষে এ ধারণা পোষণ করা একেবারেই অসম্ভব যে, আল্লাহ তাকে এমন কিছু পরিহার বা বর্জন করতে বলেছেন যা হলে মানব জীবনের উন্নতি এবং সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতো। তার পক্ষে এটাও চিন্তা করা অসম্ভব যে, আল্লাহর নির্দেশিত কোন খারাপ জিনিস জীবনের অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সূদ নিষিদ্ধ হবার অর্থ কি এই যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সূদী কারবারকে আদৌ অনুমোদন করে না ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনভাবেই সূদকে অনুমোদন করে না। কারণ সূদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামী ব্যবস্থা এবং সূদী ব্যবস্থার মধ্যে দর্শনগত মিল যেমন নেই তেমনি বুনিয়াদী দিক থেকেও এদের মধ্যে কোন মিল নেই। উভয়ের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং ফলাফলও এক বা অভিন্ন নয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা এ বুনিয়াদী আক্বীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হচ্ছেন এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। এ পৃথিবী এবং এর বাসিন্দা মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই বিশ্বের সব কিছুর একমাত্র মালিক। তিনিই মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা করে পাঠিয়েছেন এবং এখানে বসবাসের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, খাদ্য-সামগ্রী ও শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন। মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ অনুসারেই এ সবের ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর বিধি-নিষেধ শিক্ষা দানের জন্যে যুগে যুগে নবী-রসূল (আঃ) পাঠিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে তাঁর রোষাগলে পতিত হওয়া মানুষের উচিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের এখতিয়ারে যা কিছু রয়েছে তা তারা নিজেরা সৃষ্টি করেনি এবং এ সবের ব্যবহার তারা নিজেদের মর্জি মতো করতে পারে না।

আল্লাহ মুসলমানদেরকে পরস্পর আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সম্পদের উত্তম ব্যবহার এবং অন্যদিকে অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতার পরিবর্তে মধ্যম পন্থা অনুসরণের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করতে হবে যাতে অন্যের কোন অনিষ্ট সাধিত না হয়। সকল কাজে নিয়ত ও উদ্দেশ্য, বুদ্ধি ও শ্রম, উপায় ও পন্থা এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে পূর্ণ সততা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। এসবই মোমিনের ঈমানের দাবী।

সূদ এমন এক বিষয় যা সরাসরিভাবে খোদায়ী শিক্ষার সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। এটি এমন এক শয়তানী ব্যবস্থা যা শয়তানী শিক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থা আল্লাহর জ্ঞানকেই স্বীকার করে না। সুতরাং আল্লাহ মানুষের জন্যে যে সব নীতি, নৈতিকতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সূদী ব্যবস্থা আদৌ তার পরোয়া করে না। সূদী ব্যবস্থায় এটাই ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহর নির্দেশের সাথে মানুষের বাস্তব কাজের সম্পর্ক থাকা জরুরী নয়। দুনিয়ায় মানুষ নিজেই খোদ-মোক্তার এবং সর্বেসর্বা। এখানে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করার কোন দরকার নেই এবং মানব জীবনে আল্লাহর আইনের কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। ফলে সূদী ব্যবস্থায় মানুষ তার আয়-উপার্জন ও পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, যে কোন উপায়ে অর্থ বৃদ্ধিও করতে পারে এবং যে কোন পথে অর্থ ব্যয় ও ভোগ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অন্যের স্বার্থ দেখার কোন প্রয়োজন হয় না এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কৃত কোন চুক্তি সে মোটেই মেনে চলতে বাধ্য নয়। এসব কারণে ইসলাম সূদ এবং সূদী ব্যবস্থাকে আদৌ সমর্থন করতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ কুরআন ও হাদীসে সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আছে কি ?

উত্তর ঃ সূদের ব্যাপারে ইসলাম যত কঠোর অন্য আর কোন ব্যাপারেই ততটা নয়। বস্তুতঃ শব্দগত দিক থেকেই হোক কিংবা অর্থের দিক থেকেই হোক কুরআন-হাদীসে এমন কঠোর ভাষা আর কোন ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয় নি। আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম"।

(সূরা আল-বাকারাহ ২৭৫ আয়াত)

আবার বলা হয়েছে, "হে মোমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মোমিন হও। যদি (তোমরা) তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (দঃ) পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের আসল নিতে পার। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২৭৮-২৭৯)

রাসূলে করীম (দঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় তারা সবাই সমান পাপী।" তিনি আরো বলেছেন, "সূদের গুণাহ সত্তর প্রকার। এর মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের গুণাহ হচ্ছে আপন মায়ের সাথে জ্বিনা করার সমান।"

. প্রশ্ন ঃ সূদী কারবার সম্পর্কে অন্যান্য ধর্ম কি মনোভাব পোষণ করে ?

উত্তর ঃ সব ধর্মেই সূদী কারবার তথা সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থে সূদকে কৃত্রিম মুনাফা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সূদী কারবার কিছুতেই ন্যায়-সংগত ব্যবসার মধ্যে গণ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, "অর্থকে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্রিম জালিয়াতি ব্যবসা।" তাঁর মতে মুদ্রাকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য নির্দেশ করাই মুদ্রার কাজ। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মত অনুসারেও মান, মাধ্যম, পরিমাপ ও ভাণ্ডার হিসেবে (Medium, Measure, Standard & Store) কাজ করাই মুদ্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু এর পরিবর্তে মুদ্রা নিজেই যদি ক্রীত ও বিক্রিত হতে শুরু করে তাহলে মুদ্রার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। অর্থকে পণ্যরূপে ক্রয়-বিক্রয় করা একটি নকল ও কৃত্রিম কারবার ; সুতরাং এর কোন বৈধতা থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আঃ)-এর মূল কিতাব, যা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত, তা আজ আর কোথাও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে যে দুটি গ্রন্থকে মূসার (আঃ) কিতাব বলে চালানো হচ্ছে সে দুটিতেও সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সূদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। Exodus-এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি আমার কোন লোককে টাকা ধার দাও, যারা গরীব, তবে তোমরা তার উত্তমর্ণ মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সূদ আদায় করবে না।"

অনুরূপভাবে Deuteronomy-এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সূদে ধার দেবে না—অর্থের ওপর সূদ, খাদ্য সামগ্রীর ওপর সূদ এবং যে কোন জিনিস যা ধার দেয়া হয় তার ওপর সূদ।"

খ্রীস্টধর্মের একেবারে শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তি কাল পর্যন্ত সূদ নিষিদ্ধ ছিল। এ সময়ে সকল চার্চই সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। সূদ নিষিদ্ধ হবার প্রশ্নে লুথারও খুব দৃঢ় ছিলেন। তিনি সূদ ও ব্যবসা সম্পর্কে একটি নিবন্ধও রচনা করেন। এ নিবন্ধে তিনি বহু ধরনের বিক্রয় এবং ব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে এমন ধরনের বিক্রয়ের কথাও ছিল, ইসলামী আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় যা 'বায়-ই-সালাম' নামে পরিচিত।

সূদ সম্পর্কে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে ইসলাম। আল-কুরআনের পাঠক মাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কুরআন সকল প্রকার সূদকেই হারাম করেছে।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক-এর সংগা কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও, আই, সি,) সচিবালয় ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংগা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের এ সংগাটি অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। সংগায় বলা হয়, "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরিয়তের নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন প্রকার কার্যক্রমেই সূদের লেনদেন করে না"।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান হারাম থেকে ইসলামী সমাজকে মুক্ত করাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়-উপকরণের ব্যবহার এবং এর আনুষংগিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান এবং সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে। সমাজ যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় ভুগছে সেসব সমস্যার সমাধানে ইসলামী অর্থনীতির কৃতিত্ব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হবে। বস্তুতঃ উন্নয়নশীল সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ এবং সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

(ক) রিবা বা সূদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঃ

সূদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিতে ব্যাংক আর যা-ই হোক ইসলামী হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কারণ ইসলাম সূদ হারাম করেছে। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে, তার সাথে ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ সংগতিশীল। ইসলামী সমাজে এ জাতীয় যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাও এ একই ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজের অবকাঠামোর সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্যের কোন বিরোধ থাকবে না।

(খ) বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ ঃ

ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লগ্নী করে, এ লগ্নী বা ঋণের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সূদ। পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার দার্শনিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে এটাই স্বাভাবিক। যে ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কার্যক্রম সেই ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণায় হারাম-হালালের প্রশ্ন অবান্তর। সমাজের সাধারণ স্বার্থ ও কল্যাণ সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। ব্যক্তিকে সেখানে অবাধ ও নিরংকুশ স্বাধীনতা

www.pathagar.com

দেয়া হয়। ফলে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ ও হাসিলের জন্যে ব্যক্তি তার সকল শক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করে থাকে।

পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থ লগ্নী করে সে সব প্রকল্পের কাজের ধরন, সমাজের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিচার-বিবেচনা করে না। সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক কেবল একটি বিষয়ই বিবেচনা করে, তা হলো সূদ বা আয় পাবার নিশ্চয়তা। অর্থাৎ যতক্ষণ কোন প্রকল্পে মুনাফা হতে থাকে আর ব্যাংক তার প্রাপ্য সূদ যথারীতি পেতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত প্রকল্পে অর্থ লগ্নী করতে দ্বিধা করে না। সূদভিত্তিক ঋণের অর্থ তাই মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় না। মুনাফার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে এ অর্থ খাটানো হয়। এতে সমাজের ক্ষতি হলে বা এর নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তাতে বিনিয়োগকারীর কিছু আসে যায় না। একমাত্র মুনাফার প্রতিই তার লক্ষ্য থাকে।

পক্ষান্তরে সূদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা সূদী ব্যাংকের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম এবং ইসলামের নিজস্ব জীবন দর্শনই হচ্ছে এ ব্যাংকের বুনিয়াদ। এ ব্যবস্থায় সূদী লেনদেনের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু এ ব্যাংককে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের জন্যে আয় অবশ্যই করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক কিভাবে এ কঠিন সমস্যার মুকাবিলা করবে।

এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, এ সমস্যাকে যত কঠিন বলে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি তত কঠিন নয়। বস্তুতঃ যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত ধূর্ততা ও চতুরতার সাথে বিষাক্ত প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের মন-মগজ ও শিরা-উপশিরায় এ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সূদ অপরিহার্য, সূদী পদ্ধতি একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং এর কোন বিকল্প নেই। তাই আজ সূদমুক্ত ব্যাংক অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়। এটা উক্ত প্রচারণারই পরিণতি।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহই মানুষের ভাল-মন্দ সম্পর্কে পূর্ণাংগ জ্ঞানের অধিকারী। আর সেই আল্লাহই মানুষের জন্যে সূদকে হারাম করেছেন। আমরা মানুষ, আল্লাহর সৃষ্ট একটি প্রাণী মাত্র। কিভাবে আমরা সূদকে উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য ভাবতে পারি এবং সূদ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে বিশ্বাস করতে পারি ? বস্তুতঃ দাস সুলভ মানসিকতা ও দুর্বল চিন্তাই আমাদের মুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক কোন অবাস্তব ও অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের উদ্ভবই এর বড় প্রমাণ। চিন্তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে, উদ্দেশ্যের সততা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হবার ফলেই ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামী ব্যাংক আজ উন্নতি এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনবেত্তাগণ ইসলামী ব্যাংকের জন্যে সূদের বিকল্প হিসেবে দুটি পন্থা অনুমোদন করেছেন। সূদ পরিহার করে ইসলামী ব্যাংক এ দু'উপায়েই অর্থ লেনদেন করছে ঃ

(১) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঃ এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন প্রকল্পে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পে অর্জিত সাকুল্য মুনাফা ব্যাংকেরই থাকবে। আর এতে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক নিজে বহন করবে।

(২) অংশীদারী বিনিয়োগ ঃ এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মূলধনে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের মালিকানায় অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে সহ-অংশীদার হিসেবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অংশ থাকবে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতি স্পষ্ট। এখানে সূদরূপী পূর্ব নির্ধারিত সুনিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে শোষণের কোন অবকাশ নেই। সূদী ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ, উপরন্তু সূদের মাধ্যমে আসলের বৃদ্ধিও সুনিশ্চিত। ফলে সূদী ব্যাংক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির দিকে আদৌ কোন নজর দেয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় অংশীদারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক কারবারের মুনাফায় অংশ গ্রহণ ও লোকসানে অংশ গ্রহণ করার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শর্তে কারবারে অর্থ যোগায়। সুতরাং এতে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই ; উপরন্তু লোকসানের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। তাই শরীয়তের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হলেই কেবল ব্যাংক কোন প্রকল্পে সরাসরি বা অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং কোন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা অংশ গ্রহণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংককে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় ঃ

(ক) সরাসরি বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা মুসলমানদের বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবে কি না ;

(খ) উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবা হালাল সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত কিনা ;

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তরসমূহ (অর্থ সংগ্রহ, শিল্পায়ন, ক্রয়, বিক্রয়) হালাল কি না ;

(ঘ) উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ, কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, মজুরী ব্যবস্থা, ইত্যাদি বৈধ নির্দেশের সাথে সংগতিশীল কি না ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ দেখার সাথে সাথে সমাজের সাধারণ কল্যাণ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি যথাযথ নজর রাখা হয়েছে কি না ;

www.pathagar.com

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ঃ

ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং মানবজীবন সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য উতসারিত হয়েছে। ইসলাম একটি সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা। এর এক অংশকে অপর অংশ থেকে বিছিন্ন বা পৃথক করা অসম্ভব।

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইসলামের নীতি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ জাকাতের কথা বলা যেতে পারে। জাকাত আদায় ও বণ্টন করা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ। কিন্তু ইসলাম একে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতির মধ্যে শামিল করে দিয়েছে। যার ফলে জাকাত আদায় ও বণ্টনের কাজটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম রাজনৈতিক দায়িত্বেও পরিণত হয়েছে। এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাইলে তা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভংগির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না। কারণ পৃথকভাবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর দিতে গেলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ব্যক্তিস্বার্থের ফাঁদে পড়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভালাভ ও গুরুত্ব যাচাই না করে কেবল ব্যক্তিগত লাভ হিসেব করলে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভই হচ্ছে ঈমান ও মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিরূপনের প্রধান উপাদান বা মাপকাঠি।

সামাজিক লাভালাভের ব্যাপারে সূদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। ঐতিহ্যগতভাবেই সূদী ব্যাংকের কাজ কেবলমাত্র এর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তেমনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে না ; বরং সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে কোন সুফলই দিতে পারে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে এবং সামাজিক স্বার্থ ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে সংগতি রক্ষা করে চলে। ইসলামী ব্যাংক সূদী ব্যাংকের ন্যায় সামাজিক উন্নয়ন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভালাভের দৃষ্টিতেই সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক যে ইসলামী শরীয়ত অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে তার নিশ্চয়তা কি ?

উত্তর ঃ প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যেই ইসলামী শরীয়ত বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক যে ইসলামী শরীয়ত অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করছে এই শরীয়ত বোর্ড। ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেসব সন্দেহজনক বিষয়ের মুকাবিলা করে, সেগুলো এ বোর্ডের সম্মুখে পেশ করা হয়। শরীয়ত বোর্ড ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন এবং রায় দেন। উপরন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংককে পরামর্শ দেবার দায়িত্বও এ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। ইসলামী ব্যাংক শরীয়ত সম্মতভাবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত করছে কিনা সে ব্যাপারে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর নিকট প্রতিবছর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে ইসলামী শরীয়ত বোর্ড গঠিত হয় ? এ বোর্ডের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয় ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান ইসলামী আইনবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী শরীয়তে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ইসলামী শরীয়ত বোর্ড গঠিত হয়। তাঁরা তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীরুতা, পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে শুধু ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরই নয়, দেশবাসীরও আস্থাভাজন হন।

ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দ যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সে জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ঃ

(ক) সদস্যদের কেউই যেন ব্যাংকে কর্মরত না হন এবং কোনভাবেই যেন ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর অধীনস্থ না হন।

(খ) ব্যাংকের সাধারণ সদস্য-সভায় যেভাবে অডিটর নিযুক্ত হন সেভাবেই যেন শরীয়ত বোর্ডের সদস্য মনোনীত ও নিযুক্ত হন।

(গ) সাধারণত সভাই যেন তাঁদের সম্মানী নির্ধারণ করে।

(ঘ) অডিটরদের ন্যায় শরীয়ত বোর্ডের সদস্যদেরও যেন ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে।

(ঙ) এ বোর্ডের সদস্যদের যেন সহজেই পদচ্যুত করা না যায়।

প্রশ্ন ঃ এক ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মতামত বা রায়ের সংগে অন্য ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মতামত বা রায়ের পার্থক্য হতে পারে। এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব কিভাবে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মধ্যে তখনই সমন্বয় সাধন সম্ভব যখন ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের জন্যে উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড গঠন করা হবে। প্রতিটি ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এ উচ্চ শরীয়ত বোর্ডের সদস্য হবেন। এ ছাড়া ইসলামী বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী আইনবিদ ও ফকিহ্দের মধ্যে থেকেও এ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হবেন।

উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড ইসলামী ব্যাংকসমূহের কাজ-কারবার পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করবে, যেন ইসলামী শরীয়তসম্মতভাবে এসব ব্যাংক তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। সকল ইসলামী ব্যাংকই এ উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশ মেনে চলবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনে কি কি বিষয় মূল স্তম্ভরূপে কাজ করে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দুটি বিষয়কে মূল স্তম্ভরূপে গণ্য করা যায়। এর একটি হচ্ছে মানবীয় উপাদান এবং অন্যটি হচ্ছে গৃহীত নীতিমালা।

(ক) মানবীয় উপাদান ঃ ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসনিক কার্যকরী পরিষদই হচ্ছে এর মৌলিক মানবীয় উপাদান। ব্যাংকের পরিচালকের সভাপতিত্বে এ পরিষদ গঠিত হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সব সময় উক্ত কার্যকরী প্রশাসনিক পরিষদকে সহযোগিতা করে যাবেন। গভর্ণর বা পরিচালকই যেহেতু ব্যাংকের মূল ব্যক্তিত্ব, সেহেতু তাঁকে অবশ্যই একজন বাস্তব কর্মশীল মুসলমান হতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণার সাথে তাঁকে শুধু একমত হলেই চলবে না ; বরং তাঁকে ঈমানী দায়িত্ব হিসেবেই ব্যাংক পরিচালনার কাজ গ্রহণ করতে হবে এবং এর সফলতার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং তাঁদের যোগ্যতা-প্রতিভার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে যথাযথ কাজ নেয়ার যোগ্যতা ও দক্ষতা তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে। প্রথমত ঃ তাঁকে হতে হবে একজন যোগ্য পরিচালক ; অত:পর তিনি হবেন একজন দক্ষ প্রশাসক। ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া তাঁর জন্যে খুব জরুরী নয়। কেননা একজন দক্ষ পরিচালকের সাথে পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের দক্ষতা ও কুশলতা এবং সুনির্বাচিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সৎ কর্ম প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটাতে পারলে ইসলামী ব্যাংকের জন্যে যথাযথ একটি ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও প্রশাসনিক কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। আর এ রূপ একটি সমন্বিত দক্ষ টিমের ওপর ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

(খ) গৃহীত নীতিমালা ঃ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ, প্রশাসন, কর্মচারী, শাখা-প্রশাখা, এবং আর্থিক বিষয়, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সুচিন্তিত নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে। পরিচালনা পরিষদ এ নীতিমালার ভিত্তিতেই ব্যাংকের যাবতীয় কাজ উত্তম পন্থায় পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকের বিঘোষিত উদ্দেশ্য হাসিল করবেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অর্থনীতির অবস্থা কেমন হবে ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমরা কোন উজ্জল কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরব না। আমরা শুধু কতিপয় বাস্তব বিষয় তুলে ধরছি, যা থেকে ইসলামী অর্থনীতির সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের ইংগিত পাওয়া যাবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সার্বিক কাজ কারবার, লেনদেন ও ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত থাকবে এবং অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইসলামী ব্যাংকও এ নীতিই অনুসরণ করবে। আমরা জানি যে, কোন দেশে মূলধন তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে করের হার বৃদ্ধি এবং নতুন কর আরোপ করা হয়, অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধনের নতুন নতুন উৎস সন্ধান করা হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুৎপাদনশীল এবং অপ্রয়োজনীয় (non-rationalised) খাতে অর্থ ব্যয় করবে এটা আমরা ভাবতে পারি না। আমরা এটাও আশা করি না যে, অনুরূপ ব্যয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করবে। আর ইসলামী অর্থনীতিতে এসব কাজে ব্যক্তির সাথে ব্যাংকের সহযোগিতারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। এভাবেই ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতের কারণসমূহ প্রতিরোধ করবে। মূখ্যতঃ তিনটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে ঃ (ক) বর্ধিত হারে সরকারী ঋণ ; (খ) অনুৎপাদনশীল খাতে বর্ধিত ব্যয় ; এবং (গ) অধিক মুদ্রা সরবরাহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থব্যয় পরিহার করার কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সুযোগ থাকবে না।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সরকারের বর্ধিত ব্যয় অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বেকার বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও সমাজ কল্যাণধর্মী বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেয়। মূলধন সরবরাহে অংশীদারিত্ব নীতি বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে, সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অর্থকে এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে অর্থ এর আদি ও প্রকৃত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজের সম্ভাবনাময় কর্মশক্তিকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। অধিকন্তু জাকাত ব্যবস্থা সমাজের সমস্যাবলী সমাধান করতে সহায়তা করে।

এ যাবৎ বিশ্বে যেসব সমস্যা পঞ্জিভূত হয়েছে এবং বিশ্বের রাজনৈতিক মতবাদসমূহ যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হলে মানুষ

www.pathagar.com

সেসব সমস্যার উত্তম সমাধান খুঁজে পাবে। ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি থাকবে না, থাকবে না বেকারত্ব, শোষণ ও দারিদ্র। এটাই আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার স্বাভাবিক সুফল। বস্তুতঃ ইসলাম বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে সমাজে কি কি সুফল দেখা দেবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে নিম্নে উল্লেখিত সুফলসমূহ পাওয়া যায় ঃ

(ক) সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার খোদায়ী নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় ;

(খ) শোষণের অবসান এবং সুবিচার কায়েম হয় ;

(গ) ব্যাংকিং কার্যক্রমে সূদের পরিবর্তে শ্রমই আয়ের উৎস হিসেবে মর্যাদা লাভ করে ;

(ঘ) ইসলামী সমাজ হতে বিশ্বাস ও বাস্তব কাজের মধ্যে বিরাজমান বৈপরীত্য দূর হয় ;

(ঙ) মুনাফা অর্জন এবং মূলধন বৃদ্ধির উৎস হিসেবে শ্রম ও উৎপাদনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ;

(চ) ইসলামী বিধান অনুসারে মানুষের মধ্যে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ;

(ছ) সূদের যথার্থ বৈধ বিকল্প লাভ করা সম্ভব হয় ;

(জ) কাজের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং যোগ্যতা ও সম্ভাবনার যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয় ;

(ঝ) জাকাত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং অন্যান্য অসংখ্য আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় ;

(ঞ) জাকাত আদায় ও বণ্টনের ফলে সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বিকাশ লাভ করে এবং স্বার্থপরতা ও ঈর্ষা দূর হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক নিম্নলিখিত উৎসসমূহ হতে তহবিল সংগ্রহ করে ঃ

(ক) নিজস্ব মূলধন

(খ) চলতি আমানত ;

(গ) সঞ্চয়ী আমানত ;

(ঘ) মেয়াদী আমানত ; এবং

(ঙ) বিনিয়োগ আমানত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎসগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ ঃ
(ক) অংশীদারী বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফা ;
(খ) বায়-ই-সালাম ও বায়-ই-মুয়াজ্জাল হতে প্রাপ্ত মুনাফা ;
(গ) ইজারা বন্দোবস্ত হতে লব্ধ আয় :
(ঘ) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া (Hire purchase) ;
(ঙ) বিনিয়োগ নিলাম (Investment auctioning) ;
(চ) কমিশন ও সেবামূল্য (Service charge) ;
(ছ) বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় ;
(জ) পণ্য ফাইন্যান্সিং (Commodity Financing) ;
(ঝ) নিজস্ব প্রকল্প হতে লব্ধ মুনাফা।

প্রশ্ন ঃ সকল দেশের মুসলমানই কি সব ইসলামী ব্যাংকে অর্থ বিনিয়োগ এবং এগুলোর সাথে লেনদেন করতে পারবেন ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকসমূহে অর্থ বিনিয়োগ এবং এগুলোর সাথে লেনদেন ও ব্যবসার দ্বার সকল দেশের নাগরিকের জন্যেই উন্মুক্ত। এ জন্যে এসব ব্যাংকের গঠনতান্ত্রিক আইনেই বিদেশী বিনিয়োগের ওপর অর্জিত মুনাফা সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়। অধিকন্তু এতে এমন সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও থাকে যাতে বিনিয়োগ তহবিলের আগমন ও নির্গমন (inflow and out flow of investment fund) সহজতর হতে পারে। বলাবাহুল্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেন এবং সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ঃ অমুসলমানগণ ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারবেন কি ?

উত্তর ঃ ব্যাংক যেহেতু ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে সেহেতু এর মূলধনে কোন অমুসলিম অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে এটা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ব্যাংকের মূলধনে অংশীদার হওয়া আর ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও ব্যবসা করা এক কথা নয়। মূলধনে অংশ নিতে না পারলেও যে কোন অমুসলিম একজন মুসলমানের মতোই ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও এর সাথে ব্যবসা করতে পারবেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন তারতম্য থাকবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি

প্রশ্ন ঃ সনাতন ব্যাংকিং কাজের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের জন্যে বিধিগত কর্মকাঠামো কি হবে ?

উত্তর ঃ সনাতন কাজের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলো ইসলামী ব্যাংকের বিধিসম্মত কর্মকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

(ক) আমানতকারী তার আমানত গ্রহণ করতে এবং তহবিল হেফাজত করতে বললে পারিশ্রমিক বা কমিশনের বিনিময়ে ইসলামী ব্যাংক তা সংরক্ষণ করতে পারবে ;

(খ) কোন কাজ বা সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা কমিশন গ্রহণ করতে পারবে;

(গ) নির্দিষ্ট ভাড়া বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের বিনিময়ে কোন উপযোগ বা সেবা প্রদান করতে পারবে। যেমন—লকার সার্ভিস, গুদাম ভাড়া, কম্পিউটার সার্ভিস ইত্যাদি;

(ঘ) কোন কাজের জন্যে পারিশ্রমিক বা কমিশন ছাড়াও ব্যাংক উক্ত কাজে ব্যবহৃত টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও ডাক টিকিট ইত্যাদি বাবদ প্রকৃত ব্যয় আদায় করতে পারবে। অবশ্য উক্ত কাজের জন্যে মক্কেলের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ব্যাংকের প্রাপ্য কমিশন বা মজুরীর মধ্যে এসব আনুষংগিক ব্যয় ধরা না হয়ে থাকলেই ব্যাংক এগুলো পাবে;

(ঙ) উপস্থিত (on the spot) বিনিময় ও তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ ও গ্রহণ সাপেক্ষে ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। ব্যাংক নগদ কমিশনের বিনিময়ে কোন মক্কেলের পক্ষেও অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে;

(চ) ব্যাংক এক সাথে বহু লোকের কাছ থেকে যৌথ ভাড়ায় (Joint hiring) কাজ গ্রহণ করতে পারবে;

(ছ) ব্যাংক আর্থিক বণ্ড, শেয়ার, ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং পারিশ্রমিক বা কমিশনের বিনিময়ে এসবের ডিভিডেন্ড সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ সনাতন ব্যাংকিং কাজের বাইরে অন্যান্য কাজ ও সেবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ কর্ম-কাঠামো কি হবে ?

উত্তর ঃ সনাতন কাজের বাইরে অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাধারণ কর্ম-কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

(ক) ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী এবং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা কমিশন গ্রহণ করতে পারে;

(খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যাংক আর্থিক বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ দানের কাজ করতে পারে;

(গ) মজুরী অথবা কমিশনের বিনিময়ে ব্যক্তিগত তহবিলের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে;

(ঘ) কমিশন বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অভিভাবকত্বের শর্ত অনুযায়ী ব্যাংকের দায়িত্বে ন্যস্ত তহবিলের তত্ত্বাবধান করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন কাজের ওপর ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক ধার্য পারিশ্রমিক বা সেবামূল্যের বৈধ সীমা কি হবে ?

উত্তর ঃ (ক) মক্কেলের কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে ব্যয় হবে তার পুরোটাই ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মক্কেলের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মক্কেলের অর্থ প্রেরণ বা হিসাবে রক্ষিত অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করা এবং এরূপ অন্যান্য কাজে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ইত্যাদি বাবদ খরচের সবটাই ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে পারবে।

(খ) মক্কেলের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী খরচ এবং এ জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অবচয়মূলক ব্যয় মক্কেলদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

ওপরে প্রথম দফায় বর্ণিত খরচ মক্কেলের কাছ থেকে আদায় করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও বৈধ। এসব খরচ সব দেশে সব ব্যাংকই আদায় করে থাকে। তাই এর বৈধতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা না হলে এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা থেকে যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করে বুঝতে হলে ব্যাংককে ব্যক্তির সাথে তুলনা না করে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা উচিত। এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং কেরাণীগণ গ্রাহকদের নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে দেন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক এসব কর্মচারীদেরকে বেতন দেয় এবং তাদেরকে কাজ করার জন্যে দরকারী উপকরণাদি, যেমন এপারেটাস, যন্ত্রপাতি ও আলো ইত্যাদি যুগিয়ে থাকে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, যেমন কাগজ, কালী, ইত্যাদি সরবরাহ করে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন কাজ করে দিলে তাকে পারিশ্রমিক দেয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত। সুতরাং কোন বাস্তব কাজ, সেবা ও উপযোগের বিনিময়ে ব্যাংককে পারিশ্রমিক দেয়াও ন্যায়সংগত ও বৈধ। উদাহরণ স্বরূপ

www.pathagar.com

এখানে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋণ দেয়ার সময় ব্যাংককে চুক্তিপত্র তৈরী এবং আনুষংগিক অনেক কাজ করতে হয় এবং এ জন্যে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে। এ সেবামূল্য অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে এরূপ সেবামূল্য ব্যাংক একই ঋণের ওপর একবার নিতে পারে; একই ঋণের ওপর বারবার বার্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে সেবামূল্য নেয়া ইসলামী ব্যাংকের জন্যে বৈধ নয়। তাছাড়া এ ধরনের পারিশ্রমিক হতে হবে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। ঋণের পরিমাণের ওপর শতকরা হারে এ সেবামূল্য ধার্য করা যাবে না।

গভীর অধ্যয়ন এবং পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনার পর অর্থ হস্তান্তর এবং এজেন্সী ও গ্যারান্টি সংক্রান্ত কাজের বিনিময়ে গৃহীত পারিশ্রমিকের বৈধ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ব্যাংক এ খাতের আয় থেকেই এসব কাজের প্রকৃত ব্যয় অথবা তার একটি বিশেষ অংশ সংকুলান করতে পারে এবং ব্যাংক যাতে কোন অবৈধ কাজ করতে বাধ্য না হয় এবং সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী কার্যক্রম কি নিয়ম বা নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক অংশীদারী কারবারই নির্দিষ্ট চুক্তি অনুসারে পরিচালিত হয়। কারবারের যাবতীয় শর্ত সে চুক্তিতেই নির্ধারিত থাকে। অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা বাটোয়ারার পদ্ধতি, মুনাফায় প্রত্যেক অংশীদারের অনুপাত, তার দায়-দায়িত্ব, ইত্যাদি সকল বিষয়ই স্পষ্টভাবে লিখিত থাকে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী কারবারে আরো দুটি বিষয় উল্লেখ থাকা জরুরী। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) উদ্যোক্তা অবশ্যই কারবারের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের লিখিত হিসাব রাখবে;

(খ) অংশীদারী কারবারের যাবতীয় লেনদেন ইসলামী ব্যাংকের দক্ষ অডিটর দ্বারা পরীক্ষিত হতে হবে এবং প্রকল্পের লাভ লোকসানের হিসাবও তাঁদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক কি লুক্কায়িত মুনাফা উদঘাটন ও কাল্পনিক লোকসান নিরোধ করতে সক্ষম হবে ?

উত্তর ঃ বিনিয়োগের জন্যে ব্যবহৃত ইসলামী ব্যাংকের বিকল্প প্রয়োগ কৌশল (Alternative operational mechanism) সম্বন্ধে ধারণা না থাকার জন্যেই এ

www.pathagar.com

জাতীয় আশংকা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সব ধরনের বিনিয়োগকে ক্রমে ক্রমে লাভ-ক্ষতির অংশীদারী ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা। কিন্তু যেখানে অসাধুতা বিরাজমান এবং সমাজে সাধারণ নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে সেখানে ইসলামী ব্যাংক তার দ্বিতীয় কৌশল অবলম্বন করবে। এর মধ্যে রয়েছে —

(ক) ইজারা ব্যবস্থা (leasing);
(খ) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া (hire purchase)
(গ) বায়-ই-মুয়াজ্জাল (credit sale)
(ঘ) বায়-ই-সালাম (forward purchase)
(ঙ) স্বাভাবিক মুনাফার হার (normal rate of return); এবং
(চ) বিনিয়োগ নীলাম (investment auctioning) ইত্যাদি।

এর ফলে ইসলামী ব্যাংককে মক্কেলদের হিসেবের ওপর নির্ভর করতে হবে না এবং তাদের অসাধুতা ও কারচুপির শিকার হওয়ারও কোন আশংকা থাকবে না। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সহ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক এসব কৌশল অবলম্বন করছে। অবশ্য ইসলামী ব্যাংক অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে যেতে থাকবে তা নয়। সমাজ হতে অজ্ঞানতা, অসাধুতা এবং কারচুপির প্রবণতা যতই দূর হতে থাকবে ইসলামী ব্যাংকও ততই অংশীদারী বিনিয়োগ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংক তার যাত্রার সূচনা কালে এরূপ কারচুপির শিকার হতে পারে। কিন্তু কালক্রমে ঋণগ্রহীতাগণ যখন উপলব্ধি করবে যে, তার প্রকল্পের লাভ-জনীনতার ওপরই ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ পাবার যোগ্যতা নির্ভরশীল, তখন তারা বরং প্রকল্পকে লাভজনক প্রমাণ করার জন্যেই সদা সচেষ্ট থাকবে; অন্যথায় তাদেরকে ঋণ পাবার যোগ্যতা হারাতে হবে। সুতরাং তখন মুনাফা কম দেখিয়ে বা কাল্পনিক লোকসানের ঘোষণা দিয়ে আত্মবঞ্চনার পথ অবলম্বন করতে তারা মোটেই রাজী হবে না। সুতরাং বাজার উপাদান নিজেই সকল কারচুপি ও প্রতারণার পথ রুদ্ধ করে দিবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের জন্যে কেবল তার নীতিতে অটল থাকাই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন ঃ অংশীদারী কার্যক্রমের অধীনে ইসলামী ব্যাংক মক্কেলদের কারবারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করবে কি ?

উত্তর ঃ অংশীদারী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক মক্কেলদের কারবার তদারক করবে, হস্তক্ষেপ নয়। তদারকী কাজ শুধু ইসলামী ব্যাংকই করে তা নয়; প্রচলিত সূদী ব্যাংকেও তদারকীর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সূদ নির্ভর ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণও সম্প্রতি তদারকী ঋণকে আদর্শ ঋণ বলে গণ্য করছেন। কেননা

www.pathagar.com

তদারকী ব্যবস্থা চালু থাকলে ঋণের অপব্যবহার যেমন কম হয়, তেমনি ঋণ পরিশোধের হারও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ঋণের তদারক না করার প্রশ্নই আসে না। বিশেষ করে, প্রকল্পের লাভ-লোকসানের ওপর যেখানে ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল সেখানে ঋণের তদারক কেবল বাঞ্ছিতই নয়, অপরিহার্যও। মনে রাখতে হবে যে, তদারকী আর হস্তক্ষেপ এক কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক ঋণের জন্যে গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা নেয় কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্যে সরাসরি ঋণ দেয় না; বরং প্রকল্প উদ্যোগে সহায়তা দান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করে থাকে। এজন্যে ইসলামী ব্যাংকের ঋণের গ্যারান্টির ধরন ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের মূলে রয়েছে এর দার্শনিক ভিত্তি, সমাজের প্রতি এর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, এর প্রকল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট এবং সর্বোপরি এর কর্মসূচীর ব্যাপকতা। এসব কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহের সম্পদ যাতে ব্যাংকের বিনিয়োজিত সমুদয় অর্থের নিশ্চয়তা প্রদায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এজন্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পের সম্পদে ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকা উচিৎ। ঋণ গ্রহীতার দিক থেকে এ ব্যবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এতে তার মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হওয়া এবং প্রকল্পের পুরো মালিক হওয়ার ইচ্ছা প্রবলতর হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের গ্যারান্টি-পদ্ধতি উৎসাহ ও নিরাপত্তা উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি মুনাফা করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। তাহলে এ কর্মসূচী রেখে ব্যাংকের লাভ কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক তৎপরতা সুষ্ঠু ও ব্যাপকতর হবার সুযোগ পায়। ফলে দেশের আর্থিক ভিত্তি মজবুত ও দৃঢ় হয়; ব্যাংকের আমানত ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং তা পুনরায় অধিক হারে ঋণদান ও বিনিয়োগে সাহায্য করে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক সমাজের এমন সব কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে যা অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্যে অপরিহার্য। এ কর্মসূচীর কোন একটি দিককেও উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

এ কর্মসূচী থেকে ব্যাংক আরো এক দিক দিয়ে লাভবান হয়। সেটি অবশ্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংককে এর বিনিয়োগ ও ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় শত শত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রকল্প সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হয়। তাছাড়া এসব

www.pathagar.com

প্রকল্পে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যাংককে শত সহস্র নাগরিকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, সম্ভাবনা, পরিচালনা কৌশল, ব্যাক্তিগত কর্মকুশলতা ইত্যাদি বিষয়েও ব্যাংক ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়। টেকনিক্যাল ও বাস্তব বিষয়ে এ অভিজ্ঞতা ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সাফল্যের জন্যে একান্ত অপরিহার্য। এ লাভকে কোন অংশেই খাটো করে দেখা চলে না।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকসমূহ কি উপায়ে তার গ্রাহক/মক্কেলদেরকে বৈদেশিক লেনদেনে সহায়তা করেছ ?

উত্তর ঃ মক্কেল বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক ব্যাংকিং সেবা বা কার্যক্রমের সুবিধার জন্যে দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে ইসলামী ব্যাংকের করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংক রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এসব করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক লেনদেন করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশী অন্যান্য ব্যাংকের সাথে অর্থ লেনদেন করে। ইসলামী ব্যাংক যে ধরনের হস্তান্তর যোগ্য কাগজপত্র (Negotiable Instruments) ইস্যু করে, অন্য ব্যাংকও সেই ধরনেরই কাগজপত্র ইস্যু করে। উপরন্তু ইসলামী ব্যাংক যেহেতু সূদ লেনদেন করে না সেহেতু বিদেশী ব্যাংকসমূহের সাথে এই মর্মে চুক্তি রয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক কখনো বিদেশী ব্যাংক হতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণ গ্রহণ করলে তার জন্যে ঐ ব্যাংক কোন সূদ পাবে না। অনুরূপভাবে চুক্তি অনুযায়ী ঐ ব্যাংকও প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংক হতে একই সময়ের জন্যে সম পরিমাণ অর্থ বিনা সূদে পেতে পারবে।

চুক্তিবদ্ধ বিদেশী ব্যাংকে যেন যথেষ্ট নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ (Liquid Asset) মজুত থাকে, সে বিষয়ে ইসলামী ব্যাংককে লক্ষ্য রাখতে হয়। বিদেশে কোন মক্কেলের বা ভিন্ন কোন ব্যাংকের নামে ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা মানি অর্ডার বা সমজাতীয় কোন বিল পরিশোধে যেন বিদেশী ব্যাংক অসুবিধায় না পড়ে সে জন্যেই এই ব্যবস্থা থাকা দরকার। নিম্নোক্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করে বিদেশী ব্যাংকের একাউন্টে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশী চেক খরিদ করে চুক্তিবদ্ধ বিদেশী ব্যাংকে ভাংগানো এবং ঐ বৈদেশিক মুদ্রা ইসলামী ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখা।

(খ) অন্য যে কোন ব্যাংকের বিদেশে উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও জমা রাখা।

(গ) যে সকল বিদেশী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকের প্রচুর উদ্বৃত্ত রয়েছে সে সব ব্যাংকের নামে চেক কেটে যেসব ব্যাংকে উদ্বৃত্ত বা প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক

www.pathagar.com

মুদ্রা নেই সেই সব ব্যাংকে পাঠানো। তারা এ অর্থ তাদের ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকের একাউন্টে জমা করে নেবে এবং ইসলামী ব্যাংকের দায় পরিশোধে সমর্থ হবে।

(ঘ) বিদেশ হতে প্রেরীত মানি অর্ডারসমূহের অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং এভাবে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল গড়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকসমূহ কি অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সহ-অবস্থান করতে পারে? তাদের সাথে কি লেনদেন করতে পারে?

উত্তর ঃ সূদভিত্তিক ব্যাংকগুলো আজ দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করছে। পৃথিবীর সকল দেশেই সূদভিত্তিক ব্যাংকগুলো তাদের শাখা বাড়িয়ে চলছে। কিন্তু তবুও কোন ব্যাংকের একার পক্ষে দুনিয়ার সব দেশের সকল অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। তাই তারাও একে অন্যের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। তা ছাড়া ব্যাংকের কাজের প্রকৃতিই এমন যে, তাদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন ছাড়া সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে গ্রাহকদের সেবা করা সম্ভব নয়।

একই কারণে, অর্থাৎ মক্কেলদের সুষ্ঠু ও যথোচিত সেবা বা সার্ভিস প্রদানের জন্যে ইসলামী ব্যাংক তার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাবে। পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংককে কতগুলো সাধারণ ব্যাংকিং কাজ অবশ্যই করতে হয়। যেমন— চেক গ্রহণ, চেক ভাংগানো, নানা ধরনের ড্রাফট গ্রহণ ও প্রদান, বিবিধ বাণিজ্যিক লেনদেন ও হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিনিময় প্রভৃতি। আর এ ক্ষেত্রে বাস্তব কারণেই ইসলামী ব্যাংককে অন্যান্য সূদ নির্ভর ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

একইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংককে বৈদেশিক ব্যাংক ও এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং লেনদেনও করতে হয়। তা না হলে ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক দিকটি কার্যকরভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। ফলে ক্ষমতা, কাজের পরিধি ও ব্যবসায়িক দিক থেকে এ ব্যাংক দুর্বল হয়ে পড়বে।

সুতরাং জোর দিয়েই বলা যায় যে, অন্যান্য সূদ নির্ভর ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যোগাযোগ বা লেনদেন রয়েছে ও থাকবে। তাদের মধ্যে সহ-অবস্থানও খুবই সম্ভব। এসব লেনদেন বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ও আইন যা নিষিদ্ধ করেছে সে সবকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ইসলামী ব্যাংকের বিস্তৃতি ব্যাপক না হওয়া পর্যন্ত সূদ নির্ভর ব্যাংকের সাথে এভাবে বিনিময় চলতে পারে। ইসলামী ব্যাংক দুনিয়াজোড়া বিস্তৃতি লাভ করলেও এ ধরনের বিনিময় বা লেনদেন একেবারে স্থগিত হয়ে যাবে না, পরিমাণে কমে আসবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক কিরূপ হবে ?

উত্তর ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সহ সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। সকল বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন, নির্দেশ ও উপদেশ মেনে চলতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম, ঋণদান পদ্ধতি ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, আমানতকারীদের তহবিলের নিরাপত্তা বিধান, প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। বিশেষ করে মুনাফার উদ্দেশ্যে যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের সাধ্যাতীত ঋণ দান করে তখন একদিকে যেমন এসব ব্যাংকের তারল্যের সমস্যা দেখা দেয়, অন্যদিকে বাজারেও সংকটের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজই হচ্ছে এ অবস্থা সৃষ্টি হতে না দেয়া এবং এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসব কাজের ফলে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাংকের ভরাডুবি, আমানতকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট, অর্থনীতিতে মারাত্মক অচলাবস্থা, প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

তাই ইসলামী ব্যাংককে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এ ব্যাংকের অবশ্যই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ সীমার প্রশ্ন আছে সে সব ক্ষেত্রে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতোই ইসলামী ব্যাংকও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রন মেনে চলে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে সূদী বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর যেভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খবরদারী করে থাকে সেভাবে ইসলামী ব্যাংককে খবরদারী করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ও মুনাফার জন্যে চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের ওপর নির্ভর করে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ থেকে সামান্য উপকার পেয়ে থাকে। কেননা মুনাফা অর্জনই ইসলামী ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বরং সামাজিক ও কল্যাণমূলক লক্ষ্য অর্জনই এর বিশেষ উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা অর্জিত হয় বিনিয়োগ হতে। কিন্তু এ বিনিয়োগ করা হয় নিজস্ব তহবিল এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে আমানতকৃত অর্থ হতে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের অর্থ পুরোপুরি নিরাপত্তা পায়।

যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তত্ত্বাবধানমূলক কাজ করবেই, তাহলেও ক্ষতি নেই। সে ক্ষেত্রে এ তত্ত্বাবধান চলতি হিসাব নিয়ন্ত্রণ, ঋণের ক্ষেত্রে পরামর্শ দান এবং আমানতের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা প্রভৃতি নির্দেশের অতিরিক্ত হবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ও সহজ সম্পর্ক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় নীতি

প্রশ্ন ঃ সঞ্চয়ে উৎসাহ দান ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা কি হবে ?

উত্তর ঃ ব্যক্তি তার আয়ের একাংশ বর্তমান ভোগে ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত করলেই সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। ব্যাংকের সঞ্চয়ী আমানতের গোড়ার কথা এটাই। এজন্যে ইসলামী ব্যাংকও সঞ্চয়ী আমানতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিতে যত্নবান হয়। সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা মটিভ যাই থাকুক, সঞ্চয়ের কাজকে একটি উত্তম এবাদতে পরিণত করা সম্ভব এবং এভাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তিকে তার বস্তুগত স্বার্থ হাসিলের সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় বা কৃপণতা করে না ; কারণ এ দুয়ের মাঝ পথই হচ্ছে সঠিক পথ।"

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে যে, তারা তাদের উপার্জিত অর্থ অপচয়ের মাধ্যমে নষ্ট করে না এবং পরিণামে সঞ্চয় করার অযোগ্য হয়ে পড়ে না। এখানে তারা সহজেই আল্লাহর আরো একটি আদেশ পালন করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, "যারা সোনা ও রূপা গুণে গুণে জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর দাও।" এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মজুদদারী না করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ মজুদদারী এবং সঞ্চয়ের সম্পর্ক আড়াআড়ি। মজুদদারীর ক্ষেত্রে অর্থকে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা হয়। মজুদকৃত অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের কোন কাজে আসে না। এমন কি খোদ মজুদদারের জন্যেও তা কোন কল্যাণ করে না। অপরদিকে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থ কোন না কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। সমাজে এর প্রচলন বন্ধ থাকে না এবং তা অর্থনৈতিক চক্রকে গতিহীন করে দেয় না। বরং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখার ফলে এ অর্থকে অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহারের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ থেকে সমাজ উপকৃত হয় এবং সঞ্চয়কারীও সরাসরি লাভবান হয়।

মানুষ যাতে আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারে তার সুযোগ করে দেয়া এবং এজন্যে পথ নির্দেশ করা ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক আধুনিক যুগের যাবতীয় উপায়-উপকরণ প্রয়োগ এবং ব্যক্তি সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তির মানবীয় গুণাবলী যেমন, জীবনের

www.pathagar.com

নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস অথবা জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন বা মুনাফা লাভের আকাংখা, ইত্যাদিকে উপেক্ষার চোখে দেখে না। ইসলাম মানব প্রকৃতি ও ঝোঁক-প্রবণতার বিরোধী নয়। ইসলামী ব্যাংকও মানবীয় ঝোঁক-প্রবণতাকে অস্বীকার করে মানব প্রকৃতির সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে না। বরং মানুষের এ সব প্রবণতার সযত্ন লালন এবং একে অধিকতর বলিষ্ঠ করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ কাজে ইসলামী ব্যাংকের সাথে সূদী ব্যাংকের পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের কর্মপদ্ধতিতে। ইসলামী সমাজে ব্যক্তি যখন সঞ্চয় করে তখন এর পেছনে তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সঞ্চয় করতে গিয়ে ব্যক্তি ইসলামের নিয়ম নীতি ও আচরণ অনুসরণ করে থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে ইসলামের হুকুম-নির্দেশ ও উপদেশ পালন করতে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের কাজ হচ্ছে ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজকে সচেতন করে তোলা। ব্যক্তিকে একথা বুঝতে সক্ষম করে তোলা যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে একটি বাস্তব ইবাদতও পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ সূদী ব্যাংকগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংকও তা-ই করলে ইসলামী ব্যাংক ও সূদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য থাকে কি ?

উত্তর ঃ এ কথা অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত যে, সূদী ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধির ওপর অত্যন্ত জোর দেয়। কিন্তু তাই বলে এসব ব্যাংক সকল প্রকার সঞ্চয়ের ওপর গুরুত্ব দেয় এ কথা ঠিক নয়। সূদী ব্যাংকের দৃষ্টি কেবল বড় বড় সঞ্চয়ের ওপরই নিবদ্ধ থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা সূদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। এ সব ব্যাংক কেবল একটি মাত্র উদ্দেশ্যের পেছনেই ছুটে চলে ; সেটি হচ্ছে মুনাফা। কেবল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করাই সূদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক সমাজের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে। সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ করাই ইসলামী ব্যাংকের কাজ। ব্যক্তির সাথে ব্যাংকের লেনদেন যত বেশী হয় ব্যাংকের পক্ষে ব্যক্তিদের জানা-বুঝাও তত সহজ হয়। এমনিভাবে ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আদেশ-নির্দেশ পালন ও অনুসরণকারীদের জানতে পারে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক গভীর করে তোলার সুযোগ পায়। এ দৃষ্টিকোণ সামনে রেখেই ইসলামী ব্যাংক জমার পরিমাণের ওপর লক্ষ্য দেয়ার চেয়ে জনগণকে ইসলামী সঞ্চয়নীতির প্রতি আকৃষ্ট করার ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত গ্রহণ করে হিসাব রক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করছে বলে তারা ইসলামী ব্যাংকের সমালোচনাও

www.pathagar.com

করে থাকেন। বস্তুতঃ চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্যের কারণেই এ সব সমালোচকরা আমানতের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা বুঝতে সক্ষম নন।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে পুঁজিবাদী ব্যাংকের দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে। ইসলামী ব্যাংক যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করে পুঁজিবাদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য তা থেকে ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংক আল্লাহর পথ অনুসরণের মধ্য দিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। এ ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

তৃতীয়তঃ ইসলামী ব্যাংক নিজেকে ইসলামী সমাজ সংগঠনের একটি অংশ মনে করে। সুতরাং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা। কিন্তু সূদী ব্যাংক যে সমাজে কাজ করে সে সমাজের সাথে এর অনুরূপ সম্পর্ক ও সমন্বয়ের আদৌ চিন্তা করে না। ইসলামী ব্যাংকের ন্যায় সমাজকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যও এ ব্যাংকের নেই।

উপরে সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধি এবং একই সাথে সমাজের খেদমতের কথা বলা হয়েছে। একটু বিশ্লেষণ করা হলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করা যায়।

পূর্ববর্তী এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, সঞ্চয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার অর্থাৎ ব্যক্তি তার বর্তমান ব্যয় মূলতবী করে ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলশ্রুতিতেই সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী থেকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তির এ সিদ্ধান্তকে একটি স্বভাব বা অভ্যাস বলা যায়। মনস্তত্ত্ববিদ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির ব্যয় বর্জন করার সিদ্ধান্ত সাময়িক ব্যাপার নয়। আকস্মিকভাবেও এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। বরং এর পেছনে ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত কতিপয় চিন্তা ও পরিকল্পনার সমষ্টি ক্রিয়াশীল থাকে। কখনো এসব কাজ দৃশ্যতঃ স্পষ্ট হয় না এবং বাস্তবে দেখাও যায় না। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সঞ্চয় করার পূর্বে ব্যক্তির মধ্যে এসব কাজ অবশ্যই সংগঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই তার আয়ের হিসাব করতে হয়, তার আকাংখা, অভাব ও প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হয় এবং এসবকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একের পর এক সাজিয়ে নিতে হয়। অতঃপর তাকে এমন একটি ব্যয় পরিকল্পনা নিতে হয় যাতে তার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা সম্ভব হয়। আর এ পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই ব্যয় বর্জন বা সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঞ্চয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা যত সহজই হোক না কেন সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই এসব স্তর পেরিয়ে আসতে হয়।

www.pathagar.com

মনস্তত্ত্ববিদ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে সামাজিক আচরণের যে কোন মান অর্জন করা সম্ভব এবং এতে কিছু না কিছু নমনীয়তা অবশ্যই থাকে। ফলে সংশোধন, সমর্থন, সহযোগিতা ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে এ মানের উন্নয়ন সাধন করাও যেতে পারে। এ সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যয় স্থগিত বা মূলতবী রাখার বিষয়টি একটি সামাজিক আচরণ। সুতরাং ব্যক্তির সামনে এ কাজের পথ যদি সহজ, সাবলীল ও উন্মুক্ত করে দেয়া যায় এবং সে যদি বার বারই এ কাজ করতে পারে তা হলে ক্রমে এটি একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হবে। এভাবে একই কাজ বার বার করতে করতে সঞ্চয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ ব্যক্তির মজ্জাগত অভ্যাস পরিণত হবে।

প্রকৃত সঞ্চয়কারীর ব্যক্তিত্ব এমন কতিপয় গুণের সমন্বয়ে গঠিত হয় যেগুলো প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে থাকা অপরিহার্য। একজন মুসলমানকে ব্যয়ের ব্যাপারে অবশ্যই চরম পথ পরিহার করে মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে চলতে হবে। তাকে যুক্তিবাদী এবং চিন্তাশীল হতে হবে। হিসাব-নিকাশ জানা ও বুঝার যোগ্যতা তার অবশ্যই থাকতে হবে। দুনিয়ার কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে যেন সে চিরদিন বেঁচে থাকবে। অপরপক্ষে আখেরাতের জন্যেও সে এমনভাবে তৈরী থাকবে যেন পরমুহূর্তেই তার মৃত্যু হবে। অধিকন্তু যাবতীয় সম্পদের উত্তম ব্যবহার ও বিনিয়োগ এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের যোগ্যতাও তার থাকতে হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক সামগ্রিক ইসলামী সংগঠনের একটি অংশ। কাজেই ইসলামী ব্যাংককে প্রতিটি মুসলমানের জীবন এমনভাবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে যাতে ব্যক্তি সামগ্রিক ইসলামী জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। আর এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে সঞ্চয়ের কাজে অভ্যস্ত করে তোলা এবং একে জাতির মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত করার জন্যে ইসলামী ব্যাংকের এত আগ্রহ। সূদী ব্যাংকগুলো যত অসুবিধাই মনে করুক এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে অক্ষম লোকেরা যতই সমালোচনা করুক, ইসলামী ব্যাংকের সেদিকে কান দিলে চলবে না। বরং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্যে ইসলামী ব্যাংককে কঠোর শ্রম ও সাধনা করে যেতে হবে। সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস যত বেশী হবে এবং যত বেশী লোকের মধ্যে এ অভ্যাস ছড়িয়ে পড়বে সমাজে ইসলামের দাবী পূরণে সামর্থবান লোকের সংখ্যাও তত বাড়বে। অন্যদিকে অভাবী লোকের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে এবং ইসলামী সমাজও শক্তিশালী হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ সঞ্চয়ের পেছনে এমন কি অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে যার জন্যে ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমাজে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক সব আকারের সঞ্চয়ের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার কাজে সদা তৎপর থাকে। নিঃসন্দেহে এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয় সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মূলধন গঠন তথা বিনিয়োগ তহবিলের জন্যে এসব সঞ্চয় এমন এক উৎস যার গতি কখনো থেমে যায় না। একে সহজেই সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়। বিনিয়োগ তহবিলের জন্যে সকল উৎসই এ দুটি গুণ থেকে বঞ্চিত। ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাই ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ের মান বৃদ্ধি করার প্রবণতা উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জনগণের মধ্যে সঞ্চয়-অভ্যাস গড়ে ওঠার ফলেই এসব দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় এসব কারণগুলোই সঞ্চয়কে বিনিয়োগের প্রয়োজনে অর্থ সরবরাহের একটি স্থায়ী, সঠিক এবং বর্ধিষ্ণু বুনিয়াদে পরিণত করে থাকে।

বস্তুতঃ অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস সম্প্রসারিত করার মিশন পরস্পর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করার মিশন কার্যকরী করা মানে পণ্য-সামগ্রী ও শক্তি সামর্থের প্রবাহকে সমাজের মূলধন বুনিয়াদ মজবুত করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা। এ কথা নিশ্চিত যে, অর্থ প্রবাহের ওপর ব্যাংকের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে এবং বিরামহীন অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারলে ব্যাংক উৎপাদনক্ষম জনশক্তির সাথে বিনিয়োগের সম্মিলন ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আর এ সম্মিলনই হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল বুনিয়াদ।

এসব কারণেই ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং সঞ্চয় করাকে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে চায়।

প্রশ্ন ঃ এদেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। সীমিত আয়ের দ্বারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনই পূরণ হয় না। এ দরিদ্র মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার চিন্তা করা কিভাবে সম্ভব ?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ দু'শ্রেণীর লোক এরূপ প্রশ্ন করে থাকেন। একদল হচ্ছেন তারা যারা বিনিয়োগ বা ফাইন্যান্সিং-এর উৎস রূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

সঞ্চয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেন। আর অন্য দল আয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণকারী তত্ত্বে বিশ্বাসী।

প্রথম দলের দৃষ্টিভংগী সঠিক নয়, তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। সুতরাং এখানে কেবল দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

আয় ও সঞ্চয়ের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়কারী তত্ত্বটি আজ পর্যন্ত অনুমান নির্ভরই রয়ে গেছে। প্রমাণিত সত্য হিসেবে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক আজো প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য এ কথার দ্বারা ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে তার আয়ের পরিমাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে দুটি উপাদান রয়েছে। আয়ের পরিমাণ হচ্ছে তার মধ্যে একটি। সুতরাং একে একমাত্র উপাদান মনে করা ঠিক নয়। অর্থাৎ শুধু আয় বাড়লেই সঞ্চয় বাড়বে এবং আয় কমলেই সঞ্চয় হ্রাস পাবে একথা নির্ভুল নয়। কারো সঞ্চয়ের যোগ্যতা নিরূপণ করতে হলে তার আয়ের সাথে তার ব্যয়ের পরিমাণও বিবেচনা করা জরুরী। দু'ব্যক্তির আয় একই সমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং এ ক্ষেত্রে আয় সমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঞ্চয় যোগ্যতা সমান হতে পারে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যয়ের এ বিভিন্নতা তাদের জীবন যাত্রার মান, নৈতিকতা, আদর্শ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি কারণে হতে পারে। সুতরাং সঞ্চয়ের যোগ্যতা নিরূপণে এসব উপাদানেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অর্থ সরবরাহ কার্যক্রমে সঞ্চয়ের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম। তা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয় থেকে লাভবান হবে কি ?

উত্তর ঃ অর্থ সরবরাহ কার্যক্রমে ব্যাংকে জমাকৃত সঞ্চয়ের গুরুত্ব খাটো করে দেখার উপায় নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ী আমানতের মোট পরিমাণ সাধারণভাবে বাড়তে থাকে, যদিও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তা অতি স্বল্প মেয়াদীও হতে পারে। মোটকথা ব্যাংক থেকে সকলেই এক সাথে তাদের সঞ্চয় উঠিয়ে নেয় না। তাছাড়া সঞ্চয়কারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস গভীর ও ব্যাপক হলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে ব্যবহার করতে পারবে। সুতরাং সঞ্চয়ী অর্থকে মুদ্রা বাজারের অন্তর্ভূক্ত না করে মূলধন বাজারের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করাই সংগত। আন্তর্জাতিক সঞ্চয় ব্যাংক সমিতির (International Association of Savings Banks) দু'শ বছরের অভিজ্ঞতাও একে সত্য প্রমাণিত করছে।

www.pathagar.com

সুতরাং সঞ্চয়ী আমানত যে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের প্রধান উৎস এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো বেশী। সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকের তারল্য (Liquidity) এবং বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের যোগান নিশ্চিত করে। ব্যাংকে সঞ্চয়ী জমার বেশীর ভাগই সাধারণতঃ নগদ অর্থে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জমার পরিমাণ অপেক্ষা তোলার পরিমাণ কম থাকে ততক্ষণ এ জমা প্রথম শ্রেণীর তারল্যের উৎসরূপে কাজ করে। এর ওপর ব্যাংক বহুলাংশে নির্ভর করতে পারে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণ এবং করজে-হাসানা প্রদানের জন্যে ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব বিনিয়োগ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিরূপিত সঞ্চয়ী আমানতের অংশের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ সঞ্চয়-অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারণের জন্যে ইসলামী ব্যাংক কি কি উপায় অবলম্বন করবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি এবং দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ও যথার্থ বলে বিবেচিত সকল পন্থাই কাজে লাগাবে। নীচে কয়েকটি পন্থা উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) বিদ্যালয় সঞ্চয় প্রকল্প ঃ মানুষ শৈশব কালে যে শিক্ষালাভ করে তা তার মধ্যে আজীবন স্থায়ী হয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ার জন্যে এ সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। ব্যাংক বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকাদের সঞ্চয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে এ কাজে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে বিদ্যালয় সঞ্চয় প্রকল্প চালু করতে পারে। অবশ্য এজন্যে ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় থাকা জরুরী। বস্তুত প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক মণ্ডলীর যথার্থ উপলব্ধি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় সহযোগিতার ওপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল।

পদ্ধতিগতভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে নানা উপায় উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এজন্যে বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের কাছে নানা ধরনের প্রতীক ও আকর্ষণীয় ছবি সম্বলিত বিভিন্ন মূল্যের ডাকটিকিট বিক্রি করা যেতে পারে। এর সাথে টিকিট লাগাবার জন্যে একটি সুন্দর কার্ড থাকবে। টিকিট লাগাতে লাগাতে কার্ডটি যখন ভর্তি হয়ে যাবে তখন সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রী কার্ডটি ব্যাংকের কাউন্টারে জমা দেবে। বিনিময়ে ব্যাংক তাকে একটি বই দেবে। এ বইয়ের সাহায্যে সে নিজেই ব্যাংকে অর্থ লেনদেন করবে। এ কাজ আরো ভালো হবে যদি ব্যাংক

www.pathagar.com

তার শাখাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে পৃথক বিভাগ খুলতে পারে। এ বিভাগকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এর আসবাবপত্র ইত্যাদি সবই ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হয়। এমনকি এর লেনদেন কাউন্টার এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ছেলে-মেয়েরা সহজেই ভেতরের কাজ দেখতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মচারীর সাথে কথা-বার্তা বলতে পারে। এ বিভাগের কর্মচারীদেরকে এমন হতে হবে যাতে সঠিক আচরণের দ্বারা তারা ছেলে-মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ সঞ্চয় টিকিটের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সঞ্চয় বাক্স গ্রহণ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য বাস্তবে কখন কোন্ পন্থা গৃহীত হবে বাস্তব অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার ওপরই তা নির্ভর করে। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, বিদ্যালয় থেকে ব্যাংকের দূরত্ব, ইত্যাদি অবস্থা বিচার বিবেচনা করে যেখানে যে পন্থা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে সেখানে সে পন্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) এজেন্ট পদ্ধতি ঃ ব্যাংক এ পদ্ধতিতে এলাকা ভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ করবে। এসব এজেন্ট বারবার বা বিশেষ বিশেষ সময়ে সঞ্চয়কারীদের বাসস্থান বা কর্মস্থলে গিয়ে তাদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাদের সঞ্চয় জমা নেবে। এ উদ্দেশ্যে তারা সঞ্চয় টিকিট, রশিদ বই অথবা সঞ্চয় বাক্স ব্যবহার করবে। যে সব শিল্প-কারখানায় লোক সমাগম বেশী বেতনের দিন সে সব স্থানে হাজির থেকে লোকদের নিকট থেকে জমা নিতে পারলে এ পদ্ধতি অধিকতর উপযোগী প্রমাণিত হবে।

(গ) ভ্রাম্যমান ব্যাংক ঃ এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। এ গাড়ীগুলো মাসের নির্ধারিত দিনে গ্রামাঞ্চলে যাবে। গাড়ীতে চালক ছাড়াও এক বা একাধিক কর্মচারী থাকবে। তারা গ্রামের লোকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করবে এবং কেউ জমা তুলতে চাইলে ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়ম মুতাবিক তাকে অর্থ প্রদান করবে। এসব গাড়ী গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করবে এবং সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে ব্যাংকিং সুবিধা পায় তার জন্যে সচেষ্ট থাকবে। এ উদ্দেশ্যে গ্রাম্য এলাকার রাস্তা চলার জন্যে উপযোগী যে কোন যানবাহন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওপরে উল্লেখিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলোই চূড়ান্ত পন্থা নয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি ও সংগ্রহ করার জন্যে আরো অনেক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে এবং নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী ব্যাংক এ ব্যাপারে আরো অনেক নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করতে পারে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়কারীদেরকে বিশেষ কোন সুবিধা দেবে কি ?

উত্তর ঃ সূদী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের ওপর সূদ দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক এরূপ আমানতের অর্থ এর বিভিন্ন কাজ ও বিনিয়োগে ব্যবহার করে এবং আমানতকারীদেরকে মুনাফার অংশ প্রদান করে। এছাড়া সঞ্চয়কারীদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক তাদেরকে অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধাও দিয়ে থাকে। নীচে এ সম্পর্কে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

(ক) করজে হাসানার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতকারীদেরকেই অগ্রাধিকার দেয় ;

(খ) বিনিয়োগ বণ্ড ক্রয় অথবা বিনিয়োগ প্রকল্পে অংশগ্রহণের বেলায় ব্যাংক তাদেরকে সর্বাগ্রে সুযোগ দেয় ;

(গ) সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতকারীদেরকে সহায়তা করে এবং যে কোন দুর্যোগ বা দুঃসময়ে ব্যাংক তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ;

(ঘ) ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতকারীদের পক্ষেও অনেক কাজ করে দেয়। এবং তাদের হিসাব থেকে তাদের টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, ইত্যাদি দেনা পরিশোধ করে থাকে ;

(ঙ) ব্যাংক বিনামূল্যে মক্কেলদেরকে কতিপয় ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। ব্যাংক মক্কেলদের প্রাপ্য বিল আদায়, বিল ভাংগানো, শেয়ার ক্রয়, ডিভিডেণ্ড সংগ্রহ এবং যথার্থভাবে তা হিসাবে জমা করা, ইত্যাদি কাজ বিনা মূল্যে করে দেয় ;

(চ) ব্যাংক সঞ্চয়কারীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা চালু করতে পারে। ব্যাংক-এর সার্বিক আয় অথবা বিনিয়োগ হিসাবের মুনাফা থেকে পরিচালক মণ্ডলী সভার অনুমোদন ক্রমে একটা অংশ এ উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখতে পারে এবং ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সারা বছর ন্যূনতম কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় জমা করা ইত্যাদি শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনশীল নিয়মও চালু করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ এ কথা কি ঠিক নয় যে, সঞ্চয়-অভ্যাস গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়ে ইসলামী ব্যাংক তার সীমার বাইরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ?

উত্তর ঃ অবশ্যই ঠিক। বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থেই ইসলামী ব্যাংক এটা করেছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক এরূপ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের কারণ নীচে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক নিজ তত্ত্বাবধানে সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠন, একে সমর্থন ও সম্প্রসারণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে প্রধানতঃ দুটি কারণে ঃ (১) এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক মানুষের মধ্যে যুক্তিসংগত ব্যয়ের অভ্যাস (Rationalisation of expenditure) গড়ে তুলতে এবং (২) অপব্যয় ও অপচয় রোধ করতে চায়। কারণ অমিতব্যয়িতার কারণে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই তারা খুবই সচ্ছল ও সচ্ছন্দ ছিল।" (৫৬ ঃ ৪৫)। "এবং আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি তখন ঐ জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল এবং বিলাসী লোকদেরকে হুকুম দেই ; তারা সেখানে সকল প্রকার না-ফরমানী করতে শুরু করে এবং তাদের জন্যে আযাব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দেই।" (১৭ ঃ ১৬)। অথবা "যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন ঐ জনপদের সবচেয়ে বিলাসী লোকদেরকে তাদের শাসক বানিয়ে দেই ; অতঃপর তারা অন্যায়-অবিচার ও সীমা লংঘন করতে থাকে..... ।"

এভাবে ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অনুশাসন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং সঞ্চয়ের ভিতকে সমাজের গভীরে নিয়ে যায়। এতে সমাজ সঞ্চয়ের একটি অন্যতম নমনীয় ও নবায়নযোগ্য উৎসের সন্ধান লাভ করে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার সাথে এর ওপর নির্ভর করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক মিতব্যয়িতা অবলম্বন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলাকে ইবাদত মনে করে এবং এ ইবাদতে অভ্যস্ত হবার জন্যে মুসলমানদেরকে আহবান জানায়। এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজে নেককার ও চরিত্রবান লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সমাজও ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী ও সর্বাধিক উৎপাদনে সক্ষম হবে।

সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকে সঞ্চিত তহবিল বেড়ে যাবে। এ তহবিল বিনিয়োগ করে ব্যাংক সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত বিনিয়োগে সহায়তা করতে সক্ষম হবে। অর্থকে এর যথার্থ ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিয়ে সমাজের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার সন্ধান ও একে কাজে লাগাতে পারবে।

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং একে সম্প্রসারিত ও মজবুত করার বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে সমাজে সাধারণ মানুষের হাতে সম্পদ আসবে ; ক্রমে তা বর্ধিত হবে এবং সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদের মালিকানা ছড়িয়ে পড়বে। এ অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। সম্পদের মালিকানা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হবে। ব্যক্তিগত মালিকানার বুনিয়াদ যত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হয়, পেশা, উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বিকল্প সুযোগের সংখ্যাও তত

www.pathagar.com

বেশী হয় এবং পেশা নির্বাচনের সুবিধাও তত বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন বলতে এ অবস্থাকেই বুঝানো হয়। এতে একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে না।

যে কোন সমাজে বিভিন্ন মত ও পথের লোক থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয়, যে ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে চরম খেসারতের জন্যে প্রস্তুত থাকা, সে ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধবাদীকে চাকুরীচ্যুত হয়ে জীবনের মৌলিক মানবীয় অধিকার খাদ্য-বস্ত্র থেকে বঞ্চিত থাকা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। কিন্তু মালিকানা যদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে মানুষকে একমাত্র কর্তৃপক্ষের গোলামী করতে বাধ্য হতে হবে না। সেখানে বিকল্প মালিকের অধীনে কাজ করার সুযোগ থাকবে অথবা স্ব-উদ্যোগেও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন বলতে আমরা এ বিকল্প উদ্যোগ ও কাজের সুযোগকেই বুঝাতে চেয়েছি। এ সুযোগ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য সংরক্ষণ করে। ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে কোন কোন মহলের যুদ্ধ ঘোষণার পেছনে মূল রহস্য সম্ভবতঃ এটাই।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি

প্রশ্ন ঃ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের দিক নির্দেশক কোন সাধারণ বিধি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা আছে কি ? থাকলে সেগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের দিক নির্দেশক কিছু সাধারণ নিয়ম এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা অবশ্যই আছে। নীচে এগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব ঃ সূদের ভিত্তিতে ঋণদান নয়, লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবারে অংশগ্রহণই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা অর্জন ও পুঁজি বাড়ানোর প্রধান উপায় ;

(খ) মূলধনের নিরাপত্তা এবং মুনাফার সম্ভাব্যতা দ্বারা ইসলামী ব্যাংকের অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয় ;

www.pathagar.com

(গ) ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় ব্যয় এর অর্জিত মুনাফা থেকে বাদ দেয়া হয়, মূলধন থেকে নয়। এর অর্থ হলো অংশীদারদের মধ্যে নীট মুনাফা বন্টন করা যেতে পারে, গ্রস (gross) মুনাফা নয় ;

(ঘ) ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন বৈধ যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে। ব্যাংক জায়েজ পন্থায় কারবার-রত যে কোন কোম্পানীর মূলধনে অংশও গ্রহণ করতে পারে;

(ঙ) কোন কারবারে অর্থ সরবরাহকারী হিসেবে ব্যাংক সূদের ভিত্তিতে নয়, লাভ-ক্ষতির অংশীদারী ভিত্তিতে চলতি মূলধন যোগান নিতে পারে ;

(চ) উদ্যোক্তা এবং পুঁজি-মালিকের মধ্যে নির্ধারিত হারে মুনাফা ভাগাভাগীর শর্তে মুদারাবাহ কারবার করা সম্পূর্ণ বৈধ। এরূপ কারবারে ব্যাংক পুঁজির মালিক হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্বাহ্নেকৃত চুক্তি অনুসারে মুনাফার অংশ পাবে। কিন্তু কারবারে লোকসান হলে তার পুরো অংশ পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংককেই বহন করতে হবে। পুঁজির মালিক একাধিক হলে প্রত্যেককে নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতে লোকসানের বোঝা বহন করতে হবে।

(ছ) পূর্বেই শুরু করা হয়েছে, এমন কোন কারবারে বিনিয়োগকারীদের অনুমতি সাপেক্ষে এবং সাধারণভাবে নির্ধারিত হারে মুনাফা বাটোয়ারার শর্তে পুনরায় অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক উক্ত কারবারে অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্বে অর্থ প্রদানকারী কোন অংশীদারের অংশে ভাগী হলে ব্যাংক দ্বিতীয় অংশ গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

(জ) মুদারাবাহ কারবারে অর্থের যোগানদার ব্যাংককেই কারবারের সম্পূর্ণ লোকসানের ভার বহন করতে হবে। উদ্যোক্তা নিজে শ্রম ও সময়ের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় তাকে আর কোন আর্থিক লোকসানের ভার বহন করতে হবে না। অবশ্য ব্যাংক নিজেই উদ্যোক্তার ভূমিকা নিলে এবং অন্য কেউ অর্থের যোগান দিলে ব্যাংককে আর্থিক লোকসান বহন করতে হবে না এবং উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মতৎপরতার জন্যে বিনিময়ও পাবে না।

(ঝ) মূলধনের মালিক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট হারে মুনাফা ভাগ করে নেয়ার অংশীদারী চুক্তির ভিত্তিতে অর্জিত মুনাফা বৈধ হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লেনদেনের চুক্তি করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এরূপ অর্থ সূদ এবং অবৈধ ;

(ঞ) বিনিয়োগ চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইসলামী ব্যাংক মূল্যবান সামগ্রী যেমন—হীরা, পান্না, ইত্যাদি এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে অর্থও বিনিয়োগ করতে পারবে ;

(ট) ডিবেঞ্চার (Debenture) এবং সিকিউরিটি (Security) অর্থ বিনিয়োগ অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে শেয়ার সার্টিফিকেট বা শেয়ার পত্র ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে ;

www.pathagar.com

(ঠ) বর্তমান মূল্যে অথবা বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ভিন্নতর কোন মূল্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে কি কি চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে হয় ?

উত্তর ঃ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে যেসব চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন ঃ আল্লাহ্-তায়ালা মুমিনদেরকে যে কোন কাজ উত্তম ও পবিত্র পন্থায় সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা পেতে হলে এ পথে কাজ করাই মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকেই পছন্দ করেন যারা উত্তম ও পবিত্র পন্থায় কাজ সম্পাদন করে।" অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কার্যক্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সুতরাং এ কাজকে সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত এবং উন্নত করতে হবে। এজন্যে নতুন নতুন পন্থা ও উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে সনাতন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দোষমুক্ত ও পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতে পারে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়সংগত প্রকল্প বাছাইও করতে হবে।

(খ) বিনিয়োগে ভারসাম্য রক্ষা করা ঃ ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সুষম হতে হবে এবং পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে একে হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাবনার সাথে সংগতি রেখে সমাজের অর্থনীতি গঠন এবং এর উন্নতি সাধন করতে হবে। বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের বন্টন ও বরাদ্দ ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে যাতে সম্পদ ও সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, খনি, ইত্যাদি সকল খাত পরস্পরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক যে সব কাজের জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করে সে সব কাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল বা ব্যাংক বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এসব বিনিয়োগের জন্যে বিদ্যমান তহবিল বা ব্যাংকের ওপর নির্ভর না করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কারণ কি ?

উত্তর ঃ দৃষ্টিভংগি, কর্মপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্যেই এ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে দৃষ্টিভংগি, উদ্দেশ্য ও দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে সেগুলো প্রচলিত অন্যান্য বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ও

www.pathagar.com

ব্যাংকের দৃষ্টিভংগি, উদ্দেশ্য ও দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল নিয়ামক। ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের আলোকে প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারাই ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অংশীদারী কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের ধরন যেমন হয় উত্তম ও ত্রুটিমুক্ত, তেমনি এর মানও হয় উন্নততর। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে দুটি বিষয়ে উত্তম ফল লাভ করা যায়। প্রথমতঃ এর ফলে 'অর্থই উপার্জনের একমাত্র উৎস এ ধারণার অবসান হয়। 'কাজ বা উদ্যোগ গ্রহণই আয়ের একমাত্র উৎস' ইসলামের এ ধারণা বাস্তব রূপ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ সমাজে পুঁজি তার যথার্থ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় এবং সমাজ সকল প্রকার অর্থনৈতিক গোলামী ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি লাভ করে। এসব কারণেই অন্যান্য ব্যাংক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে আর কি কি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় ?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছু বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো ছাড়া ইসলামী ব্যাংককে আরো কতিপয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। সেগুলো নীচে দেয়া হলো ঃ

(ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বা অনুমোদিত নয় এমন কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকের জন্যে নিষিদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকের জন্যে কেবল মাত্র শরীয়তের বৈধ সীমার মধ্যে অর্থ বিনিয়োগ করাই বৈধ।

(খ) মধ্যবর্তী যাবতীয় কাজ, যেমন—অর্থ সরবরাহ, বাজারজাতকরণ, বণ্টন, ইত্যাদি বৈধ ; কিন্তু সূদ, প্রতারণা, জালিয়াতী এবং একচেটিয়া কারবার, ইত্যাদি অবৈধ। এসব ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করাও হারাম।

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায় ও স্তরের কাজই বৈধ। কিন্তু শ্রমিকের মজুরী দানে কারচুপি ও ধোঁকাবাজী এবং শ্রমিকের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ, শ্রমিকের প্রতি আচরণে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের খেলাপ নীতির প্রশ্রয় দান অবৈধ।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী বিনিয়োগের লক্ষ্য কি কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী বিনিয়োগের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ
(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক,

www.pathagar.com

কারিগরী, প্রযুক্তি ও পেশাগত দিক থেকে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা ;

(খ) পুঁজির মালিক যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজির প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা থেকে উদ্ভূত বৈধ মুনাফা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

(গ) বিত্তবান লোকেরা সূদের প্রত্যাশায় অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা ; এবং

(ঘ) উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে সমাজকে কর্মচঞ্চল করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অনুমোদন করার পূর্বে ইসলামী ব্যাংক কোন্ কোন্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় পরীক্ষা করবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ খাতে কর্মরত কুশলী ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রকল্প পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকও অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই এর লাভজনীনতা, এতে উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা, বাজারে এর বিকল্প দ্রব্যের অবস্থান ও চাহিদা, উৎপন্ন সামগ্রী ও কাঁচামালের দামের গতি-প্রকৃতি, ইত্যাদি বিষয় খুঁটিয়ে দেখা ;

(খ) বিবেচনাধীন প্রকল্পের উৎপাদন লক্ষ্য-মাত্রা এবং এর ফলাফলের সাথে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মিল আছে কিনা যাচাই করা ;

(গ) প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ এ থেকে যে আর্থিক, সামাজিক ও মানবিক কল্যাণ পাবে তা নিরূপণ করা ;

(ঘ) প্রকল্পের দ্বারা সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং বেকার সমস্যা সমাধানে এর ভূমিকা নিরূপণ করা ;

(ঙ) প্রকল্পে প্রস্তাবিত পণ্য স্থায়ীভাবে উৎপাদিত হলে তা সঞ্চয় বৃদ্ধি ও অমিতব্যয়িতা দূরীকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হবে কিনা তা যাচাই করা ; এবং

(চ) সর্বোপরি উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যাংকের অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনে কি অবদান রাখবে তা যাচাই করা।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের অংশীদারী প্রকল্পের ব্যয়নির্বাহ করবে কে ?

উত্তর ঃ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গৃহীত প্রকল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পন্থার মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

(ক) ব্যাংক নিজেই সরাসরি অর্থ ব্যয় করতে পারে। ব্যাংক তার অংশীদার বা উদ্যোক্তাকে নগদ বা চেকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে পারে অথবা প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে নগদ অর্থ ব্যয় বা চেকের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করতে পারে অথবা ব্যাংক ড্রাফট ইস্যু করা, মনিঅর্ডার করা ইত্যাদির আশ্রয়ও নিতে পারে।

অথবা (খ) ব্যাংক তার অপর অংশীদারকে প্রকল্পের জন্যে নির্ধারিত হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ের অধিকার দিতে পারে।

অথবা (গ) ব্যাংক এবং অপর অংশীদারের যুক্ত স্বাক্ষরে চেক ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মুনাফায় বিনিয়োগকারীদের প্রত্যেকের অংশ কিভাবে নির্ণয় করা হবে ?

উত্তর ঃ কোন বিনিয়োগকারী ব্যাংককে তার আমানতী তহবিল যেভাবে বিনিয়োগ করার অধিকার বা অনুমতি দেবে ব্যাংকের মুনাফায় তার অংশও সে অনুসারেই নিরূপিত হবে। অর্থাৎ কোন বিনিয়োগকারী কোন বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্যে আমানত রাখলে সে ঐ বিশেষ প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে এবং চুক্তি অনুসারেই অংশ পাবে। কিন্তু আমানতকারী ব্যাংককে যে কোন কাজে তার অর্থ খাটানোর অনুমতি দিলে তার গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ এবং সময়ের ভিত্তিতে সে ব্যাংকের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির অংশীদার হবে এবং এর ভিত্তিতেই তার প্রাপ্য অংশ নিরূপণ ও প্রদান করা হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের ঋণ দান কাজে বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্যে কোন স্থায়ী নীতিমালা আছে কি ?

উত্তর ঃ অবশ্যই আছে। ইসলামী ব্যাংকের ঋণ দান সংক্রান্ত নীতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রকৃতপক্ষে Interest নেয়া বা দেয়া উভয়ই সমান এবং Interest ও কুরআনে হারাম ঘোষিত Usury-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং চক্রবৃদ্ধি সূদ, উচ্চহারে সূদ, সাধারণ সূদ, ব্যাংক সূদ, উৎপাদন ঋণের সূদ, প্রভৃতির মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। এগুলো সবই হারাম।

(খ) বাণিজ্যিক বিল ভাংগানোর বিনিময়ে গৃহীত Interestও Usury-র অন্তর্ভূক্ত এবং হারাম।

(গ) করজে হাসানাহ্ বা সূদমুক্ত ঋণই হচ্ছে একমাত্র বৈধ বা হালাল ঋণ।

(ঘ) ইসলামী ব্যাংক কোন ঋণের ওপর ঐ ঋণ সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত অর্থের সমান সেবামূল্য ধার্য করতে পারে।

www.pathagar.com

(ঙ) ব্যাংককে পারিশ্রমিক বা কমিশনের বিনিময়ে মক্কেলের পক্ষে ঋণ আদায় এবং বাণিজ্যিক বিল সংগ্রহ করার অধিকার প্রদান করা বৈধ বা হালাল।

(চ) শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ বা হারাম পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও ব্যবসায় অর্থ যোগান দেয়াও হারাম।

(ছ) বাণিজ্যিক বিল হস্তান্তর করা বৈধ অর্থাৎ একজনের ঋণ তার অনুমোদনক্রমে অন্য জনের খাতে নেয়া বা কারো বাণিজ্যিক বিল তার নির্দেশক্রমে অন্য কারো হিসাবে নিয়ে যাওয়া (Transfer) বৈধ।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক কিভাবে এর বিনিয়োগ কার্যক্রমের মুনাফা নির্ণয় করবে ?

উত্তর ঃ বিনিয়োগ কার্যক্রমের মুনাফা নির্ণয় করতে ইসলামী ব্যাংককে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। নিম্নে স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম স্তর ঃ ব্যাংক যেসব প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে প্রথমে সে সব প্রকল্পের হিসাব পরীক্ষা করে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি নিরূপন করবে। অতঃপর প্রত্যেকের সাথে পূর্বাহ্নে কৃত চুক্তি অনুসারে ব্যাংক তার প্রাপ্য লাভ-ক্ষতির অংশ নির্ধারণ ও গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ দ্বিতীয় স্তরে ব্যাংক সামগ্রিকভাবে সকল অংশীদারী বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ-ক্ষতির হিসেব তৈরী করবে। এই স্তরে ব্যাংক তার নিজস্ব প্রকল্প সমূহের লাভ-ক্ষতিও নির্ণয় করবে এবং উভয়টা যোগ করে মোট লাভ-ক্ষতি বের করবে। তারপর চুক্তি অনুসারে এতে ব্যাংকের নিজস্ব অংশ নির্ধারণ ও গ্রহণ করবে।

তৃতীয় স্তর ঃ তৃতীয় স্তরে এসে ব্যাংক নির্ধারিত নিয়মানুসারে বিনিয়োগ হিসাবে রক্ষিত আমানতের অনুপাতে সকল বিনিয়োগকারীর লাভ-লোকসানের অংশ নির্ধারণ করবে। ব্যাংক নিজস্ব অর্থ খাটিয়ে থাকলে একই নিয়মে সে অর্থের লাভ-ক্ষতিও নিরূপণ করা হবে।

এরপর ব্যাংক সকল বিনিয়োগকারীর মধ্যে প্রত্যেকের মূলধনের অংশ অনুসারে মুনাফা বন্টন করে দেবে।

প্রশ্ন ঃ বিনিয়োগ আমানতকারীদের কাছে সূদী ব্যাংকের চেয়ে মুনাফা ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক বেশী আকর্ষণীয় হবে কি ?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই হবে। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে যে, যে কোন সময়ে এবং যে কোন দেশে সূদের হার অপেক্ষা মুনাফার হার স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী থাকে।

www.pathagar.com

সুতরাং সূদের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংক যা আয় করে মুনাফার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তার চেয়ে অনেক বেশী আয় করবে এবং আমানতকারীদেরকে সূদের হার অপেক্ষা বেশী হারে মুনাফা দিতে সক্ষম হবে।

উপরন্তু উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে সূদের হার নিশ্চিতভাবেই কম থাকে। সুতরাং সেখানে বিনিয়োগকারীগণ সূদী বিনিয়োগ থেকে যে সূদ পায় তার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থের ক্ষয় পূরণ করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ব্যাংক ও আমানতকারী, উভয়ের আয়ই মুনাফার ওপর নির্ভরশীল এবং দেশে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান থাকলে উদ্যোক্তার মুনাফা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। ফলে ব্যাংকও বর্ধিত মুনাফা লাভ করে। অতঃপর ব্যাংকের এ বর্ধিত মুনাফার যে অংশ আমানতকারীদের হাতে পৌঁছায় তার হারও স্বাভাবিকভাবে সূদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। সুতরাং বিনিয়োগ আমানতকারীদের কাছে সূদী ব্যাংক অপেক্ষা ইসলামী ব্যাংকের মুনাফাভিত্তিক কার্যক্রম বেশী আকর্ষণীয় হবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব প্রকল্পে এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অন্য প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে। এসব প্রকল্পে লোকসান দেয়া ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। সুতরাং যদি লোকসান হয়, তাহলে আমানতকারীদের আমানতও উক্ত লোকসানের অনুপাতেই কমে যাবে—একথা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা আবশ্যক। কিন্তু তার পূর্বে সঞ্চয়ী আমানত সম্পর্কে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার উল্লেখ করা জরুরী। শরীয়ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে, আমানত হিসেবে কোন অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হলে ইসলামী ব্যাংক সে আমানতের কেবল নিরাপদ রক্ষক হবে। এথেকে ব্যয় বা বিনিয়োগ করার কোন অধিকারই আমানতদার ব্যাংকের থাকবে না। কিন্তু অর্থের মালিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে অর্থ জমা করে ব্যাংককে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করার অধিকার দিলে ব্যাংকের কারবারে তিনি একজন অংশীদার বলে গণ্য হবেন। এক্ষেত্রে অংশীদারী কারবারের নিয়ম অনুসারেই কারবারের লাভ-ক্ষতি অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হবে। এটাই আল্লাহর বিধান। আর "ঈমানদারদের মধ্যে সুবিচার কায়েমে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম বিচারক আর কে আছে?" এ হচ্ছে আইনগত দিক যা ঈমানদার হিসেবে প্রত্যেক মুসলিমেরই মেনে চলা কর্তব্য। এখন বাস্তবে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

ইসলামী ব্যাংক অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগে লোকসান দিবে এটা কখনো হতে পারে না। বস্তুতঃ যে কোন ব্যাংক কার্যকারণ বিশ্লেষণ কিংবা তারও অধিক প্রযুক্তিগত কার্যকারণ

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করেই বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে লোকসান এখানে প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয়, এর সম্ভাবনা এবং মুনাফাজনীনতা সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে ইসলামী ব্যাংক কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে না। উপরন্তু অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে ব্যাংক কেবল মাত্র একটি বা এক জাতীয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করেই তহবিল উজাড় করে দেয় না ; বরং বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে বিভিন্ন শ্রেণী ও আকারে বিভক্ত করে বহু সংখ্যক প্রকল্পে বন্টন করে দেয়। ফলে টেকনিক্যাল স্টাডি সত্ত্বেও কোন বিশেষ প্রকল্পে লোকসান হলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা অন্যান্য প্রকল্পে লাভ হবে এবং সামগ্রিকভাবে ব্যাংক মুনাফাই অর্জন করবে। এখানেই শেষ নয়, ব্যাংক কেবলমাত্র বিভিন্নমুখী প্রকল্পে বিনিয়োগ বরাদ্দ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং মুনাফার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্য বহুমুখী প্রকল্প-বিনিয়োগকে দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। সকল এলাকায় সকল প্রকল্পে একই সাথে লোকসান হওয়া একেবারে অসম্ভব বিধায় ইসলামী ব্যাংক সর্বদাই উক্তরূপ কল্পিত লোকসান থেকে নিরাপদ ও মুক্ত।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির রূপ কি ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ ইসলামী ব্যাংক তার কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানতঃ নীচে উল্লেখিত অগ্রাধিকার তালিকা বিবেচনা করে এবং সেই আলোকেই বিনিয়োগ নীতিকে খাপ খাইয়ে নেয়।

(ক) ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে মুনাফা অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেই হবে। কারণ মুনাফা হতেই প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ হবে এবং এর ফলে জনসাধারণ ব্যাংকে আমানত ও সঞ্চয়-জমা রাখতে আকৃষ্ট হবে।

(খ) পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের দাবী অনুসারে এবং সমগ্র দেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিনিয়োগ করা হয়।

(গ) অংশীদারী কার্যক্রম গ্রহণ অথবা উৎপাদনশীল ঋণদানের মাধ্যমে উৎপাদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভিত্তি মজবুত করে তোলার চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

(ঘ) অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং সামাজিক অবকাঠামো গঠনের প্রয়াসে অংশ গ্রহণ করে।

(ঙ) সামাজিক সমস্যা সমাধানে পরিচালিত সক্রিয় তৎপরতায়ও অংশ নেয়।

দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগে পরিবর্তন নীতি অনুসৃত হয়। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এর ফলে ঝুঁকির বন্টন এবং মুনাফা অর্জনের নিশ্চয়তা থাকে।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বন্টনের ক্ষেত্রে অভিযোজনের সুযোগ রাখা হয়। এমন কি শর্তাবলী ও সময়ান্তরে এসব বন্টনের পুনর্বিন্যাস ও নতুন খাতে বিনিয়োগের সুবিধা রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিয়োগের জন্যে প্রাপ্ত তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং কোন বিশেষ প্রকল্পে যাতে দীর্ঘ দিন তহবিল আটকে না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

চতুর্থতঃ বৃহৎ আকারের প্রকল্প অথবা প্রথম বারের মতো গৃহীতব্য কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অবশ্যই নেয়া হয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত স্মারকলিপি বা মেমোরেন্ডামে তাদের মতামত অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত ও অনুকূল পরামর্শ ব্যতীত কোন বিনিয়োগ প্রস্তাবই বিবেচনা করা হয় না।

পঞ্চমতঃ যে সব গ্রাহক/মক্কেল কোন প্রকার সূদী কারবারের সংগে আদৌ জড়িত নন বা কোন রকম সূদী লেনদেন করেন না তাঁদের সাথে কারবার বা অংশীদারী ব্যবসাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি মেনে চলা হয়।

ষষ্ঠতঃ যে সব এজেন্সী বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ গৃহীত ঋণের অর্থ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হয়ে যাবার ফলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে ঋণ গ্রহীতার প্রতি ব্যাংক কিরূপ আচরণ করবে ?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ব্যাংক যে ঋণ দেয় তার নাম "করজে হাসানা" বা কল্যাণমূলক ঋণ। এ ঋণের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যাংকের জাকাত তহবিল। এছাড়া ব্যক্তিগত দান, সৎ কাজের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ, এবং ব্যাংকের মুনাফা থেকে অনুরূপ কাজের জন্যে আলাদা করে রাখা অর্থে গঠিত বিশেষ তহবিল হতেও কর্জে হাসানা দেয়া হয়। সুতরাং ঋণ গ্রহণ করার পর কেউ সত্যিই তা পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়লে এবং যথাযথ তদন্তের পর ব্যাংক এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার সে ঋণ মওকুফ করে দিবেন। কেননা এরূপ ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে বলেছেন, "ঋণ গ্রহণকারী অসুবিধায় থাকলে তার অবস্থা সহজ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর তোমরা দান হিসেবে তা মাফ করে দিলে সেটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জান। বস্তুতঃ আল্লাহ ছাড়া মুমিনদের মধ্যে বিচার করার জন্যে আর কে আছে!"

প্রশ্ন ঃ কোন বৃত্তিজীবীকে (Artisan) বরাদ্দকৃত স্বল্প মূলধনের ক্ষেত্রেও কি অংশীদারী নীতি প্রযোজ্য হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত ও বিস্তৃত করার জন্যে ইসলামী ব্যাংক উৎপাদনশীল কাজে উৎসাহী কর্মক্ষম সকলের জন্যেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে আগ্রহী। এ জন্যে ইসলামী ব্যাংক "করজে হাসানা" প্রদানের সুযোগ রেখেছে। ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং বৃত্তিজীবীর স্বল্প পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজনকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে। তাদেরকে আয়-ব্যয়ের বিশদ হিসেব রাখতে বাধ্য করার অর্থ হচ্ছে তাদেরকে ঋণ গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করা। উপরন্তু হিসেব রাখা, অডিটর নিয়োগ করা, হিসেব পরীক্ষা করানো ইত্যাদি কাজে যে বিপুল ব্যয় হয়, তা তাদের প্রার্থীত ঋণের পরিমাণের চেয়েও বেশী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংককে এসব আগ্রহী ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সাথে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারবার করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক তাদের কাছ থেকে মুনাফার অংশ পাবার বিষয়টি তাদের শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়ে কেবল আসল ফেরৎ পাবার নিশ্চয়তার ভিত্তিতেই ঋণ প্রদান করবে। উদ্যোক্তা স্বেচ্ছায় ব্যাংককে যে মুনাফা দিবে ব্যাংক তা-ই গ্রহণ করবে। এ ব্যবস্থার একটি ভালো দিক আছে—ব্যাংকের এরূপ সদয় ব্যবহার উদ্যেক্তাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রথম প্রথম তারা ভুল করলেও পরবর্তীতে সদাচরণ করতে বাধ্য হবে।

একটি সৎ ও বিশ্বাসী সমাজ গড়ে তোলাই ইসলামের দাবী। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের কর্মচারীদের বিশেষ দায়িত্ব ও ভূমিকা রয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে না। কর্মচারীগণ জনসাধারণের সাথে যত বেশী লেনদেন ও মেলা-মেশা করবেন জনগণের সাথে তাদের সম্পর্কও ততই গভীর হবে এবং পরস্পরকে জানা-বুঝা সহজতর হবে। এতে বিভিন্ন লেনদেন ও কাজ কর্মে অসৎ লোকদের থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক পরিবহন ও নির্মাণ প্রকল্পে এমন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করবে যাতে শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাগণই এসব প্রকল্পের পূর্ণাংগ মালিকানা লাভ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে গৃহ-সমস্যা সমাধানেও ইসলামী ব্যাংক কোন ভূমিকা পালন করবে কি ?

উত্তর ঃ ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব বা ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের ক্রমহস্তান্তর চুক্তিতে প্রকল্পে অংশ গ্রহণ ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক তার অপর অংশীদারকে প্রকল্পের পূর্ণ মালিকানা লাভের সুযোগ বা অধিকার দিয়ে থাকে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পরে অংশীদার এক সাথে ব্যাংকের অংশের মূল্য পরিশোধ করে প্রকল্পের পূর্ণ মালিক হতে পারে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগও নিতে পারে। এ ব্যাপারে উভয় অংশীদারের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকের অংশের মূল্য পরিশোধ করার জন্যে অর্জিত

www.pathagar.com

আয়ের একটা অংশ আলাদা করে রেখে তা থেকে কিস্তিতে ব্যাংকের অংশের মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে গৃহায়ন সমস্যা সমাধান কল্পেও ব্যাংক তার ভূমিকা পালন করবে।

এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক নিম্নোক্ত দু'টি উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে ঃ

(ক) ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি ;

(খ) ক্রয় চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি।

(ক) প্রথম পদ্ধতি অনুসারে কোন জমির মালিক ব্যাংকের কাছে তার জমিতে বাড়ী নির্মাণের প্রস্তাব দিলে ব্যাংক উত্তমরূপে তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং সংগত মনে করলে জমির মালিকের সাথে বাড়ী নির্মাণ চুক্তি করবে। চুক্তি অনুসারে ব্যাংক সাকুল্য নির্মাণ ব্যয় বহন করতে পারে অথবা ব্যয়ের একটা অংশ জমির মালিকও দিতে পারে। জমির মালিক তাৎক্ষণিকভাবে তার অংশ সম্পূর্ণ একবারে বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যাংক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কোন অতিরিক্ত সুবিধা দাবী করতে পারবে না।

জমির মূল্য ধরে সেই মূল্যের অনুপাতেই জমির মালিক প্রকল্পের অংশীদার হবে। তাই ব্যাংকও জমি এবং নির্মিত বাড়ীর মালিক হবে। উক্ত জমি বা গৃহের মূল্য বৃদ্ধি পেলে অংশের অনুপাতে ব্যাংকও তার মালিক হবে। এ পদ্ধতিতে জমির মালিকের সর্বদাই বাজার দরে জমি ও বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার থাকবে।

(খ) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রথমে নিজেই জমি সংগ্রহ এবং এর ওপর বাড়ী তৈরী করে থাকে। পরে এসব বাড়ী ভাড়া দেয়। এ পদ্ধতিতে ভাড়াটেগণ যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর স্ব স্ব ভাড়াটে বাড়ীর মালিক হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এতে বাড়ী ও জমির মূল্য নির্ধারণ এবং একে সুবিধাজনক কিস্তিতে ভাগ করে ভাড়ার সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। ভাড়াটিয়াকে ভাড়ার সাথে উক্ত কিস্তিও পরিশোধ করতে হয়। ব্যাংক নগদ মূল্যের ভিত্তিতে বাড়ীর মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে। তাছাড়া স্বল্প আয়ের লোকও যাতে বাড়ী ক্রয় করতে পারে সে জন্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তেও বাড়ী বিক্রয় করতে পারে। দুবাই ইসলামী ব্যাংক "বদর আল-মদীনা" গৃহায়ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। স্বল্প বিত্তের লোকদেরকে বাড়ীর মালিক হবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যেই ব্যাংক উক্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের সর্বশেষ ফলাফল লোকসানও হতে পারে—এ আশংকা কতদূর সত্য ?

উত্তর ঃ কারবারে লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি লোকসানের আশংকা থাকাও স্বাভাবিক। তবে ইসলামী ব্যাংক লোকসানের ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে এমন

www.pathagar.com

কিছু কৌশল অবলম্বন করে, যার ফলে এখানে লোকসান হওয়াটাই অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে কৌশলগুলো দেয়া হলো ঃ

(ক) বিনিয়োগের পূর্বেই ব্যাংক টেকনিক্যাল দিক থেকে প্রকল্প পরীক্ষা করে এবং টেকনিক্যাল ও বাণিজ্যিক দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত ও লাভজনক বিবেচিত হলেই কেবল এতে অর্থ বিনিয়োগ করে ;

(খ) ব্যাংক তার বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে মানগত দিক থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে বিভক্ত করে দেয় ;

(গ) ব্যাংক পুরো বিনিয়োগকে নির্দিষ্ট কোন প্রকল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্নমুখী বিনিয়োগে ছড়িয়ে দেয়। এতে লোকসানের ঝুঁকি কম হয় এবং লোকসান থেকে বাঁচার পথ নিশ্চিত হয় ;

(ঘ) সবশেষে সম্ভাব্য লোকসান পূরণের জন্যে ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও অন্যান্য আনুষংগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকে গচ্ছিত বিনিয়োগ আমানত থেকে মুনাফা পাবার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়। কখনো কখনো এরূপ অপেক্ষার মেয়াদ এক বছরও হয়ে থাকে। এর ফলে আমানতকারীগণ স্বাভাবিকভাবেই এ জাতীয় বিনিয়োগ এড়িয়ে যাবেন অথবা সূদী ব্যাংকে ফিরে যেতে আগ্রহী হবেন— এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক যাত্রা শুরুর প্রাথমিক স্তরে এর অবস্থান মজবুত ও দৃঢ় করার প্রয়োজনেই বিভিন্ন কাজে সময়সীমা নির্ধারণসহ আরো কিছু নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছে। একই কারণে বিনিয়োগ আমানত এবং এর মুনাফায় অধিকারের ব্যাপারেও এসব আইন-কানুন ও সীমা মেনে চলতে হচ্ছে। কিন্তু বিনিয়োগের স্বচ্ছ ও সাবলীল পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে এবং এর ফলাফল শুভ প্রমাণিত হলে এসব বাধা প্রতিবন্ধকতা রাখার প্রয়োজন থাকবে না বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালান হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু সমাধান বের করাও সম্ভব হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় সমাধান পেশ করা হলো ঃ

(ক) ব্যাংকের স্বল্প-মেয়াদী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ;

(খ) সাময়িক হিসেবের ভিত্তিতে বিনিয়োগের ফলাফল নিরূপণ, এবং স্বল্প ব্যবধানে মাঝে মাঝে আমানতকারীদেরকে মুনাফা প্রদানের ব্যবস্থা করা ; এবং

(গ) বিভিন্ন মূল্যের বিনিয়োগ পত্র বা ডকুমেন্ট ইস্যুর ব্যবস্থা করা। এসব ডকুমেন্ট বা বিনিয়োগ পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা অধিকতর নিরাপদ হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যাংক ও মুদ্রা বাজারের মাধ্যমে এগুলোর বেচা-কেনাও সহজ হবে। একথা সকলেরই জানা যে, সময় উত্তীর্ণ হলে, বিশেষ করে মুনাফা বণ্টনের সময় যত নিকটবর্তী হয় এসব ডকুমেন্ট বা ঋণপত্রের মূল্যও ততই বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকে জাকাতের ভূমিকা

প্রশ্ন ঃ জাকাত আদায় ও সংগ্রহ, জাকাত তহবিলের তদারক এবং শরীয়ত সম্মত খাতসমূহে জাকাতের অর্থ বন্টনের সংগে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাকাত তহবিল গঠন ও তার ব্যবস্থাপনা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে ব্যাপারটি শুধু সংগতই মনে হবে না, ব্যাংকের অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অংগ বলেও বিশ্বাস জন্মাবে।

(ক) ইসলামী ব্যাংক নিঃসন্দেহে সমগ্র সমাজেরই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। সমাজ বহির্ভূত বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্বই অকল্পনীয়। সমাজের সংগে সংযোগ রাখা ও সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের মন্দ-ভাগ্য লোকদের আর্থিক উন্নতির প্রতিও ইসলামী ব্যাংক দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এ জন্যেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের অব্যাহত উন্নতি ও সামাজিক সাম্য অর্জনের জন্যে ইসলামী ব্যাংক জাকাত তহবিল গঠন ও শরীয়ত সম্মত খাতসমূহে এ তহবিলের অর্থ বন্টন করে থাকে।

(খ) জাকাত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। ফাইন্যান্সিয়াল নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামী অর্থনৈতিক ও সমাজ কাঠামোয় জাকাত বাস্তবিকই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ জন্যেই ইসলামী ব্যাংক জাকাতের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে।

(গ) আর্থ-সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচীর বাস্তবায়নে জাকাত একটি মুখ্য হাতিয়ার। জাকাতের অর্থে যে দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, কয়েকটি টাকায় যে অভাবী জনের সাময়িক প্রয়োজন মেটে শুধু তাই নয়, বরং জাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে ঐ ব্যক্তি নিজেই উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠারও সুযোগ পায়। ব্যাংকের মাধ্যমে জাকাত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েই এমন অনেক কিছু করা সম্ভব, যার সাহায্যে ভিক্ষুকের হাত কর্মীর হাতে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প স্থাপন, কারিগরী প্রশিক্ষণ দান, ইত্যাদি। এ জন্যেই অভাবী ও দারিদ্রপীড়িত পরিবারকে, যারা কুটির শিল্প বা নানা ধরনের বৃত্তিমূলক পেশা জানে তাদেরকে ইসলামী ব্যাংক জাকাত তহবিল হতে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। ফলে অভাবী অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবারগুলো নিজদের পায়ে স্থায়ী ও স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে সমর্থ হবে।

www.pathagar.com

ইমাম আল্-নাওয়ী তাঁর "আল-মাজলু" গ্রন্থে বলেন, যদি কারো হাতে কাজ বা কুটির শিল্পের পেশা থাকে এবং সে দরিদ্র হলে তাকে কুটির শিল্পে বা হাতের কাজের সরঞ্জাম বা উপকরণ কেনার জন্যে অর্থ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বিচার্য বিষয় নয়। এ পেশা হতে সে যা উপার্জন করবে তা থেকে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচ মিটে যেতে পারে। অবশ্য হাতের কাজ বা কুটির শিল্পের প্রকার এবং দেশ-কাল ও পাত্র ভেদে এ অবস্থার তারতম্য ঘটতে পারে।

(ঘ) জাকাতের অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্তদের কথাও বিবেচিত হবে। যারা ঋণ নিয়েছে এবং সাধ্যমতো চেষ্টা সত্ত্বেও তা শোধ করতে পারেনি তাদের ঋণ মওকুফের জন্যে জাকাত তহবিল হতে সাহায্য করার ব্যবস্থা রয়েছে। দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে এ ঋণ-নেয়া হোক বা উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যেই হোক জাকাত তহবিল থেকে তা পরিশোধ করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া যারা বৈধ ব্যবসা, উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ অথবা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণমূলক বা উন্নয়ন কাজের জন্যে ঋণ দিয়েছেন এবং শেষ অবধি সেই ঋণ আর ফেরৎ পাননি, সে সব ঋণদাতাকেও জাকাতের অর্থ হতে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া যেতে পারে। এতে ঋণদাতারা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি ভবিষ্যতে অন্যদের ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনাও বজায় থাকবে।

(ঙ) জাকাতের উৎস যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সংগে জাকাত সংগ্রহের পরিমাণও যদি বাড়ে তাহলে এ বর্ধিত তহবিল হতে ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারেই নতুন জমি আবাদ করা, জনসাধারণের জন্যে জমি ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, কল-কারখানা স্থাপন করা, কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে সহায়তা করা, ভাড়া দেয়ার জন্যে দালান তৈরী করা, অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যেতে পারে। জাকাতের হকদার গরীব-দুঃখীদেরকেই এ সবের মালিকানা প্রদান করা যেতে পারে। এ থেকেই তাদের চাহিদার বা প্রয়োজনের সবটাই পূরণ হতে পারে। এসব প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান জাকাত তহবিলের আয়ের একটা স্থায়ী উৎস হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামী সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাকাত আদায় এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী ব্যাংক একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার স্বীয় ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই জাকাত আদায় করে একটি সম্পূর্ণ পৃথক এ্যাকাউন্টে জমা রাখে। এরই নাম "জাকাত ও সমাজ সেবা এ্যাকাউন্ট"। যে সব দেশে সরকারীভাবে জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে সে সব দেশে ইসলামী ব্যাংক সরকারকে সহায়তা করার জন্যে টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং দারিদ্র দূর করার জন্যে জাকাত যেন তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ জাকাত তহবিল গঠন ও এর উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যেই কি ইসলামী ব্যাংকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ? ব্যাংক এই খোদায়ী বিধানের দাওয়াত প্রদানেরও কি দায়িত্ব নিয়েছে ?

উত্তর ঃ আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূদী ব্যবস্থার অনুসারীদের কঠোর ভাষায় ভয় দেখিয়েছেন। একই সাথে ঈমানদার ও জাকাত আদায়কারীদের জন্যে পুরস্কারেরও ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না।" (সূরা আল্-বাকারাহ ঃ ২৭৭ আয়াত)

ঈমানদার মুসলমান কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ও পারিতোষিকের জন্যে জাকাত আদায় করে না। বরং ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং অন্যতম ইবাদত হিসেবেই তা পালন করে। উপরের আয়াতে প্রকৃত ঈমানদারের গুণাবলী ও বিশ্বাসী সমাজের চরিত্র যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমনি এ সমাজের ওপর পরবর্তীকালে আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর সন্তুষ্টি, নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে।

সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে সমাজ যে নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রত্যাশা করে, জাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে তার চেয়েও বেশী নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যবস্থা রয়েছে। সমাজের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং সীসাঢালা প্রাচীরের মতো একতাবোধ জন্মাতে সাহায্য করে জাকাত। কিন্তু দুর্ভোগ্যের বিষয় আমাদের অনুভূতি ও বুদ্ধি-বিবেচনা হতে জাকাতের এ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য লোপ পেয়েছে। দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদের শিকার থাকার কারণে এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ফলে মুসলিম দেশসমূহের সমস্যাজর্জরিত হতাশাগ্রস্ত লোকদের সামনে থেকে জাকাত ব্যবস্থার সৌন্দর্য বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামী চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ সমাজে মুসলমানগণ ইসলামী বিশ্বাস ও নীতি অনুসারেই তাঁদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। সংগত কারণেই এ প্রত্যাশা করা যায় যে, তাঁরা জাকাতকে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম মুখ্য উপকরণ বা হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং আইয়ামে জাহেলিয়াতের সূদভিত্তিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের নিগড় সূদকে তারা পরিত্যাগ করবে। এভাবে তারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগে জীবনকে সুখী ও পূর্ণ করে গড়ে তুলবে।

সূদ ছাড়াও যে অর্থনীতি পরিচালিত হতে পারে এবং সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এটা বুঝাবার জন্যেই ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রচারের সাথে সাথে জাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও প্রচার করে। খোদায়ী বিধান অনুসারে জাকাতের মতো ইবাদাত পালন করা এবং এটি যে প্রকৃতই উত্তম ও উপযুক্ত সামাজিক বীমা ব্যবস্থা, জনসাধারণের কাছে তা তুলে ধরা এবং একে বাস্তবে

www.pathagar.com

রূপ দেবার জন্যে ইসলামী ব্যাংক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কাজ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক কি আমানতকৃত তহবিলের ওপর জাকাত দেয়?

উত্তর ঃ জাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। নিসাব পরিমাণ সম্পদ সারা বছর ধরে কারো কাছে থাকলে তার ওপর জাকাত ফরজ হয়। অবশ্য সকল জিনিসের ওপর জাকাত ধার্য হয় না। অর্থ, ধন-সম্পদ, সোনা-রূপা ও এ সবের তৈরী অলংকার গবাদি পশু, ফসল, খনিজ সম্পদ ও ব্যবসায়ের সামগ্রীর ওপর জাকাত আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে বিভিন্ন হারে নিসাব নির্ধারিত হয়েছে এবং জাকাতের হারও ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের চলতি, সঞ্চয়ী, স্থায়ী ও বিনিয়োগ হিসাবে মক্কেলদের কে কত টাকা আমানত রাখছেন তার হিসেব অনেক সময়ই তারা নিজেরা রাখেন না। ব্যাংকই তার সঠিক হিসেব রাখে। এজন্যে ব্যাংকের পক্ষেই সম্ভব ঐ টাকার জাকাত হিসেব করে তা জাকাত তহবিলে জমা করে দেয়া। যে যে কারণে ব্যাংকের ওপরই এ দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত নীচে তার উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) ব্যাংকের চলতি হিসাবে ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মালামাল ও বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী থাকতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে এসব সামগ্রীর মূল্য ব্যাংকের দিক থেকে সম্পদ বা দায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকা সম্ভব। জাকাত হিসেব করার সময় শুধুমাত্র ব্যাংকই জানতে পারে ব্যবসায়ীদের ঐ সব সামগ্রী সম্পদের (assets)অন্তর্ভূক্ত, না দায়ের (liabilities) অন্তর্গত। ব্যক্তির পক্ষে এক্ষেত্রে জাকাতের হিসেব সঠিক নাও হতে পারে।

(খ) চলতি হিসাবের একজন মক্কেলের এমন ঋণ থাকতে পারে যা পরিশোধ করতে তার আমানতের পুরোটাই বা অংশ বিশেষ লেগে যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে আমানত থাকলেও জাকাত-হিসেবযোগ্য অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

(গ) একটি চলতি হিসাব বা সঞ্চয়ী হিসাব কয়েকজন অংশীদারের নামে থাকতে পারে। সকল অংশীদার তাদের অংশের জমা বা আমানতের পরিমাণ সম্বন্ধে যথাযথ ওয়াকিফহাল নাও থাকতে পারেন। কারণ, সারা বছরে এ জমার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি বহুবার ঘটতে পারে। অংশীদারগণের প্রত্যেকের আমানতের পরিমাণ বছরের দু'প্রান্তে নিসাব পরিমাণের কম হতে পারে।

(ঘ) এমনও হতে পারে যে সঞ্চয় বা বিনিয়োগ একজনের নামে হলেও তার প্রকৃত মালিক কয়েকজন অংশীদার। তাঁরা তাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তি বিশেষকে দায়িত্ব দিয়েছেন কারবারের হিসাব পরিচালনা এবং ব্যাংকের সংগে আর্থিক

www.pathagar.com

লেনদেনের জন্যে। এজন্যে জাকাত হিসেবের সময়ে এদের প্রত্যেকের নিসাব পরিমাণ আমানত নাও থাকতে পারে, কিংবা তা থাকলেও প্রত্যেক অংশীদারের পক্ষে তা জানার সময়-সুযোগ নাও থাকতে পারে।

হিসেবকৃত জাকাত বণ্টন করার এখতিয়ার ব্যাংকের নেই। ইবাদাত হিসেবে কেউ যখন নিজেই জাকাতের অর্থ বণ্টন করেন তখন তিনি যে তৃপ্তি পান অন্যে করে দিলে সে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। তাই বলে ব্যাংকের পক্ষ হতে জাকাত হিসেব করা ও আলাদা তহবিলে জমা রাখায় কোন আপত্তি বা বাধা নেই। যে কোন গ্রাহক তার পক্ষ হতে জাকাতের অর্থ নির্ণয় করা এবং তা ব্যাংকের জাকাত তহবিলে জমা রাখার জন্যে ব্যাংককে লিখিতভাবে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। এ টাকা তিন উপায়ে ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। যথা ঃ

(ক) নিজের ইচ্ছা মতো সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করা ;

(খ) শরীয়তসম্মত খাতে ব্যবহারের জন্যে ব্যাংককে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা ; এবং/অথবা

(গ) বৃহত্তম কল্যাণমুখী দাতব্য ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প নির্মাণ, পরিচালনা ও সংগঠনের জন্যে ব্যাংকের ওপর ভার অর্পণ করা।

www.pathagar.com

বিবিধ

প্রশ্ন ঃ কোন দেশে একাধিক ইসলামী ব্যাংক থাকলে সেগুলোর কাজের সমন্বয় কিভাবে করা হবে ? বিশেষতঃ বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কিভাবে যোগসূত্র স্থাপন করা হবে ?

উত্তর ঃ কোন দেশে একাধিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকও থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের কাজের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করবে এবং এদের ব্যবসায়িক লেনদেন, বিশেষ করে বৈদেশিক লেনদেনে সহায়তা করবে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং সমন্বয় সাধনের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, দেশের মধ্যে ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক লেনদেন করতেই পারবে না। বরং যে কোন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করবে এবং সাধ্যানুযায়ী তার লেনদেন, বিশেষ করে, ঋণ আদান-প্রদানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ সকল ইসলামী ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো কি এক ও অভিন্ন প্রকৃতির হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো উক্ত ব্যাংকের কাজের অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা এবং কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে ব্যাংকের যে কোন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ যাতে সম্ভব হয় সে জন্যে এর সাংগঠনিক কাঠামো যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে।

এসব কারণ এবং দেশ ভেদে পরিস্থিতির বিভিন্নতার দরুন সকল দেশের ইসলামী ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো এক ও অভিন্ন হয়নি। তবে মৌলিক বিষয়ে এদের মধ্যে মিল রয়েছে অবশ্যই।

অনৈসলামী ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো দুটি বিষয়ে বিশেষ স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে ঃ

www.pathagar.com

প্রথমত ঃ ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণেই ইসলামী ব্যাংককে জাকাত দিতে হয়, সামাজিক কাজ করতে হয় এবং শরীয়ত বোর্ড রাখতে হয়। এ কাজগুলো ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সূদী ব্যাংকে এগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরাসরিভাবে বা অংশীদারী ভিত্তিতে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ এবং মুনাফা অর্জন করা। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ ও আয়ের উৎসই হচ্ছে এ বিনিয়োগ। কিন্তু প্রচলিত সূদী ব্যাংকের এরূপ কোন কর্মসূচী নেই। এসব ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে সূদ। অপর পক্ষে ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস মুনাফা।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের গৃহীত প্রশাসনিক ও ফাইন্যান্সিয়াল নীতিমালা কি হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনটি মূল নীতির উল্লেখ করা জরুরী। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে নিয়মনীতি বা রেগুলেশন প্রণয়ন ও কাজের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নির্ধারণ।

(খ) কর্মীদের দায়িত্বের সংগে কর্তব্যের সীমা বা পরিধির সামঞ্জস্য বিধান করা।

(গ) কাজের প্রয়োজন ও পরিধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বাধুনিক উপায়-উপকরণের ব্যবহার করা এবং সেই আলোকেই কাজের পদ্ধতি সহজ ও সরল করা। ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য ও উন্নয়নের ওপরই এটা নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য যত বেশী সে ব্যাংক প্রশাসনিক কাজে তত বেশী আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে।

ফাইন্যান্সিয়াল নীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক অমিতব্যয়িতা ও অপচয় এড়াবার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া বাজেট আগেই তৈরী করে নেবে এবং সেই অনুসারে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু খসড়া বাজেট তৈরীর তারিখ হতে তা বাস্তবায়নের তারিখের মধ্যে সময়ের যথেষ্ট ব্যবধান থাকার কারণে এবং অদৃষ্ট পূর্ব কোন খরচ বা ব্যয় নির্বাহের জন্যে বাজেট অনুযায়ী কাজ করা বেশ শক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাই কতকগুলো বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর রাখতে হবে। যেমন ঃ

(ক) খসড়া বাজেট অবশ্যই যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে। যেন কোন আকস্মিক ঘটনা বা জরুরী প্রয়োজনের মুকাবিলা করা যায়।

(খ) সীমা লংঘন হয়ে যেতে পারে এমন যে কোন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) ফাইন্যান্স প্রসংগে লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যাংকের ধার্যকৃত বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ বা সেবামূলক কাজের জন্যে নির্ধারিত ফী যেন অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত ফী বা চার্জের চেয়ে বেশী না হয়। অবশ্য ঐ সব ব্যাংকের কোন কোন কাজের জন্যে ধার্যকৃত চার্জ যদি খুবই নগণ্য বা নামমাত্র হয় অর্থাৎ যুক্তিসংগত না হয়, তাহলে ইসলামী ব্যাংক যুক্তিসংগত ফী, চার্জ বা কমিশন নির্ধারণ করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের নীতি কি হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের যে কোন কর্মচারী অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মান ও পেশাগত দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। সকল কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, ইত্যাদি নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি অনুসারেই হবে। নিয়োগকর্তা এককভাবে বা নিজের ইচ্ছামাফিক কাউকেই নিয়োগ করতে পারবেন না। তেমন কোন সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না। এছাড়াও সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করে নিতে হবে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ইসলামী শরীয়তের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব বা সুপারিশ অবশ্যই তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের দ্বারা সমর্থিত ও ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের শাখাসমূহের নিজস্ব কোন স্বাধীন নীতি থাকা কি সম্ভব ?

উত্তর ঃ কোন ব্যাংকের শাখা কখনো পুরোপুরি স্বাধীনভাবে নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। তাদের নিজস্ব সত্তাও থাকা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র দু'একটি ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে সে ব্যাপারেও প্রধান অফিসের পূর্ব অনুমতি থাকতে হবে। বিনিয়োগ, প্রশাসন ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাংকের প্রধান অফিসের বা মূল দপ্তরের পূর্ব-নির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা যথাযথ মেনে চলতে হবে। ব্যাংকের শাখাসমূহের ভৌগলিক অবস্থান যাই হোক না কেন বা তার আকার-আয়তন যে ধরনেরই হোক না কেন, সকল শাখার ওপর প্রধান অফিসের সাধারণ নীতিসমূহ অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

যে সব স্থানে জনসাধারণ ইসলামী ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্যে আগ্রহ দেখাবে এবং পরিবেশও তার অনুকূলে থাকবে সেসব স্থানে এ ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য এর জন্যে আরো কতকগুলো শর্ত পূরণ হওয়া

www.pathagar.com

জরুরী। যথা (ক) প্রস্তাবিত এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শাখা প্রতিষ্ঠা লাভজনক বিবেচিত হওয়া ; এবং (খ) শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবসা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নেবার মতো বিভিন্ন ধরনের দক্ষ ব্যক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা।

শাখাসমূহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি উপেক্ষা করলে চলবে না। প্রধান অফিস এদিকে বিশেষ নজর রাখবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রধান অফিসের নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালার ভিত্তিতেই শাখাসমূহ নিজস্ব এখতিয়ারের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়, যা শাখাসমূহের নির্ধারিত আওতায় আসে না বা নতুন ধরনের সমস্যা বা প্রসংগের অবতারণা করে, সে সব ক্ষেত্রেই প্রধান অফিসের নির্দেশনা প্রয়োজন হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকের প্রধান অফিস ও শাখাসমূহের মধ্যে কার্যপদ্ধতি এবং প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন বিরোধ নেই, তেমনি স্বাধীনতারও অভাব নেই।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের অনুসৃত নীতি মুনাফাখোরী প্রবণতা বৃদ্ধি করবে না তো ?

উত্তর ঃ সূদী অর্থনীতিতে যে রূপ মুনাফাখোরীর প্রবণতা থাকে, ইসলামী অর্থনীতিতে তা থাকবে না। কারণ সূদ-নির্ভর অর্থনীতিতে ঋণগ্রহীতা পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংকের প্রাপ্য সূদ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু কারবারে মুনাফা কম হলে বা মোটেই মুনাফা না হলে অথবা লোকসান হলে ঋণগ্রহীতা এ সূদে কোন প্রকার কম-বেশী করতে পারে না। যে কোন উপায়ে তাকে সূদ সহ সম্পূর্ণ আসল অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার লক্ষ্য থাকে যে কোন প্রকারে লাভ বেশী করা, যাতে সূদ পরিশোধ করতে তার কোন অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে যে যত বেশী মুনাফা করতে পারে ততই তার পক্ষে ভালো। সুতরাং মুনাফার জন্যে সে সৎ-অসৎ যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। আর এর পরিণামে জন্ম নেয় মুনাফাখোরী। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা ও ঋণদাতা ব্যাংককে সূদ দেয় না, দেয় মুনাফার অংশ। মুনাফা কম হলে সে ব্যাংককে কম দেয়, আর বেশী হলে বেশী দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সূদ পূরণ করে তার উপরে আয় করার প্রবণতা থাকে না। অপরদিকে উদ্যোক্তা যা-ই আয় করে, তার একটা অংশ ব্যাংকের পকেটে চলে যায়। সুতরাং উদ্যোক্তার যে আয়ে অন্য আর একজন ভাগ বসাবে তা বাড়ানোর জন্যে সে একা অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হবে না। ইসলামী ব্যবস্থায় তাই মুনাফাখোরীর জন্ম হওয়া স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

প্রসংগতঃ মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ত অনুসারেই পরিচালিত হবে। ফলে এসব ব্যাংকের মক্কেল বা গ্রাহকদেরকেও সে অনুসারেই চলতে হবে। সে জন্যেই দ্রব্যে ভেজাল দেয়া, মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি অসাধুতার কোন সুযোগ এখানে থাকবে না। উপরন্তু ইসলামী ব্যাংকের অনুসৃত কর্মসূচীর কারণে প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মুনাফাযোগ্যতাও পরিবর্তিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ সূদ নির্ভর ব্যাংকের কাছে মদ, মাদকদ্রব্য, সিগারেট, ইত্যাদির উৎপাদন লাভজনক হলেও ইসলামী ব্যাংকের কাছে এসবের ব্যবসা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন ও বণ্টনই ইসলামী ব্যাংকের কাম্য হবে। এভাবেই ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সামাজিক কাম্যতার নিরীখেই নির্ধারিত হবে। আর এভাবেই মুনাফাখোরীকে প্রশ্রয় দেয়ার পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তিকে অধিকতর মার্জনীয়, নমনীয় ও সহনশীল করে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু অর্থ বিনিয়োগের জন্যে উপযুক্ত ও শরীয়ত সম্মত প্রকল্প খুঁজে পেতে ও নির্বাচন করতে ইসলামী ব্যাংকের বেশ সময় লেগে যায়। ফলে মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাংকের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ পড়ে থাকে। সূদনির্ভর ব্যাংক কখনো এ সুযোগ পায় না। সুতরাং মুনাফা নির্ভর হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক সূদনির্ভর ব্যাংকের চেয়ে অধিক সংকটের সম্মুখীন হবে একথা আদৌ বাস্তবতা সম্মত নয়।

প্রশ্ন ঃ মুনাফা নির্ভর হবার কারণে কি ইসলামী ব্যাংক অধিক সংকটের সম্মুখীন হবে না ?

উত্তর ঃ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে। প্রকৃতপক্ষে সূদী ব্যাংকগুলোই অর্থনীতিতে মন্দা ত্বরান্বিত করে এবং একবার মন্দা দেখা দিলে তা থেকে মুক্তির পথে এরাই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে ব্যাংক নিজেও এ সংকটের শিকার হয়। সূদী ব্যাংক নীতি হিসেবেই যে কোন সময়ে ঋণ ফেরৎ নেয়ার অধিকার সংরক্ষিত রাখে। তাই সংকটের আভাস পাওয়া মাত্র ব্যাংকগুলো তাদের প্রদত্ত ঋণ প্রত্যাহার করা বা ফেরৎ নেয়ার প্রয়াস পায়। প্রচলিত ব্যাংকের এ সুবিধাবাদী নীতি বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতিকে দ্রুততর করে তোলে।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগকৃত অর্থ সহসাই প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। এ ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার ওপর ঋণের জন্যে বাড়তি কোন বোঝা চাপায় না। বরং কারবারে লোকসান হলে তার অংশও বহন করে। মন্দার সময়ে ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার সংকট উপশমকারীর ভূমিকা নেয় এবং মন্দার অশুভ প্রভাব লাঘব করার প্রয়াস পায়। এছাড়া সূদী ব্যাংকের ন্যায় তারল্য সমস্যা ইসলামী ব্যাংকের থাকে না। মুনাফার হার সূদের হারের চেয়ে সর্বদাই বেশী থাকে বলে সঞ্চয়কারীগণ ইসলামী ব্যাংকে অধিক হারে অর্থ জমা রাখে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক গঠিত সংরক্ষিত তহবিলে অধিকার কাদের থাকবে ?

উত্তর ঃ সংরক্ষিত বা রিজার্ভ ফাণ্ড ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা হতে অংশ কেটে নিয়ে গঠিত হয়। এ তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য লোকসান পূরণ এবং ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধি করা। সুতরাং যাদের মুনাফার অংশ দ্বারা এ তহবিল গঠিত হবে এতে অধিকারও তাদেরই থাকবে।

বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা বণ্টন করার পূর্বেই এ থেকে কোন অংশ উক্ত সংরক্ষিত তহবিলের জন্যে কেটে নেয়া হলে ব্যাংকের বিনিয়োগ হিসাবের সকল আমানতকারী এবং ব্যাংক উভয়েই উক্ত তহবিলের অংশীদার হবে। কিন্তু আমানতকারী যে কোন সময়ে তার গোটা আমানত ব্যাংক থেকে উঠিয়ে নিতে পারে। আবার যে কোন সময়ে যে কোন নতুন আমানতকারী ব্যাংকে অর্থ জমাও করতে পারে। যে কোন আমানতকারী ব্যাংক থেকে তার আমানত তুলে নেয়ার সময় উক্তরূপে গঠিত সংরক্ষিত তহবিল হতে তার প্রাপ্য মুনাফার অংশ দাবী করতে পারে। তাই এরূপ তহবিল গঠনে সমস্যা সৃষ্টি না হয়ে পারে না। তবে ইসলামী ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্যে প্রাপ্ত ফী-এর অংশ বিশেষের দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন করতে পারে। কারণ এরূপে গঠিত তহবিলে অন্য কারো অধিকার থাকবে না। জরুরী কোন সমস্যা সমাধান বা লোকসান পূরণ কল্পে ব্যাংক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এ তহবিল ব্যবহার করতে পারবে। এতে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে মালিকানাও এককভাবে ব্যাংকেরই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ একথা কি ঠিক যে ইসলামী ব্যাংক তার কাজের সুবিধার্থে অনুরূপ আরো সূদমুক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েমে সহযোগিতা করবে ?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই কায়েম করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সূদী লেনদেন করছে না এবং ইসলামী ব্যাংকের যাত্রাপথের সাথী হিসেবে এর কাজের সহায়করূপে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এরূপ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

(ক) সমবায় বীমা কোম্পানী ঃ এ যাবৎ বেশ কয়টি সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠান সূদ, প্রতারণা এবং শোষণ থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করে স্ব স্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোর প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সূদ, প্রতারণা ও শোষণ। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

শরীয়তের ভিত্তিতে প্রথম ইসলামী সমবায় বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় সূদানের রাজধানী খার্তুমে। সূদানের ফয়সল ইসলামী ব্যাংকই এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

(খ) বিনিয়োগ ব্যাংক ঃ ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কারবার পরিচালনা করছে। এর মধ্যে আমদানি, রফতানি, সরবরাহ এবং উৎপাদন কোম্পানীর এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করাই হচ্ছে ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানীগুলোর প্রধান কাজ। এ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ মূল্য বা বিভিন্ন মূল্যের বণ্ড বাজারে ছাড়ে। যে কোন মুসলমান যাতে এ বণ্ড খরিদের মাধ্যমে কোম্পানীর মুনাফার অংশ পেতে পারে সেজন্যে বণ্ডগুলো সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এতে যে কোন সময় বণ্ড বিক্রী করে তহবিল মুক্ত করার সুবিধা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) কি ভূমিকা পালন করতে পারে ?

উত্তর ঃ মুসলিম দেশসমূহের সরকার কর্তৃক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (I D B) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এসব দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত তাদের সহায়তা করা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা এসব প্রতিষ্ঠানের জন্যে অগ্রগতি ও সাফল্যের নীল আলোক সংকেত ছিল। এ ব্যাংকের ছত্রছায়ায় সদস্য দেশগুলোতে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যাংক গড়ে উঠার সুযোগ হয়েছে।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের পাশাপাশি যে কোন ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যক্রম তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য ও সমতা লক্ষ্য করা যাবে। এসব উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্যও একই ধরনের। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উভয়ের কার্যপদ্ধতিরও যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রকল্প ফাইন্যান্সিং, উদ্বৃত্ত তহবিলের বিনিয়োগ, সরকারী ও বেসরকারী খাতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি যেমন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের কাজ তেমনি যে কোন ইসলামী ব্যাংকেরও কাজ। তাই এসব কাজে লিপ্ত সদস্য মুসলিম দেশসমূহের ইসলামী ব্যাংকগুলোকে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্য তো করবেই, উপরন্তু উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও উপায়-উপকরণ দিয়ে সহায়তা করবে।

এছাড়াও একই উদ্দেশ্যে গঠিত কর্পোরেশন, সংস্থা, ইনষ্টিটিউশন, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সংগে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা ও মূলধন দিয়ে সহায়তা করারও বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের বছরগুলোতে ইসলামী ও ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার অভাব থাকতে পারে। এ অভাব মোচনের জন্যে, বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকের উৎপাদনশীল ও মূলধনী পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশীয় উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে প্রথম সূদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক কখন কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ?

উত্তর ঃ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সূদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের নাম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১২ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে।

ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মহান লক্ষ্যে এদেশের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে এ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সৌদি আরবের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান সহকারী মহাসচিব শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব, সৌদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ আহমদ সালেহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ বা'জী আল-ইয়াসিন এবং রিয়াদের আল-রাজ্বী কোম্পানীর শেখ সোলাইমান আল-রাজ্বীর মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। তাছাড়া বিয়াল্লিশটি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইন্সটিটিউট ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিষ্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং, লুক্সেমবার্গ, জর্দান ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতের মিনিষ্ট্রি অব জাষ্টিস — কুয়েত ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরস এ্যাফেয়ার্স, কুয়েতের

www.pathagar.com

মিনিষ্ট্রি অব আওকাফ এণ্ড ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স প্রভৃতি ইসলামী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এটি একটি অনন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও আকাংখা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নতুন পদ্ধতি চালু হবার ফলে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা এবং আমাদের আকাংখিত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের বাস্তব সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন পঞ্চাশ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ আট কোটি টাকা। স্থানীয় অংশীদারিত্ব শতকরা ৩০% এবং বিদেশী অংশীদারিত্ব শতকরা ৭০%। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাংকের শতকরা ৫% ভাগ শেয়ার কিনেছেন। বাংলাদেশী অংশীদারগণ এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ইসলামী ব্যাংকের সদর দফতর রাজধানী ঢাকার ৭৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, সিলেটের তালতলা এবং ঢাকার চকবাজার সহ এ ব্যাংকের চারটি শাখা রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহী, নারায়নগঞ্জসহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শীঘ্রই ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কি উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী, সূদমুক্ত পন্থায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক ইতিমধ্যেই দেশের বিরাট সংখ্যক সচেতন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে এবং তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই অন্যান্য প্রচলিত ধারার ব্যাংক থেকে এ ব্যাংককে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ

○ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হয়।

○ ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্থানীয় আলেম, আইনজীবী এবং অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শরীয়ত

www.pathagar.com

বোর্ড ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ইসলামী যথার্থতা সম্পর্কে পরামর্শ দান করেন।

○ এ ব্যাংকের সকল অর্থনৈতিক লেনদেন ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ সূদমুক্ত। এ ব্যাংক হালাল বিনিয়োগের ইসলামী বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

○ সকল প্রকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের নীতি অনুসরণ করে।

○ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যাংকিং সেবামূলক কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকে প্রধানত তিন ধরনের জমা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে ঃ (১) চলতি হিসাব (Current Account) (২) লাভ-লোকসান অংশীদারী (পি,এল,এস,) আমানত হিসাব (Profit and Loss Sharing Deposit Account.) এবং (৩) লাভ-লোকসান অংশীদারী মেয়াদী আমানত হিসাব (Profit and Loss Sharing Term Deposit Account)। এছাড়াও রয়েছে পেমেন্ট অর্ডার/সিকিউরিটি ডিপোজিট।

১। চলতি হিসাব ঃ

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের একই নিয়মে এ হিসাব পরিচালিত হয়। যেকোন কোম্পানী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ, সংস্থা ও ট্রাষ্ট কিংবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই একাউন্ট খুলতে পারেন।
কোন শর্ত কিংবা বিধি-নিষেধ ছাড়াই এই একাউন্টে যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা নেয়া হয় এবং যে কোন সময় জমাকৃত অর্থ উঠানো যায়।
এই একাউন্টের জন্যে চেক বই দেয়া হয়।
সার্ভিস চার্জ কিংবা কমিশনের ভিত্তিতে একাউন্ট হোল্ডারদের জন্যে বিল, চেক এবং ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সংগ্রহ কিংবা জমাদানের সুযোগ রয়েছে।
এই একাউন্ট হোল্ডারদের জন্যে কোন মুনাফা বা লভ্যাংশের ব্যবস্থা নেই।

www.pathagar.com

২। লাভ-লোকসান অংশীদারী (পি, এল, এস) আমানত হিসাব

ন্যূনতম এক হাজার টাকা জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়।
প্রতিবছর ছয় মাস অন্তর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে এ একাউন্টে জমা কৃত অর্থের লাভ-লোকসান হিসেব করা হয়।
প্রতি মাসে এ একাউন্ট থেকে সাধারণত চার বারের বেশী টাকা উঠানো যায় না এবং প্রতিবারে এ অর্থের পরিমাণ পনের হাজার টাকার বেশী হয় না। পনের হাজার টাকার বেশী উঠাতে হলে সাত দিন আগে লিখিতভাবে জানাতে হয়।
এ হিসাবের জন্যে চেক বই দেয়া হয়।
প্রত্যেক পঞ্জিকা-বছরের শেষে এ একাউন্টে জমাকৃত অর্থের মোট লাভ-লোকসানের হিসেব করা হয়।

৩। লাভ-লোকসান অংশীদারী মেয়াদী আমানত হিসাব

এক হাজার টাকা অথবা এর দ্বিগুণ, তিনগুণ, প্রভৃতি হারে অর্থ জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়।
বারো, আঠারো, চব্বিশ, ত্রিশ ও ছত্রিশ মাস মেয়াদী নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এ একাউন্টে অর্থ জমা রাখা যায়। একাউন্ট খোলার সময় নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করতে হয়।
এ একাউন্টের জন্যে কোন চেক বই ইস্যু করা হয় না। চেক বইয়ের পরিবর্তে প্রত্যেকবার অর্থ জমা গ্রহণের বিনিময়ে টার্ম ডিপোজিট রশিদ (PLS-TDR) ইস্যু করা হয়।
মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে সাধারণত জমাকৃত অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উঠানো যায় না।
দীর্ঘতর মেয়াদী জমার জন্যে লাভ-লোকসানের হার তুলনামূলকভাবে বেশী হয়।
সাধারণত ছয় মাসের ভিত্তিতে লাভ-লোকসান হিসেব করা হয়। জমাকৃত অর্থের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই উক্ত লাভ-লোকসান পরিশোধ করা হয়।

পেমেন্ট অর্ডার/সিকিউরিটি ডিপোজিট

এ ব্যাংক রশিদের বিনিময়ে সুদমুক্ত অর্থ জমা নেয়। এ রশিদ টেণ্ডার কিংবা কোন চুক্তিনামার জন্যে Caution Money বা Security Deposit হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক এছাড়া আর কি কি ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে ?

উত্তর ঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অন্যান্য ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভূক্ত ঃ

হস্তান্তর ও স্থানান্তর (Transfers and Remittances);

সার্টিফিকেট এবং শেয়ার গ্রহণ ও নবায়ন (acceptance and servicing of certificates and shares) ;

মূল্যবান সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি হেফাজতে সংরক্ষণ (safe-keeping of personal valuables and securities–certificates, gold, precious stones, documents, etc.) ;

লকার ভাড়া দান (renting lockers for clients) ;

বিনিয়োগ ট্রাষ্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন (investment trustee) ;

গ্রাহকদের দাবী আদায় ও তাদের পক্ষে নির্দেশিত সময়ে লেনদেন (collecting claims and payments of periodical financial delegations on behalf of its clients) ;

অন্যান্য দেশী ও বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব (representation of banks and similar correspondents operations) ;

কোম্পানীর পক্ষ হয়ে মূলধন সংগ্রহ (acceptance of subscription of companies) ;

গ্রাহকদের পরামর্শ দান (consultancy services).

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কোন্ কোন্ নীতি ও পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে, তা হলো (১) সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ; (২) মুদারাবা—স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ; (৩) মুশারাকা—অংশীদারী বিনিয়োগ; (৪) মুরাবাহা—চুক্তির ভিত্তিতে বিক্রয়; (৫) বায়-ই-সালাম—অগ্রিম ক্রয় ; (৬) বায়-ই-মুয়াজ্জাল—বাকীতে বিক্রয় ; (৭) ইজারা (৮) ভাড়ায় ক্রয় ; (৯) বিনিয়োগ নীলাম এবং (১০) স্বাভাবিক লাভের হারে বিনিয়োগ।

www.pathagar.com

১। সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঃ

এ ব্যাংক শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পরিবহন এবং স্থাবর সম্পত্তি ও গৃহ নির্মাণ (Real Estate & Housing) প্রভৃতি খাতে স্বল্প অথবা মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে।

২। মুদারাবা—স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ ঃ

এ পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিম্নরূপ শর্তে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের জন্যে অর্থের যোগান দেয় ঃ

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তাকে পরিচালনা করতে হয়।
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক নীট মুনাফার অংশীদার হয়।
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বরখেলাপের বিরুদ্ধে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পার্টির নিকট থেকে পারফরমেন্স গ্যারান্টি গ্রহণ করে।
ব্যাংক শুধুমাত্র প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব বহন করে। উদ্যোক্তার অবহেলার কারণে কোনরূপ লোকসান হলে তার দায়িত্ব ব্যাংক বহন করে না।

৩। মুশারাকা—অংশীদারী বিনিয়োগ ঃ

এ স্কীমের অধীনে ব্যাংক ঃ
শরিয়ত অনুমোদিত যে কোন অংশীদারী বা যৌথ-উদ্যোগ-প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে।
উদ্যোক্তাকে আংশিক তহবিল প্রদান করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়।
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নীট মুনাফা ও লোকসানের অংশীদার হয়।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর শেয়ার কিনতে পারে।

৪। মুরাবাহা—চুক্তির ভিত্তিতে বিক্রয় ঃ

এই ইসলামী বিক্রয় চুক্তির অধীনে ব্যাংক কোন গ্রাহকের অনুরোধে তার দ্বারা নির্দেশিত পণ্য পরবর্তীতে তার কাছে বিক্রির জন্যে ক্রয় করে।
ক্রয়মূল্য, শুল্ক, আনুষংগিক খরচ, ইত্যাদি সমেত সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
উভয় পক্ষের সম্মতিতে ব্যাংকের জন্যে মুনাফা নির্ধারণ করে পণ্যের মূল্য নিরূপণ করা হয়।

www.pathagar.com

পণ্য সরবরাহের সময়, স্থান ও পদ্ধতি এবং মূল্য পরিশোধের ধরন পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়।

৫। বায়-ই-সালাম — অগ্রিম ক্রয় ঃ

কৃষি, শিল্প, মৎস-চাষ, হাঁস-মুরগীর খামার ও পশুপালন প্রকল্পের সাথে ব্যাংক অগ্রিম ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে।
ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের সময় গ্রাহককে অর্থের যোগান দেয়।
এ পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদনের সময় সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর গুণগত মান, পরিমাণ, সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন স্থির করা হয়।
চুক্তি সম্পাদনের সময়ই মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৬। বায়-ই-মুয়াজ্জাল — বাকীতে বিক্রয় ঃ

এ ইসলামী বিক্রয় পদ্ধতিতে বাকীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য শর্ত মুরাবাহা পদ্ধতির অনুরূপ।
এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কৃষি ও শিল্প খাতে যুক্তিসংগত লাভের ভিত্তিতে উপকরণ সরবরাহ করে।
উপকরণের গুণগত মান ও পরিমাণ এবং সরবরাহের সময়, স্থান ও পদ্ধতি চুক্তির সময়ই নির্ধারণ করা হয়।

৭। ইজারা—লীজ/ভাড়ায় ক্রয় ঃ

লীজিং (Leasing) ঃ ব্যাংক মেশিনারী সামগ্রী, যানবাহন, বাড়ীঘর, জাহাজ প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় রেখে গ্রাহককে তা ভাড়ার চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ইজারা দেয়।
ভাড়ায় ক্রয় (Hire Purchase) ঃ এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য মূল্যবান সামগ্রী কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মূল্যে গ্রাহকদের সরবরাহ করে।
কিস্তির ভিত্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়।
এ পদ্ধতির অধীনে ব্যাংক ভাড়া-আয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (Rent-Income Sharing) আবাসিক ইউনিট ও এপার্টমেন্ট নির্মাণে অর্থের যোগান দেয়।
ইজারার ভিত্তিতে শিল্প খাতের গ্রাহকদেরকে স্থায়ী মূলধন যোগান দেয়।

www.pathagar.com

ভাড়ার ভিত্তিতে বিক্রি চুক্তি ব্যবস্থায় (Hire purchase arrangements) কিস্তির মাধ্যমে সমুদয় পরিশোধের পর ক্রেতা নিজে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সম্পদের মালিক হন।
উভয় ক্ষেত্রে ভাড়াই ব্যাংকের আয়ের উৎস।

৮। বিনিয়োগ নিলাম (Investment Auctioning)

ব্যাংক নিজের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী ছোট ও মাঝারী ধরনের শিল্প-কারখানা তৈরী ও চালু করে ঐগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করে।

৯। স্বাভাবিক লাভের হারে বিনিয়োগ (Investment on Normal Rate of Retern)

ছোট-খাট ব্যবসা, যাতে বার্ষিক ব্যালেন্স শীট হয় না, সেগুলোতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য লাভের হারে এ ব্যাংক বিনিয়োগ করে। তবে এক্ষেত্রেও প্রকৃত লোকসানের ভাগ ব্যাংককে বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে উদ্যোক্তার অবহেলা, অদক্ষতা অথবা কারচুপির মাধ্যমে লোকসান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কি বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রমেও অংশ নেয় ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শরীয়তের সীমানায় অবস্থান করে বৈদেশিক বিনিময় সহ সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।
বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রমের অধীনে এ ব্যাংক ঃ (১) আমদানি (২) রফতানি (৩) রেমিটেনসেস এবং (৪) বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১। আমদানি ঃ

প্রচলিত আমদানি নীতির অধীনে অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পণ্য ও উপকরণ আমদানি করার জন্যে ব্যাংক কমিশনের বিনিময়ে (সার্ভিস চার্জ) ঋণ-পত্র (Letter of Credit) খুলে থাকে।
মুরাবাহা নীতির ভিত্তিতেও ঋণপত্র খোলা হয়।
লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (মুশারাকা-শিরকাত) লেটার অব

www.pathagar.com

ক্রেডিট খুলে থাকে।
ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের অধীনেও লেটার অব ক্রেডিট খোলা হয়।

২। রফতানি ঃ

ব্যাংক রফতানি তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। বিনিময়ে কমিশন ও সার্ভিস চার্জ নেয়।
রফতানির ব্যাপারে মধ্যস্থতা (Negotiate) করে।
রফতানি সংক্রান্ত সকল ধরনের অনুমোদিত লেনদেন পরিচালনা করে।
লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক রফতানির ক্ষেত্রে অর্থের যোগান দেয়।
রফতানিকারককে এল, সি, এডভাইস দেয়।

৩। রেমিটেন্সেস ঃ

এ ব্যাংক দেশের ভিতরে ও বাইরে অর্থ স্থানান্তর ও হস্তান্তরের কাজ করে। অন্তর্গামী (টিটি, এম,টি ও ড্রাফট) এবং বহির্গামী (টিটি ও ড্রাফট) প্রভৃতি আদান প্রদান এর অন্তর্ভূক্ত।
বিশেষত ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের অধীনে গ্রাহকের পক্ষে রেমিটেন্স সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

৪। বিবিধ ঃ

কোন অবস্থাতেই অগ্রিম বুকিং-এর (Forward Booking)কাজ করা হয় না।
এ ব্যাংক কেবলমাত্র চলতি বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করে।
কমিশন ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি (Overseas Bank Guarantees) ইস্যু করে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কিভাবে কর্জে হাসানা মঞ্জুর করে ?

উত্তর ঃ শরীয়ত মোতাবেক স্বনির্ভরতা অর্জন অথবা মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে এ ব্যাংক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা খাতকে কর্জে হাসানা (বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঋণ) মঞ্জুর করে। এ ঋণের অর্থ ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা বা

www.pathagar.com

স্বনিয়োজিত উৎপাদন তৎপরতায় বিনিয়োগ করা যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই এ ঋণের সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে হয়। সূদমুক্ত এ ঋণ কোন খয়রাত নয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাদাকাহ তহবিল কিভাবে পরিচালিত হয় ?

উত্তর ঃ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মতো এ ব্যাংকের একটি সাদাকাহ তহবিল আছে। এ তহবিলের দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক ব্যাংকের অংশীদারী-মূলধন, রিজার্ভ ও মুনাফার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে জাকাত এ তহবিলে রাখা হয়। দ্বিতীয় অংশে ঐচ্ছিক দানসমূহ গ্রহণ করা হয়।

আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক শরিয়ত অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে এ জাকাতের অর্থ খরচ করা হয়।

গ্রাহক ও জনসাধারণের জাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা এবং ঐচ্ছিক দানসমূহ এ সাদাকাহ তহবিলে গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়ত বোর্ড কাদের দ্বারা গঠিত ? তারা কিভাবে কাজ করেন ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীয়ত বোর্ড রয়েছে। সদস্যদের মধ্যে ছয় জন হচ্ছেন শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম খ্যাতিমান আলেম। এছাড়া রয়েছেন ইসলামী ও প্রচলিত আইন-কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজন আইনজীবী এবং পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত ও ইসলামী ইনষ্টিটিউশন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত দুজন আধুনিক অর্থনীতিবিদ। বোর্ডের অপর সদস্য হচ্ছেন দেশের একজন প্রবীণ ব্যাংকার।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে কি-না, এ শরীয়ত বোর্ড তা তদারককারী পরিষদ হিসাবে দেখা-শুনা করেন। ব্যাংককে তার নিজস্ব প্রকল্প গ্রহণ ও অন্যান্য প্রকল্পে অংশীদারিত্বের সময় এ বোর্ড ইসলামী শরিয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরামর্শ দান করেন।

সমাপ্ত